Contents

৩য় বর্ষ

৭ম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

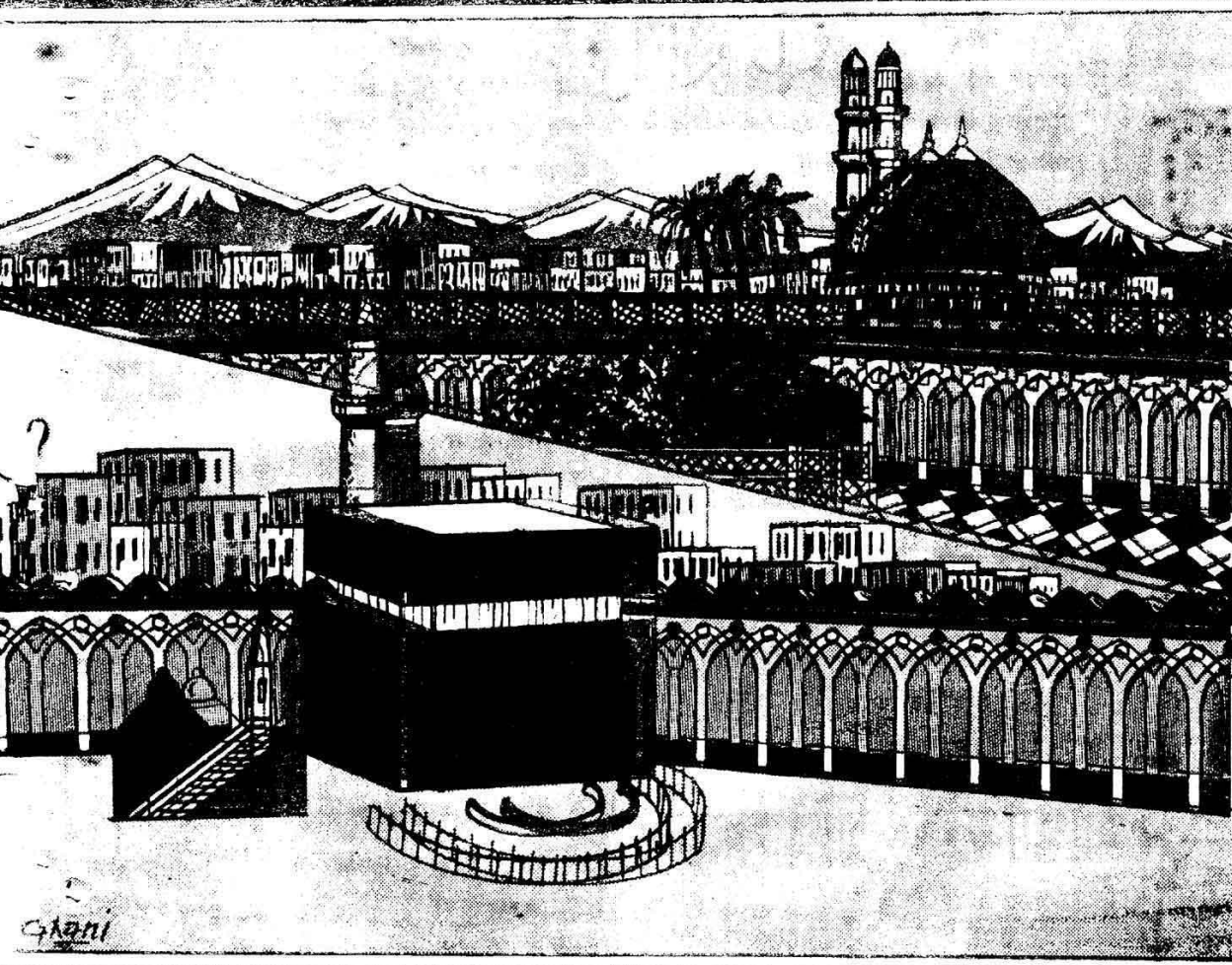

সম্পাদক

মোহাম্মদ মওলা বখ্‌শ নদভী

এই সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬·৫০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

রামাযানুল-মুবারক—হিঃ ১৩৭১

জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৫৯ সাল।

বিষয়—সূচী

বিষয়ঃ—	লেখকঃ—	পৃষ্ঠাঃ—
১। ছুরত-আল্ ফাতিহার তফ্ছীর	...	২৪৩
২। আমি সেই চাঁদ ঈদের চাঁদ	কাজী গোলাম আহমদ	২৫২
৩। ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়	সগীর	২৫৪
৪। জওহরুদ্দীন অর্থাৎ ইছ্লামের সারকথা	ছৈয়েদ আবদুল হামিদ আলখতীব	২৫৮
৫। শাশ্বাত বঙ্গ	মোহাম্মদ আবদুর রহমান	২৬৭
৬। হিন্দে ইছ্লামের আর্বিভাব	...	২৭৪
৮। সাময়িক প্রসঙ্গ	...	২৮৭

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

তৃতীয় বর্ষ | রামাযানুল-মুবারক—হিঃ ১৩৭১ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩৫৯ সাল। | সপ্তম সংখ্যা

ছুরত-আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(২৩)

আমলনামা

ইয়াওমুদ্দীন বা বিচার-দিবসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে, সে দিবস প্রত্যেক মানুষের হস্তে তাহার কৃতকর্মের দফ্‌তর (রেকর্ড) সমর্পণ করা হইবে।

মানুষের আচরিত কর্ম আচরণের সংগে সংগেই জড়জগতের দৃষ্টিতে বিলীন হইয়া যায় বলিয়া বিচার দিবসে সেগুলির পুনরায় প্রত্যক্ষীভূত হওয়ার — যৌক্তিকতা অনেকেই উপলব্ধি করিতে পারেনা, কিন্তু স্থূল দৃষ্টির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী লইয়া কোর্‌আনের উপরিউক্ত দাবী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে উহার যৌক্তিকতা সংশয়াতীত ভাবে স্বীকৃত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কোনবস্তু একবার উদ্‌গত হইলে উহা যেমন অতঃপর কোনক্রমেই সর্বতোভাবে অবলুপ্ত হইয়া যায়না, তেমনি মানুষের দ্বারা যে-সকল কার্য ও আচরণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, সেগুলিও কালক্রমে কখনই একদম বিনাশপ্রাপ্ত হয়না। বিজ্ঞানের অন্যতম স্বতঃসিদ্ধ যে, চলচলায়মান ধরণীতে একবার যে গতি (Movement) আরব্ধ হইয়াছে,-- কোন দিন তাহার বিরতি ঘটিবেনা। এমন কি অন্তরীক্ষে একবার যে শব্দ যে কোন অতীত যুগে বা পুরাকালে একবার ধ্বনিত হইয়াছে, আজও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে এবং চিরবিদ্যমান রহিবে। অন্তরীক্ষে নিক্ষিপ্ত এই শব্দটী যদি মানুষ কোনক্রমে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে আমরা আজও উহা স্বচ্ছন্দে শ্রবণ করিতে পারি।

বিজ্ঞানের এ দাবী যাহারা মানিয়া লইয়াছে, তাহাদের কাছে মানুষের আচরণ ও কর্মের চির-অবলুপ্তি স্বীকৃত হওয়া উচিত নয়। কোর্‌আনের দাবী— অদৃশ্যলোকে মানুষের প্রত্যেকটী আচরণ অনন্তের দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অর্থাৎ দুন্‌য়ার রেকর্ডে মানুষের সমুদয় গতিবিধি ও বোলচাল ভর্তি হইয়া রহিয়াছে। কোর্‌আনের ভিন্ন ভিন্ন আয়তে এই কথাটী বিভিন্ন ভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে :

ছুরত-ইউনুছে কথিত হইয়াছে— প্রত্যেকটী আত্মা ইতিপূর্বে যাহা আচরণ করিয়াছিল, هنالك تبلوا كل نفس ما اسلفت — কিয়ামতের মুহূর্তে সে তাহা পরীক্ষা করিয়া লইবে— ৩০ আয়ত। ছুরত-আত্‌তুরে বলা হইয়াছে, প্রত্যেক মানুষ তাহার কৃত-কর্মের বিনিময়ে বন্ধক كل امرئ بما كسب رهين — রহিয়াছে— ২১ আয়ত। ছুরত-আল্‌মুদ্দাছ্‌ছিরে উক্ত হইয়াছে—প্রত্যেক আত্মা তাহার কৃত-كل نفس بما كسبت رهينة — কর্মের বিনিময়ে বন্ধক রহিয়াছে—৩৮ আয়ত। ছুরত-আয্‌যিলযালে আছে, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره — যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ সৎকর্ম সম্পাদন করিবে সে তাহা দেখিতে পাইবে আর যে ব্যক্তি অণুপরিমাণ অসৎকর্ম সম্পাদন করিবে, সেও তাহা দর্শন করিবে —৭ ও ৮ আয়ত। ছুরত-আলে-ইমরানে আছে সে দিবস প্রত্যেক আত্মা, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ! যে উত্তম কার্য সে সম্পন্ন করিয়াছিল, তাহাকে সে বিদ্যমান দেখিবে, আর যে মন্দ কার্য সে সম্পাদন করিয়াছিল, তাহাও! —৩০ আয়ত।

মানুষের প্রত্যেকটী কর্ম আর আচরণ মহাকালের পৃষ্ঠায় কি ভাবে রেখাপাত করিতে থাকে, কোর্‌আনে তাহা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণিত হইয়াছে।

মানুষ যতই নিভৃতে ও সংগোপনে কোন বাক্য উচ্চারণ করুক না কেন, উহা শ্রবণ করার জন্য স্রষ্টার সাক্ষীরা মওজুদ থাকে আর শ্রবণ করার সাথে সাথে তাহারা উহা সুরক্ষিত করিয়া ফেলে। ছুরত-কাফে اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ! এই মর্মে উল্লিখিত— হইয়াছে যে, যখন দুই জন আহরণকারী— দক্ষিণে ও বামে — বসিয়া আহরণ করিতে থাকে। কোন বাক্যই মানুষ উচ্চারণ করেনা কিন্তু একজন প্রহরী তাহার উচ্চারিত বাক্যকে সুরক্ষিত করার জন্য তাহার নিকট বিরাজিত থাকে— ১৭ ও ১৮ আয়ত।

কোরআনের কতক স্থানে সুরক্ষিত করার উপরিউক্ত ব্যবস্থাকে লিপিবদ্ধ করার রূপ প্রদান করা হইয়াছে। ছুরত-আয্‌যুখ্‌রফে বলা হইয়াছে—— ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم ؟ بلى ! ورسلنا لديهم يكتبون ! অস্বীকারকারীর দল কি মনে করে আমরা তাহাদের গুপ্ত রহস্য আর কাণকথাগুলি শ্রবণ করিনা? নিশ্চয় শ্রবণ —করি! অধিকন্তু আমাদের রছুল (ফেরেশতা) গণ তাহাদের নিকটে বিরাজিত রহিয়া উহা লেখিয়া লইতে থাকে— ৮০ আয়ত। ছুরত- ان رسلنا يكتبون ما تمكرون ! ইউনুছে আছে, তোমরা যে চাল মারিয়া থাক,— আমাদের রছুলগণ তাহা অবশ্যই লেখিয়া লয়— ২১

www.ahlehadeethbd.org

আয়ত।

কোরআনের কতক স্থানে মানুষের প্রত্যেকটী আচরণের সময়ে স্বয়ং বিশ্বপতির উপস্থিতি এবং তাঁহার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের কথা বিঘোষিত হইয়াছে। আল্লাহ্ বলেন,—তুমি যে কোন অবস্থায়—নিরত থাক্ অথবা কোরআনের যেকোন স্থান পাঠ কর, কিংবা যে কোন কার্য তোমরা আচরণ কর না কেন, যখন তোমরা উহাতে ব্যাপৃত হও, আমরা তোমাদের নিকট বিদ্যমান থাকি—৬১ আয়ত।

وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه !

আবার কোন স্থানে উক্ত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মানুষের আমলনামা তাহার স্কন্ধে ঝুলিতেছে এবং কিয়ামতের দিবসে মানুষের "চার্জশিট" রূপে উহাকে তাহার সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দেওয়া হইবে এবং উহা পড়িয়া দেখার জন্য মানুষকে আদেশ করা—হইবে। এই মর্মে ছূরত-বনী-ইছরায়ীলে উল্লিখিত আছে—এবং প্রত্যেক মানুষের কর্মলিপি আমরা—তাহার স্কন্ধে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছি।—কিয়ামতের দিবসে আমরা উহাকে—লিখিত গ্রন্থ বা দফতর রূপে বাহির করিব, মানুষ উহাকে খোলা-চিঠির (Open Letter) আকারে প্রাপ্ত হইবে। তাহাকে বলা হইবে, তোমার কর্মলিপি এইবার তুমি স্বয়ং পাঠ কর! অদ্যকার দিবসে তোমার আত্মাই—তোমার আচরণের নিকাশ গ্রহণ করার পক্ষে যথেষ্ট—১৩ ও ১৪ আয়ত। ছূরত-আলকহফে একথা—আরও স্পষ্টতর ভাবে আলোচিত হইয়াছে—এবং যখন আমল নামা স্থাপন করা হইবে, তখন—উহাতে যাহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে তজ্জন্য আপনি অপরাধীর—দলকে সন্ত্রস্ত দেখিতে পাইবেন। তাহারা বলিবে—হায় সর্বনাশ! ইহা কিরূপ পুস্তক?

وكل انسان الزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا - اقرأ كتابك ! كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا -

ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ! ويقولون : يا ويلتنا

একটীও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বিষয় ইহা পরিহার করে নাই, বরং সমস্তই গণনা করিয়া রাখিয়াছে। এবং পার্থিব জীবনে তাহারা যে সকল কার্য সম্পাদন করিয়াছিল, সেদিবস সবগুলিকেই তাহারা সম্মুখে উপস্থিত পাইবে এবং হে রছুল (দঃ) আপনার প্রতিপালক কাহারও প্রতি অবিচার করিবেননা—৪৯ আয়ত।

مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا -

উল্লিখিত আয়তগুলিকে পরস্পরের সম্পূরক—রূপে সম্মুখে রাখিয়া পাঠ করিলে "আমলনামার" এই তাৎপর্য স্বতঃ মনে উদিত হয় যে, পুস্তক—বা রেজেস্টারী বহিতে কোন বিবরণী লিপিবদ্ধ—থাকিলে যেমন ঘটনার কোন অংশ ভুলিয়া যাওয়া বা অস্বীকার করার উপায় থাকেনা, তেমনি যাহাতে মানুষ তাহার সদসৎ কার্যাবলীর পূর্ণ বিবরণ নিজে-রাই পাঠ করিয়া দেখার সুযোগ পায় এবং তাহার ভাল মন্দ আচরণের কোন ক্ষুদ্রতম অংশ পরিত্যক্ত বা উপেক্ষিত হইয়াছে বলিয়া সে দ্বিধাগ্রস্থ না হয় এবং কর্ম-লিপিতে সন্নিবেশিত তাহার কর্মজীবনের সমুদয় খুঁটিনাটি স্মরণ করিয়া এবং চাক্ষুষ জ্ঞান লাভ করিয়া তাহার দণ্ড এবং পুরস্কারের সমীচীনতা সম্বন্ধে সে স্বয়ং সংশয়মুক্ত হইতে পারে এং বিশ্বপতির ন্যায়-বিচার সম্পর্কে তাহার মনে কোনরূপ দ্বিধার অবকাশ নাথাকে, তজ্জন্য মানুষের জীবনব্যাপী কার্যকলাপ গুলিকে সুরক্ষিত ও রেকর্ডভুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইহা বলা বাহুল্য যে, ফেরেশ্‌তাদের লিখিত গ্রন্থ—জড়জগতের কাগজ ও কালির সাহায্যে লিখিত নয়। অতীন্দ্রিয় লোকের লিখন প্রক্রিয়া ও উপকরণ সম্বন্ধে জড়দেহের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার সাহায্যে কোন সঠিক ধারণা করিতে সমর্থ না হইলেও স্পষ্ট কোর-আন ও ছহীহ ছুন্নতের নির্দেশ অনুসারে আমল-না-মার বাস্তবতাকে আমরা অকুণ্ঠ চিত্তে মানিয়া—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

লইতেছি।

আমলের ওজন

ইয়াওমুদ্দীন বা বিচার দিবসে শুধু যে কৃত-কর্মের দফ্‌তর মানুষের সম্মুখে উন্মোচন করা হইবে, তাহা নয়, মানুষের জীবনব্যাপী কার্যকলাপ ও আচরণ গুলিকেও অধিকন্তু ভাবে সে দিবস ওজন করিয়া—দেখান হইবে। মানুষ জীবনভর একটানাভাবে—কেবল গর্হিত কাজই করিয়া চলেনা, অতিবড় অপ-রাধী কর্তৃকও মাঝে মাঝে উত্তম কার্য সাধিত হইয়া থাকে আবার যিনি পরম ধার্মিক এবং সাধুব্যক্তি তাঁহার দ্বারাও কখন কখন অতিশয় গর্হিত কার্য—অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। মোটেরউপর পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসীর কর্মলিপি সদসৎ কর্মের মিশ্রিত বিবরণী মাত্র। কাহারও আচরিত কর্মের বৃহত্তর অংশ উত্তম, কাহারও বা গর্হিত, আবার হয়তো কাহারও কর্মলিপিতে উভয়বিধ আচরণ সমান সমান ভাবেই সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে পাপপুণ্য—মিশ্রিত কর্মলিপির মধ্য হইতে কোন্ শ্রেণীর কর্মের পরিমাণ অধিক, কর্মফলের জন্য তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। ইহা কি উপায়ে নির্ণয় করা হইবে?

দুইটী স্থূল পদার্থের পরিমাণের পার্থক্য অর্থাৎ কোন্‌টার পরিমাণ অধিক আর কোন্‌টার পরিমাণ কম জানিতে হইলে গণনা বা ওজনের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। আলোক ও উত্তাপ পরিমাপ করার যন্ত্রেও গণনার আশ্রয় লইতে হয়। আলোক ও—উত্তাপের ন্যায় যে সকল পদার্থ স্থূল নয় এবং যাহা অদৃশ্যমান, সে গুলি পরিমাপ করার যন্ত্র আবিষ্কৃত না হইলেও ওগুলিও যে পরিমাণের দিক দিয়া কম-বেশী হইতে পারে, সে কথা কে অস্বীকার করিবে? সুখ দুঃখের প্রকৃত অনুভূতি স্থূল ও দৃশ্যমান পদার্থ নয়, কিন্তু মাত্রা ও পরিমাণের দিক দিয়া সুখ ও দুঃখের অনুভূতি যে সর্বদা সমান হইতে পারেনা, ইহা অনস্বীকার্য। মোটকথা, স্থূল বস্তুর পরিমাণ যে-রূপ পরিমাণ বা ওজনের সাহায্যে জানাযায়, ঈমান ও আমল, ন্যায় ও অন্যায়ের পরিমাণ ফলও সেইরূপ ওজন বা গণনার সাহায্যে স্থিরীকৃত হইতে পারে। অবশ্য জড় এবং স্থূল বস্তুর ওজন যেরূপ স্থূল তুলাদণ্ডের সাহায্যে করা হয়, অশরীরী এবং অদৃশ্যমান বস্তুকে সেরূপ লৌহ বা কাষ্ঠের তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু তজ্জন্য অশরীরী বস্তুর ওজনকে অসম্ভব মনে করা সুস্থ বুদ্ধির পরিচায়ক হইবেনা। কবিতার ছন্দ, সুরের তাল ও মান এবং আরাবী ব্যাকরণে ছরফী ছীগাগুলির ওজন বাটখারার—সাহায্যে নির্ণীত না হইলেও ওগুলির ওজন সর্ববাদি-সম্মত।

কোরআনের একাধিক স্থলে মীযান বা তুলা-দণ্ড ন্যায়বিচারের প্রতীকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ছুরত আশ্‌শুরায় বলা হইয়াছে—তিনিই আল্লাহ্, যিনি সত্য সহকারে আল্‌কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন এবং তুলা-দণ্ড—১৭ আয়াত। ছুরত—আল্‌হাদীদে তুলাদণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইয়াছে—এবং আমরা নিশ্চয় আমাদের রছুলগণকে জলন্ত নিদর্শন সহ-কারে প্রেরণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের সংগে আমরা অবতীর্ণ করিয়াছি গ্রন্থ এবং তুলাদণ্ড,—যাহাতে মানবগণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করে—২৫ আয়ত। ন্যায়ের সমতা রক্ষা করাই ন্যায়বিচারের প্রকৃত তাৎপর্য এবং তুলাদণ্ডের সাহায্যেই ন্যায় ও অন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষিত হয় বলিয়া ন্যায়বিচারের প্রতীক স্বরূপ গ্রন্থের সংগে তুলাদণ্ড অবতীর্ণ করা হইয়াছে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আকাশ হইতে কোন স্থূল তুলাদণ্ড অবতীর্ণ হয় নাই। সুতরাং নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, আল্‌কিতাবের অর্থ ন্যায়-পরায়ণতার বিধান আর মীযানের তাৎপর্য উক্ত বিধানের প্রয়োগ অর্থাৎ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার উপায় ছাড়া অন্য কিছু নয়।

الله الذى انزل الكتاب بالحق والميزان !

واقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط !

কিয়ামতে মানুষের আচরিত কর্মসমূহের ওজন হওয়া সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেন, এবং কিয়ামতের দিবস ওজনের ব্যাপার — والوزن يومئذن الحق'

www.ahlehadeethbd.org

অনিবার্য সত্য। যাহাদের সৎকর্মের ওজন ভারী হইবে, তাহারাই কল্যাণের অধিকারী হইবে আর যাহাদের ওজন হাল্কা হইবে, তাহারাই স্বীয় আত্মার সর্বনাশকারী! কারণ তাহারা আমাদের নিদর্শন-সমূহের প্রতি অবিচার করিত—আল্আ'রাফ, ৯ আয়ত। ছূরত—আল্আম্বিয়ায় বলা হইয়াছে, এবং আমরা কিয়ামতের দিবসে ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠা—করিব, অতএব কোন আত্মার প্রতি কিছুই অবিচার করা হইবেনা। যদি কাহারও রাই পরিমাণও কর্ম থাকে আমরা উহা সমুপস্থিত করিব এবং এই বিরাট কার্যের জন্য আমরাই যথেষ্ট পরীক্ষক—৪৭ আয়ত। ছূরত—আলকারিআয় কথিত হইয়াছে, অতএব যাহার—সৎকর্মের ওজন ভারী হইবে, সে সুখময় জীবনের অধিকারী হইবে আর যাহার ওজন হাল্কা হইবে তাহার স্থান হইবে হাবিয়ার জ্বলন্ত হুতাশন, ৬-১১ আয়ত।

فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون و من خفت موازينه فاولائك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بايانتنا يظلمون -

و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين !

فاما من ثقلت موازينه فهو فى عيشة راضية واما من خفت موازينه فامه هاوية !

কর্ম ও আচরণ কি পদ্ধতিতে ওজন করা হইবে, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। অবশ্য একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, আল্লাহর কাছে মানুষের কৃতকর্মের বিবরণীর লিখিত দফতর মওজুদ রহিয়াছে, কিয়ামতে উক্ত দফতরগুলিকে সম্মুখে—হাযির করা হইবে এবং ওগুলির ওজন হইবে। কিন্তু লিখিত কাগজগুলির ভার ওজন করা হইবেনা, বরং কর্মের প্রকৃতি ও অবস্থাভেদে এবং বিশ্বপতির নিকট উহার মূল্যমান এবং তাঁহার সন্তোষ ও—কোপের পরিমাণ অনুসারে উহাকে ওজন করা হইবে। একটি কার্য সাধারণ দৃষ্টিতে সামান্য ও হাল্কা পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতি ও প্রভাবের দিক দিয়া উহা আল্লাহর কাছে অতিশয় বিরাট এবং ভারী গণ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—শুধু অন্তরের বিশ্বাসের দিক দিয়া ঈমান অতি অকিঞ্চিৎকর বস্তু বলিয়া মনে হইতে পারে, নিরীশ্বরবাদী বস্তুতান্ত্রিকের কাছে ঈমানের কাণাকড়িও মূল্য নাই, কিন্তু ধর্মজীবনের উহাই প্রধানতম অবলম্বন এবং বিশ্বপতি আল্লাহর কাছে যাবতীয় সৎকর্ম অপেক্ষা উহা মূল্যবান এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। বুখারী আবুহোরায়রার প্রমুখাৎ রেওয়াত করিয়াছেন যে, একদা রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসিত—হইলেন, মানুষের—কোন্ কর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ? রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) প্রতি ঈমান। * রছুলুল্লাহর (দঃ) এই আদেশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দীন দুঃখীদিগকে লক্ষ লক্ষ টাকা দান করা এমন কি দেশ ও জাতির কল্যাণার্থে মস্তক দান করা অপেক্ষা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করার ওজন অধিকতর ভারী। পক্ষান্তরে নরহত্যা ও ব্যভিচার ইত্যাদির তুলনায় শির্কের অপরাধ সাধারণ দৃষ্টিতে হাল্কা ও ক্ষুদ্র মনে হইতে পারে কিন্তু আল্লাহর কাছে উহা অপেক্ষা গুরুতর আর কোন পাপ নাই। আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন, শির্ক সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অত্যাচার, লুক্মান, ১৩ আয়ত। কোরআনের নির্দেশ, মানুষের সকল অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু শির্কের অপরাধ—আল্লাহ কিছুতেই ক্ষমা করিবেননা,—আন্-নিছা, ১৬ আয়ত।

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : اى العمل افضل ؟ قال : ايمان بالله و رسوله !

ان الشرك لظلم عظيم -

ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك !

বুখারী আবদুল্লাহ বিনে মছ্উদের বাচনিক—রেওয়ায়ত করিয়াছেন, একদা আমি রছুলুল্লাহ

سالت النبى صلى الله عليه وسلم اى الذنب

* বুখারী (১) ৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

(দঃ জিজ্ঞাসা করি আল্লাহর কাছে কোন্ পাপ— সর্বাপেক্ষা বৃহৎ? রছুলুল্লাহ্ (দঃ) বলিলেন, তোমার কাহাকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃজন করিয়াছেন। *

اعظم عند الله ؟ قال : ان تجعل لله ندا وهو خلقك !

স্পষ্ট কোরআন ও উহার যথার্থ ব্যাখ্যা বিশুদ্ধ ছুন্নতের সাহায্যে প্রমাণিত হইল যে, আন্তর্জাতিক বিধানে যে সকল অপরাধকে সর্বাপেক্ষা গুরুতর ও ভয়ংকর ধারণা করা হইয়া থাকে, সেগুলির তুলনায় আল্লাহর কাছে শির্কের মহাপাপ অধিকতর ভারী।

আকারের দিক দিয়া যেমন কোন কোন কর্মের ভার অত্যন্ত অধিক, তেমনি আবার একই কর্মের মূল্য শুধু অবস্থা ভেদে আল্লাহর কাছে বর্ধিত ও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পাপ ও পুণ্য উভয়বিধ আচরণেরই এই অবস্থা। আল্লাহ বলেন, যে যাহা আচরণ করিয়াছে, তদনুসারে প্রত্যেকেরই ভিন্ন ভিন্ন স্তরে স্থান রহিয়াছে— আল্‌-আন্‌আম, ১৩৩ আয়ত। ছুরত আলে ইম্‌রানে— আছে— আল্লাহর — সন্তুষ্টির অনুগামীগণ তাঁহার নিকট বিভিন্ন স্তরে সমুন্নতি লাভ করিবেন, ১৬৩ আয়ত।

ولكل درجات مما عملوا

هم درجات عند الله

অর্থাৎ কর্ম অভিন্ন হইলেও সংকল্পের বিশুদ্ধতা এবং স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কর্মের গুরুত্ব বিভিন্ন হইবেই। এই গুরু লঘুর প্রভেদ অনুসারে কর্মের ওজন কম বেশী হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ছুরত-আলহাদীদে ইহার স্পষ্ট উদাহরণ উল্লিখিত আছে। আল্লাহ বলেন, যাহারা মক্কা জয়ের পূর্বে আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করিয়াছে এবং সংগ্রাম করিয়াছে, তোমাদের মধ্যে কেহই তাহাদের সমকক্ষ নয়। যাহারা পরে অর্থ ব্যয় করিয়াছে এবং যুদ্ধ লড়িয়াছে তাহাদের অপেক্ষা পূর্ববর্তীদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে— অত্যন্ত অধিক। অথচ সকলের জন্যই আল্লাহ বেহেশ্‌তের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন—১০ আয়ত।

لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى -

হিজ্‌রতের নিশীথে আবুবকর ছিদ্দীক রছুলুল্লাহর (দঃ) সাহচর্য দ্বারা যে বিরাট পুণ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, উমর ফারূক তাঁহার জীবনব্যাপী পুণ্যকে সেই এক রাত্রির পুণ্যের সমতুল্য বিবেচনা করেননাই। *

কর্মফলের এই বৈষম্যের কারণ অবস্থা ও সময়ের পার্থক্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইছলাম জগতের শ্রেষ্ঠতম ফকীহ ইমাম বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থের উপসংহারে অধ্যায় রচনা করিয়াছেন—আল্লাহর--- উক্তি "এবং আমরা ন্যায় বিচারের তুলাদণ্ড সমূহ কিয়ামতে স্থাপন করিব" এবং মানব সন্তানের কর্ম ও উক্তি সমস্তই ওজন হইবে। এই অধ্যায়ে আবুহোরায়রার বিখ্যাত হাদীছ উধৃত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, দুইটী বাক্য, রহমানের কাছে বড়ই প্রিয়, রসনায় অর্থাৎ উচ্চারণে খুব হাল্‌কা, তুলাদণ্ডে অত্যন্ত ভারী :— ছুব্‌হানাল্লাহে ওয়া বিহাম্‌দিহী, ছুব্‌হানাল্লাহেল — আযীম!

باب : قول الله : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وان اعمال بنى آدم وقولهم توزن -

كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم !

ইহা লক্ষ করা উচিত যে, উল্লিখিত বাক্যগুলির তিনটী গুণ বর্ণিত হইয়াছে— হাল্‌কা, ভারী, প্রেয়স। কতক কথা উচ্চারণে যে সরস, মধুর ও হাল্‌কা হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে আর বাক্য স্থূল ও শরীরী বস্তু না হইলেও যদি হাল্‌কা হইতে পারে তাহা— হইলে উহার পক্ষে ভারী হওয়াও কিছু মাত্র বিচিত্র নয় আর যাহা হাল্‌কা বা ভারী তাহা ওজনসাধ্য হইবেই। আরও লক্ষ করা কর্তব্য যে, আল্লাহর—

* বুখারী (৩) ৫৬ পৃঃ।

* মিন্‌হাজুছ্‌ছুন্নাহ (২) ১৪৭ ও ১৫৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

মনঃপুত হওয়াই উল্লিখিত তছবীহের ভারত্বের কারণ এবং জড়জগতে উহার হাল্‌কা হওয়া যেরূপ সুস্পষ্ট, কিয়ামতে উহার ওজন ভারী হওয়াও, তেমনি প্রকট হইবে।

কয়েকজন দার্শনিকের উক্তি উধৃত করিয়া এই প্রসংগের ইতি করিব :

পঞ্চম শতকের বিশ্ববিশ্রুত মুহাদ্দিছ ও দার্শনিক ইমাম আলী বিনে হয্‌ম উন্দুলুছী (৩৮৪—৪৫৬) বলেন, আমরা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস পোষণ করি যে, এই তুলাদণ্ড গুলি এরূপ বস্তু, যেগুলির দ্বারা আল্লাহ স্বীয় দাসগণের ভাল ও মন্দ কর্মের পরিমাণ — প্রকাশিত করিবেন। অণু পরিমাণেরও, যাহার ওজন আমাদের বাটখারায় ধরার উপায় নাই এবং — তদূর্ধ্বের। উক্ত তুলাদণ্ড গুলি কিরূপ ধরণের হইবে, আমরা তাহা অবগত নই। অবশ্য একথা আমরা অবগত আছি যে, উহা পৃথিবীর তুলাদণ্ডের জাতীয় হইবেনা। এবং আমরা ইহাও নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস করি যে, — কোন ব্যক্তি যদি — একটী দীনার বা — একটী মুক্তা দান করে, তাহা হইলে তাহার ওজন, যে ব্যক্তি এক আনা দান করিবে, তাহার অপেক্ষা ভারী হইবে অথচ সর্বজন পরিচিত ওজনের ইহা বিপরীত। আমরা ইহাও অবগত আছি যে, চড় মারার অপরাধ অপেক্ষা নরহত্যার অপরাধ বৃহৎ এবং ফরয নমায আদা করার তুলাদণ্ড নফল নমায আদাকারীর তুলাদণ্ড অপেক্ষা বৃহৎ বরং কোন কোন ফরযও অন্য ফরয অপেক্ষা বৃহত্তর। সঠিক ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, যেব্যক্তি ফজরের নমাজ জামাআতের সহিত আদা করে সে সমস্ত রাত্রি নমাযে অতিবাহিত — কারীর ন্যায় আর যেব্যক্তি ইশার নমায জামাআতের সহিত আদা করে, সে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত নমাযে অতিবাহিত কারী ব্যক্তির তুল্য। অথচ উভয় — নমাযই ফরয। অন্যান্য সমুদয় আমলেরও এই অবস্থা এবং মানুষের সৎকার্য তাহার অসৎ কার্যের সহিত ওজন হইবে। *

ونقطع على ان تلك الموازين اشياء يبين الله عز وجل بها لعبادة لمقادير اعمالهم من خير و شر من مقدار الذرة التى لاتحس وزنها فى موازيننا اصلا فمازاد - ولا ندرى كيف تلك الموازين الا اننا ندرى انها بخلاف موازين الدنيا - وان ميزان من تصدق بدينار او بلؤلؤة اثقل ممن تصدق بكذا انة - وليس هذا وزنا - وندرى ان اثم القاتل اعظم من اثم اللاطم - وان ميزان مصلى الفريضة اعظم من ميزان التطوع بل بعض الفرائض اعظم من بعض - فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم ان من صلى الصبح فى جماعة كمن قام ليلة ومن صلى العتمة فى جماعة فكانما قام نصف ليلة وكلاهما فرض - وهذا جميع الاعمال فانما يوزن عمل العبد خيره مع شره -

৬ষ্ঠ শতকের স্বনামধন্য দার্শনিক ও ছুফী ইমাম মোহাম্মদ বিনে মোহাম্মদ আলগাযালী (৪৫০—৫০৫) বলেন, মানুষের কর্ম কেমন করিয়া ওজন হইবে? এই প্রশ্নের জওয়াবে আমি বলিব যে, এ বিষয়ে রছুলুল্লাহ (দঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মানুষের কর্মলিপিগুলি ওজন করা হইবে, কারণ মাননীয় লেখকগণ (কেরামন কাতেবীন) — মানুষের কর্মগুলিকে দফ্‌তরে লিপিবদ্ধ করেন এবং ওগুলি স্থূল পদার্থ। সুতরাং যখন বাটখারায় রক্ষিত হইবে, তখন আল্লাহর আনুগত্যের মূল্য অনুসারে ওগুলির মধ্যে ভারত্ব সৃষ্টি হইবে। †

বিখ্যাত দার্শনিক ও মুফাছ্‌ছির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (৫৪৪—৬০৬) বলেন, একটী উপায় এই যে, বিশ্বাসীদের কর্ম সুন্দর আর অবিশ্বাসীদের কর্ম কুৎসিৎ আকার পরিগ্রহ করিয়া প্রকটিত হইবে এবং উক্ত আকৃতিগুলি ওজন করা হইবে। ইব্‌নে আব্বাছ

* মিলল ওয়ান্‌নহল (৪) ৬৫ পৃঃ।
† ইক্‌তিছাদ, ৯৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইহা বলিয়াছেন। দ্বিতীয় উপায় এইযে, যে লিপিতে মানুষের কর্মবিবরণী লিখিত হয়, উহা ওজন করা হইবে। রছুলুল্লাহ (দঃ) কে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন পত্র সমূহের (ছহীফা) ওজন হইবে। *

বিখ্যাত তার্কিক ও অছুলী আল্লামা ছঅদুদ্দীন তফ্‌তাযানী (৭১২—৭৯১) বলেন, লিপিগুলির ওজন দ্বারা কর্মের ওজন নির্ণীত হইবে অথবা সৎকর্মগুলিকে জ্যোতির্ময় এবং অসৎ কর্মগুলিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন—আকৃতি দ্বারা প্রকট করা হইবে। †

আল্লামা বদ্‌রুদ্দীন আইনী (৭৬২—৮৫৫)—ওজনের দার্শনিক সার্থকতা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, ন্যায়পরায়ণতার — প্রকাশ, সূক্ষ্ম বিচার এবং মানুষের সমুদয় সন্দেহ ও আপত্তি ভঞ্জন করিয়া দেওয়াই ওজনের উদ্দেশ্য। ¶

و فائدته اظهار العدل والمبالغة فى الانصاف والالزام قطعا لاعذار العباد !

অংগ প্রত্যংগের সাক্ষ্য

মানুষ ভালমন্দ যে কর্মই করুক না কেন,—কর্মের প্রতিক্রিয়া তাহার উপর হইবেই। হৃদয়ের দর্পণ স্বচ্ছ থাকিলে স্বীয় আচরণের ছবি মানুষ নিজেই স্পষ্টভাবে দেখিয়া লইতে পারে। কোরআনে একথা নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে—মানুষ যতই বাহানা আবিষ্কার করুক না কেন, সে তাহার আত্মার অবস্থা নিজেই দর্শন করিতে পারে,—আল্‌কিয়ামহ, ১৪ ও ১৫—আয়ত।

بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره !

মনের স্বচ্ছ দর্পণ পাপের কালিমার মলিনতা প্রাপ্ত হয়। কোরআনে এই মলিনতা প্রাপ্তিকেই মরিচা ধরা বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে, আল্লাহ বলেন, — কখনই নয়, বরং — তাহাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে—আত্‌তত্‌ফীফ, ১৪ আয়ত।

كلا بل ران على قلوبهم !

এই আয়তের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আবুহোরায়রা রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, মানুষ যখন প্রথম প্রথম পাপাচরণে লিপ্ত হয় তখন তাহার হৃদয়ে একটী কাল দাগ পড়িয়া— যায়। যদি সে উক্ত পাপাচরণকে পরিহার করে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুশোচনা করিতে থাকে, তাহাহইলে— সে দাগটী মিলাইয়া যায় আর যদি পুনঃ পুনঃ পাপাচরণে লিপ্ত হইতে থাকে, তাহা হইলে সেই কালদাগ বাড়িতে থাকে এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত হৃদয়টাকে ছাইয়া — ফেলে। ইহাই সেই মরিচা, যাহার কথা আল্লাহ উল্লেখ করিয়াছেন—এরূপ কখনই নয়, বরং তাহাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়া গিয়াছে—আহ্‌মদ, তির্‌মিযী, নছয়ী, ইব্‌নেমাজা, ইব্‌নেহিব্বান ও হাকেম। *

قال : ان العبد اذا اخطأ خطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء فاذا هو نزع واستغفر و تاب سقل قلبه - وان عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه و هو الران الذى ذكر الله : كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون !

পাপাচরণের প্রতিক্রিয়া কেবল হৃদয়েই হয়না, চোখে মুখে ও অংগ প্রত্যংগেও উহার প্রভাব—বিস্তারলাভ করে। চোখেও কালদাগ পড়িয়া যায়, উহার চাহনি ও বর্ণ পরিবর্তিত এবং কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়, হস্তপদাদিতেও পাপাচরণের ছাপ পড়ে। অপরাধ-বিশেষজ্ঞের দল অনেক অপরাধীকে মনস্তাত্ত্বিক কৌশলে ধরিয়া ফেলেন। কিয়ামতেও পাপীদের পাপাচরণ এবং অপরাধ তাহাদের অংগ প্রত্যংগে প্রকট হইয়া উঠিবে। ছুরত-আর্‌রহ্‌মানে এই — অবস্থার ইংগিত করা হইয়াছে—কিয়ামতে অপরাধীর দলকে তাহাদের ললাটের সাহায্যে চিনিয়া লওয়া হইবে—৪০ আয়ত।

يعرف المجرمون بسيماهم

কিয়ামতের মহাপ্রলয়ে বিশ্বপতির মহাবিচারালয়ের হয়বতে যখন মানুষের রসনা আড়ষ্ট এবং সে স্তব্ধবাক হইয়া যাইবে তখন তাহার হস্তপদাদি এবং গাত্রচর্ম পর্যন্ত তাহার অবস্থার জ্বলন্ত প্রতীকে

---

* তফ্‌ছীর কবীর (৪। ১৮৭ পৃঃ।
† মকাছিদ (২) ২২২ পৃঃ।
উমদাতুলকারী (১১। ৬৩২ পৃঃ।

* জামে তিরমিযী (৪) ২১০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিণত হইবে। একথায় অস্বাভাবিকতার অবসর কোথায়? আজ কপটাচরণের পোষাকে ভূষিত হইয়া অপরাধীর দল সাধুসজ্জনের দলে ভিড়িয়া আছে। অনুমান ও ধারণা ছাড়া প্রকৃত সংবাক্তিকে অসত্যের দল হইতে বাছিয়া বাহির করার উপায় নাই আর এই অনুমান ও ধারণাও যে সবসময়ে নির্ভুল হইবে, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই বরং ভ্রান্তির সম্ভাবনাই অধিক। কিয়ামতে সকল প্রহেলিকার অবসান ঘটাইবার জন্য বলা হইবে,—হে পাপাত্মার দল—অন্যকার দিবসে — তোমরা সাধুসজ্জনদের দল হইতে পৃথক হইয়া স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ কর —ইয়াছীন, ৫৯ আয়ত।

وامتازوا اليوم ايها المجرمون -

ইহলৌকিক বিচারালয় সমূহে বাগপটুতা ও মিথ্যা সাক্ষ্যের সাহায্যে বিচারকে প্রহসনে পরিণত হইতে দেখা যায়। **ইয়াওমুদ্দীনে** এই দুই কৃত্রিম—পদ্ধতির অবসান ঘটাইয়া দেওয়া হইবে,— আল্লাহ বলিবেন, অন্যকার—দিবসে আমরা অপরাধীদের মুখে সীল-মোহর আঁটিয়া দিব,

اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون !

ফলে তাহাদের সমুদয় বাগাড়ম্বর থামিয়া যাইবে এবং তাহাদের হস্তগুলি আমাদের সহিত বাক্যালাপ — করিবে এবং তাহাদের পাগুলি তাহাদের কীর্তি-কলাপের সাক্ষ্য প্রদান করিতে থাকিবে। অর্থাৎ পাপাচরণের স্বরূপ দেহই প্রকাশ করিয়া দিবে— ইয়াছীন ৬৫ আয়ত। ছুরত হা-মীম-আছ্ছিজদায় উক্ত হইয়াছে, এবং যে-দিবস আল্লাহর দুশমনদিগকে দুযখের দিকে হাঁকান হইবে এবং তাহারা বিভিন্ন — শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে। যখন তাহারা উহার সম্মুখবর্তী হইল তখন তাহাদের কর্ণ ও — তাহাদের চক্ষু এবং তাহাদের ত্বক তাহাদের কীর্তি-কলাপের সাক্ষ্য তাহাদের বিরুদ্ধে প্রদান করিল। তাহারা তাহাদের গাত্রচর্মকে বলিল, তুমি কেন — আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? তাহারা উত্তর — করিল, যে আল্লাহ সমুদয় বস্তুকে সবাক করিয়াছেন, তিনিই আমাদিগকেও সবাক করিলেন— ১৯—২১ আয়ত।

ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون — وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا ؟ قالوا انطقنا الله الذى انطق كل شئ !

এই আয়তের ভিতর এই ইংগিত রহিয়াছে যে, বিপুলা ধরণীর সমুদয় পদার্থ যেরূপ সবাক, কিয়ামতে চক্ষুকর্ণ, হস্তপদাদি এবং ত্বকও সেই ধরণের বাকশক্তিলাভ করিবে অর্থাৎ উহারা জড়জীবনের আচরিত কর্মের প্রতীক হইবে, কিন্তু যদি কেহ মনে করে যে, জিহ্বার দ্বারা যেরূপ বাক্য উচ্চারিত হয়, চক্ষু-কর্ণ ও হস্তপদাদি কিয়ামতে সেই ভাবেই কথা বলিতে আরম্ভ করিবে, তাহা হইলে কোরআন ও ছুন্নতের নির্দেশ অনুসারে এরূপ ব্যাখ্যাকেও ভ্রান্তিমূলক সাব্যস্ত করার উপায় নাই।

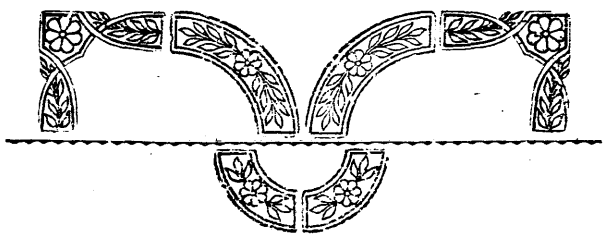

www.ahlehadeethbd.org

আমি সেই চাঁদ—ঈদের চাঁদ

—কাজী গোলাম আহ্‌মদ

আমি সেই চাঁদ ঈদের চাঁদ!
নব-বেশে আমি নোতুন নই····
পুরাতন আমি বহু দিনের····
শুধু তোমাদের দ্বারে
নোতুনের বেশে উদয় ফের্।
আমারে লইয়া মাতামাতি করো আজ সবাই—
মুসলামে যা'রা কোরে জবাই
মুস্‌লিম বোলে নাম কেনো,—
তাদের সে চাঁদ নইগো আমি—নই আমি
মিথ্যে নয় এ—ঠিক জেনো।

ইস্‌লামের এ ঈদের চাঁদ····
মুস্‌লিমের এ ঈদের চাঁদ—
মু'নাফেক আর বে'দ্বীন-দল
কোলাহল আর বেশ-বদল
যতই করুক্,—নইকো আমি তাদের বল্।
যা'রা শিকার ধরিতে 'ইস্‌লামে' আজ পাতিছে ফাঁদ
তাদের তরে নইরে আমি— নয় এ চাঁদ।

যদি টুপি-দাড়ি আর আল্‌-খাল্‌লায়
মুস্‌লিম হয়,—
মু'নাফেক আর বেদ্বীন কয়
তবে মুস্‌লিম বলো কে-ই বা নয়?

মুসলিম আর মো'মিন ভাই!
যা'রা বেঁচে আছো কেউ দেখ' নাই,—
দেখিছি আমি,- এই ঈদের চাঁদ
আকাশে যাহার মায়ার ফাঁদ····
দেখেছি তোমার নবীজীর সেই পাক্-সুরাত
দেখেছি তাঁহার চার ইয়ার আর
দেখেছি তাদের সুল্‌তানাত।

তাঁদের সে দান····সে শওকত
তাঁদের সে শান সে পাক্ তখ্‌ত
কোথায় আজ?
কোথায় সে জোশ····জিন্দা-দিল্
তেজ-ঈমানের হিস্‌সা-তিল
মু'মিনদের মৃত্যু-সাজ—
কোথায় আজ?

ইসলাম যা' এনেছিলো তা'র কিছুই নাই—
মিথ্যা-শঠতা-ব্যভিচার-খুন····তেমনি তাই
চলিয়াছে আজো,—
শেরেকীর কাজও
যেমনি ছিলো তা'র আগে সবাই,
মানুষে মানুষে ছিলো ব্যবধান—নয়কো ভাই—
পুনঃ শুরু আজ তেমনি তাই
নাইরে নাই কিছুই নাই।

* * *

তোমার নবীর রূহ্-পাক আজ তাই কাঁদে
মৃত্যু-আঁধার কালিমা ছেয়েছে সেই চাঁদে।
'উম্মত' কোথা? সে 'ইসলাম'?
শয়তান আজ শিষ্য পেয়েছে মুসলমান····
লুপ্ত সে 'শান' সুপ্ত মান
মুসলমানের কে দেয় দাম?
মুখ লুকাইয়া গুমরিয়া কাঁদে তাই ইসলাম।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শত এতিমের ক্রন্দনে আজ ভরা বাতাস—
শত বিধবা ও উৎপীড়িতের হায়-হুতাশ
আজকে এখনো ভেসে বেড়ায়....
মুসলমান আজ দুয়ারে দুয়ারে
ঘুরিয়া ভিক্ষা চায়
এর চেয়ে নেই লজ্জা হায়!
পর্কে সেদিন আপন কোরেছে মুসলমান
আজকে স্বীয় স্বার্থে ভায়ের মৃত্যু চা'ন
ঝুঠ জবান - নাই ঈমান....
নিমকহারাম - বে-ঈমান!

* * *

মুসলমান!
এখনো খুলিয়া পাক্-কোরাণ
পাক্-কালামের আর্শিতে দেখ' চেহরাখান,
মৃত্যু-মুখী মুসলিমে পুনঃ দাও দাওয়াত?
বাড়াও হাত?
দূর করো তা'র দুঃখ-শোক আর
দাও জাকাত?
স-ব অভিনয়—কিচ্ছু নয় ও
নেইকো তোমার মৃত্যু-ভয় ও।

মুসলিম! পুনঃ নাওরে সবক ইসলামের,
তোমার অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ফের্
আজ খুলি' -
দেখ' কেন' পৃথ্বীজয়ী বয় ঝুলি,
শাহানশা' আজ বা কেন হয় কুলি?
যদি—আবার নোতুন নাও সবক
ঈমান আবার জিন্দা হয়...
বাদ্শা-ফকির বন্ধু হয়
নিশান তোমার উচ্চে রবে নাইরে ভয়।
ঈদের চাঁদও রইবো নাকো মোটেই দূর
বারো মাসই থাকবো বাঁধা
সেদিন সবার পরাণ-পুর।

* * *

ফুর্তি নয় আজ— শিক্ষা নাও
নিজের পানে আবার চাও,
দীক্ষা দাও আজ ভোগ-বিলাসের হিস্সা দিতে
তাদের, যাদের আর্তনাদ
লাল কোরেছে মাটির বুক আজ,
রক্তে যাদের রঙীন চাঁদ...
উছলে পড়ে আজ প্রভাতেও ধরায় যাদের
ব্যথার বাঁধ,
চা'য়না তা'রা এই চাঁদেরে, চায় সে চাঁদ
যে চাঁদ সেদিন ভুলিয়েছিলো
ক্ষুধার জ্বালা—দুঃখ-শোক
রচেছিলো স্বর্গ-লোক
সেই সে চাঁদ—ঈদের চাঁদ।

www.ahlehadeethbd.org

ভারতে মোগলশাসনের এক অধ্যায়

——সগীর—এম, এ।

(দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

জাঁহাদার শাহের দিল্লী পরিত্যাগ ও আগরা আগমন।

৪ঠা জিলকদ তারিখে দিল্লীতে সংবাদ পৌঁছিল যে, খাজওয়া হইতে শাহ্‌জাদা আজ্জউদ্দিন পলায়ন করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া সাব্যস্ত করা হয় যে অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া আসন্ন বিপদ বিদূরিত করিতে হইবে। কিন্তু দিল্লীর সব কিছুই বিশৃঙ্খল। যে ১১ মাস তিনি রাজত্ব করিয়াছেন সে সময় তিনি বিলাসব্যসনেই কাটাইয়াছেন। ঐ সময়ে সৈন্যদল বেতন পাওয়া দূরের কথা, কোন মুদ্রা চোখে দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ। রাজকোষ একেবারে নিঃশেষিত। রাজকোষের অর্থ নিত্য-নৈমিত্তিক আতশবাজি ও বিলাসব্যসনে ফুরাইয়া গিয়াছে। আর বিশৃঙ্খলার সুযোগ লইয়া কোন জমীদার রাজস্ব প্রদান করে নাই। অনিশ্চিত অবস্থার জন্য কর্ম্মচারীরাও উহা আদায়ের ব্যবস্থা করে নাই। অথচ অর্থ না হইলে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করা যায় না। তাই শাহী মহলে বাদশাহ আকবরের সময় হইতে যত মূল্যবান মণিমুক্তা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা হস্তগত করা হইল। শুধু তাই নয়, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত পাত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া গলান হইল। মহলের গৃহগুলিতে যে সমস্ত সোনার আস্তর ছিল তাহাও উঠাইয়া ফেলা হইল। যখন কিছুই আর পাওয়া গেল না তখন ভাণ্ডার-দ্বার উন্মুক্ত করা হইল। প্রথমতঃ সৈন্যদল যাহা পারিল লইয়া গেল। পরে বিরাট জনতা উহা লুণ্ঠন করিল। ফলে সম্রাট বাবরের আমল হইতে যে বিরাট খাদ্যভাণ্ডার তথায় সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা অতি অল্প সময়ে নিঃশেষিত হইল। অথচ এত করিয়াও সৈন্যদলকে সন্তুষ্ট করা গেল না। ফলে তাহাদিগকে এই ধনাগার হইতে তাহাদের সমস্ত দাবীদাওয়া মিটান হইল।

রাজধানী ও দিল্লীর কেল্লা রক্ষার ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের আনজাম দিতে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। অবশেষে জ্যোতিষীদের ব্যবস্থা-মত ১১ই জিলকদ (৯ই ডিসেম্বর) রাত্রি দ্বিপ্রহরে তিনি প্রায় ১০০০০০ সৈন্যসহ দিল্লী হইতে রওয়ানা হইলেন। ১০০০০০ সৈন্যের মধ্যে ৪০০০০ অশ্বারোহী, বাকী পদাতিক, তীরন্দাজ ও বন্দুকধারী সৈন্য। সঙ্গে চলিল ১০০ ক্ষুদ্র বৃহৎ কামান। আগ্রায় পৌঁছিয়া আগ্রা দুর্গে কোন টাকাকড়ি পাওয়া গেল না। আগ্রা হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরবর্ত্তী সামুগড় নামক স্থানে তিনি শিবির সন্নিবেশ করিলেন। স্থানটী যমুনা নদীর তটে অবস্থিত। সম্ভবতঃ বাদশাহ আলমগীর দারাশেকোহ্‌কে এইস্থানে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া এবং বিজয়লাভ তাঁহারই হইবে এই আশাতেই জাঁহাদার শাহ্‌ এই স্থানটী যুদ্ধের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ফর্‌রোখ্‌-সিয়র খাজওয়াহ পরিত্যাগ করিয়া যমুনার অপরপারে সামুগড়ের নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এখানে আসিয়াই তিনি দেখিলেন যে তথায়ও উপরে ও নীচে ৮ মাইল পর্য্যন্ত—নদীর কিনারায় কোন নৌকা নাই। সমস্ত জাঁহাদার শাহ কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। এখানে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইল। প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যদল নদীর উভয় পারে। ক্ষমতাসত্ত্বেও জাঁহাদারশাহ নদী পার হইয়া প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করিলেন না। আর নৌকা অভাবে ফর্‌রোখ্‌-সিয়র নদী পার হইতেই সক্ষম নহেন। অবশেষে ৩ দিন অপেক্ষা করার পর আবদুল্লাহ্‌ খান অন্য কোন উপায়ে নদীপার হওয়ার উপায় অন্বেষণে বহির্গত হইলেন নদীর উপরের দিকে কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া তিনি দেখিতে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাইলেন যে তথায় লোকজন হাঁটিয়া নদী পার হইতেছে। ১০ই জিলহজ্জ তারিখে মিওয়াটপুর নামক স্থানে বকর-ঈদ পর্ব্ব সম্পন্ন করিয়া পরবর্ত্তী রাত্রিতে ফর্‌রোখ্-সিয়র হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদীপার হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমগ্র সৈন্যদলও নদী পার হইল। নদী পার হইতে কোন প্রাণহানি হয় নাই। সম্রাট আকবরের সমাধিস্থল বেহেশ্‌তাবাদ সেকেন্দ্রার নিকটবর্ত্তী "সরাই রোজ বিহানা" নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত হইল। পরবর্ত্তী দিন (১৩ই যিলহজ্জ) ভিজা জিনিষপত্র শুখাইতে ও বিশ্রাম গ্রহণ করিতে কাটিয়া গেল। স্থানটী আগ্রা দুর্গের ৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

আগ্রার যুদ্ধ

জাঁহাদার শাহের পক্ষের কোনব্যক্তি কল্পনাও করেন নাই যে ফররোখ-সিয়র এত সহজে ও নিরাপদে নদী পার হইয়া যাইবেন। সুতরাং নদী পার হওয়ার সংবাদে সমগ্র শিবিরে একটা আলোড়নের সৃষ্টি হইল। যুদ্ধের যে পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহা এইভাবে ব্যর্থ হওয়ার একটা বিশৃঙ্খলার ভাব দেখা দিল। যাহাহউক, শত্রুপক্ষ আগাইয়া গিয়াছে। সুতরাং শাহী সৈন্যদলের শিবির সামুগড় হইতে উঠাইয়া আবার পশ্চাৎ দিকে ফিরাইয়া নিতে হইল। অবশেষে তাঁহারাও আগ্রার সন্নিধানে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

১৩ই যিলহজ্জ (১০ই জানুয়ারী, ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ) বেলা ৩ ঘটিকার সময় বৃষ্টিপাত বন্ধ হইল। জমাট কুয়াশারাশি কাটিয়া চারিদিক পরিষ্কার ও আলো পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই প্রথম দুই প্রতিদ্বন্দ্বি সৈন্যদল একে অপরের ব্যূহরচনা ও সৈন্যদের গমনাগমন প্রত্যক্ষ করিতে সক্ষম হইল।

আবদুল্লাহ্ খাঁ তাঁর রণহস্তিতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ পতাকা উত্তোলিত করিলেন। তাঁহাকে আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে যে শাহী সৈন্যদল অগ্রসর হইতেছিল তাহাদের গতিরোধ করার জন্য তিনি খানজামান্ ও চাবেলা রামের নেতৃত্বে ৪০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। অপর পক্ষে শাহী সৈন্যদলের পক্ষ হইতে খানজাহান কোকলতাস খান ফর্‌রোখ-সিয়রের কেন্দ্রভাগ আক্রমণ করিলেন। এইভাবে ঘোরতর সংগ্রাম শুরু হইল। কোকলতাস খানের প্রচণ্ড আক্রমণে ফর্‌রোখ-সিয়রের সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইতেই হোসেন আলী খাঁ তাঁহাদের বংশের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় বংশের সৈন্যদল পরিবৃত হইয়া তরবারী হস্তে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। এই সময় জাঁহাদার শাহের পক্ষীয় আবদুসসামাদ খান তাঁহার অধীনস্থ তুরাণী তীরন্দাজ সৈন্যদল লইয়া হোসেন আলী খাঁর পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করেন। হোসেন আলী খাঁ আহত ও সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়েন। বারহা সৈয়দ সৈন্যদল নিজেদের প্রাণের বিনিময়ে তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকেন।

জাঁহাদার শাহের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জুলফিকার খাঁ যখন দেখিলেন যে কোকলতাস খাঁ এক অংশে যুদ্ধজয়ের উপক্রম করিয়াছেন তখন তিনি আবদুল্লাহ খাঁর বিরুদ্ধে গোলন্দাজ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। আবদুল্লাহ অত্যন্ত সাহস ও ধৈর্য্যের সহিত স্থান রক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ অনেক সৈন্য, বিশেষ করিয়া নবনিযুক্ত সৈন্যরা পলায়নের উদ্যোগ করিল। অবস্থা এমন সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে এই সময় তাঁহার সঙ্গে ২০০ শত বারহা সৈয়দ সৈন্য ছাড়া আর কেহই রহিলনা।

অতঃপর অপরাহ্ণ ঘনাইয়া আসিল। যুদ্ধক্ষেত্রের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া ফর্‌রোখ-সিয়রের পরাজয় আসন্ন বলিয়া ধারণা হইল। এই মর্ম্মে জনরব প্রচারিত হইল যে হোসেন আলী খাঁ নিহত এবং আবদুল্লাহ খাঁ তাঁহার সৈন্যদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কয়েকজন অনুচর সহ শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক একরূপ অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এবং বেন্দ্রভাগে স্বয়ং ফর্‌রোখ-সিয়রের নিকট মাত্র ৬ সহস্র সৈন্য অবস্থান করিতেছে। এই সময় শাহীসৈন্য দলে জুলফিকার খাঁর অধীনে তখনও ২৫০০০ রিজার্ভ সৈন্য মওজুদ। কিন্তু সম্ভবতঃ তিনি চান নাই যে কোকলতাস খান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যুদ্ধজয়ের গৌরব অর্জ্জন করুন। তাই কোকলতাস খানের সাহায্যার্থে তিনি কোন নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করিলেননা। এদিকে মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গেশ তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যদল লইয়া আবদুল্লাহ খাঁর সহিত মিলিত হইলেন। হোসেন আলীর অধীনস্থ ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল পুনরায় আবদুল্লাহ খাঁর পতাকাতলে সমবেত হইল। অন্যদিকে চাবেলারাম ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কোকলতাস খাঁকে পরাস্ত ও নিহত করিলেন। দলপতির মৃত্যুতে কোকতলাস খানের সৈন্যদলে বিশৃঙ্খলা আরম্ভ হইয়া গেল এবং তাহারা জাঁহাদার শাহের কেন্দ্রভাগের সৈন্যদলের উপর পতিত হওয়ায় শাহীসৈন্যের এক বিরাট অংশে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই অবস্থার সুযোগ লইয়া চাবেলারাম, মোহাম্মদ খাঁ বঙ্গেশ ও আলী আসগর খাঁএর সমভিব্যাহারে আবদুল্লাহ খান সরাসরি জাঁহাদার খাঁর পশ্চাদভাগ আক্রমণ করিলেন।

জুলফিকার খাঁ ধারণা করিলেন যে শত্রুপক্ষ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছে। অনেকে তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন যে যখন হোসেন আলী খাঁ নিহত ও আবদুল্লাহ খাঁ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত, তখন অবিলম্বে ফর্‌রোখ-সিয়রের উপর আক্রমণ করা উচিত। কিন্তু জুলফিকার খাঁ বলিলেন যে শত্রুপক্ষ পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত, সন্ধ্যা সমাগত; সুতরাং এ অবস্থায় অনর্থক শত্রুপক্ষের পশ্চাদ্ধাবন করার কোন সার্থকতা নাই। তাই তিনি যুদ্ধজয়ের নিদর্শন স্বরূপ জয়ঢাক বাজাইবার আদেশ দিলেন।

জয়সূচক বাজনা শুনিয়া আবদুল্লাহ খাঁ হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ধারণা হইল যে সম্ভবতঃ ফর্‌রোখ-সিয়রের উপর বিশেষ কোন বিপদ আপতিত হইয়াছে। তাই নিজের প্রাণের মায়া একেবারে তুচ্ছ করিয়া তিনি জাঁহাদার শাহের সৈন্যদলের উপর আপতিত হইলেন। জাঁহাদার শার হস্তী সৈয়দসৈন্যের নিক্ষিপ্ত শরে আহত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মাহুত কিছুতেই উহাকে নিরস্ত করিতে না পারায় জাঁহাদার শাহ কোনক্রমেই জুলফিকার খাঁর নিকটবর্ত্তী হইতে পারিলেননা। অবশেষে তিনি হস্তীপৃষ্ঠ হইতে কোন প্রকারে অবতরণ করিয়া একটী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ঠিক এই সময় লাল কুঁয়ার (১) তাঁহার নিকট উপনীত হইয়া তাঁহাকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করাইয়া আপন হস্তী পৃষ্ঠে উঠিতে বাধ্য করিল। অতঃপর তাহারা উভয়ে এই অবস্থায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া আগ্রার পথে রওয়ানা হইল। রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। শাহীসৈন্যদল সম্রাটের যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগে হতাশায় রণে ভঙ্গ দিল।

অবশ্য তখন পর্য্যন্ত জুলফিকার খাঁর সৈন্যদল একরূপ অক্ষতভাবেই অবস্থান করিতেছিল। তিনি সৈন্যদলসহ আগ্রারদিকে চলিলেন। তাঁহার আশা-ছিল যে যদি তথায় জাঁহাদার শাহ বা তদীয় পুত্র শাহজাদা আজ্জউদ্দিনকে পাওয়া যায় তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়া তিনি পুনরায় শত্রুপক্ষের সহিত আর একবার মোকাবিলা করিবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের কাহারও সাক্ষাৎ মিলিল না। তাই তিনিও দিল্লীর পথে অগ্রসর হইলেন। এইভাবে নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে ফররোখ-সিয়র আগ্রার যুদ্ধে জয়ী হইলেন।

ফর্‌রোখ-সিয়রের আগরা হইতে দিল্লী যাত্রা

যুদ্ধক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলা ও রাত্রির অন্ধকারের সুযোগ লইয়া চুড়ামন জাঠের অধীনস্থ জাঠেরা শত্রুমিত্র—নির্ব্বিশেষে দুই পক্ষের রসদপত্র ও শিবির লুণ্ঠন করিয়াছিল। সুতরাং ফর্‌রোখ-সিয়রের রাত্রি—যাপনের উপযোগী কোন তাঁবু পাওয়া গেল না। অবশেষে এমন একটী তাঁবুতে তাঁহাকে রাত্রিবাস করিতে হইল যাহার সমগ্র অংশ রন্ধন ক্রিয়ার ধূমে একেবারে কাল ও বিবর্ণ হইয়াগিয়াছিল। (চুড়ামন, জাঠ – দস্যুদলের সর্দার। সে তাহার দলবল লইয়া জাহাঁদার শাহের পক্ষে যোগ দিয়াছিল। তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল, যুদ্ধ নয়, লুঠপাট। সে পুরামাত্রায়

(১) লালকুঁয়ার জাঁহাদার শাহের উপপত্নী। জাঁহাদার শাহ উহার অতিমাত্রায় বাধ্য ছিলেন। তিনি তাহাকে আদর করিয়া "ইমতিয়াজ মহল" নাম প্রদান করিয়াছিলেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্ত উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইয়াছিল)।

রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতঃকালে ফর্‌রখ-সিয়রের সিংহাসন আরোহণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইল। "ওকিলে মত্‌লক" আসাদ খাঁ, দিল্লীর সুবাদার মোহাম্মদ ইয়ার খাঁ ও অন্যান্য—সুবাদারগণের নিকট এই মর্ম্মে লিখিত ফরমান—পাঠান হইল যে পলায়িত জাহাঁদার শাহকে যেখানেই পাওয়া যায়, সেইখানেই যেন তাঁহাকে ধৃত—করা হয়।

হোসেন আলী খাঁর আহত হওয়ার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যুদ্ধ শেষে প্রায় মধ্য রাত্রিতে—তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞাহীন ও বিবস্ত্র অবস্থায় পাওয়া যায়। যুদ্ধ জয়ের অপ্রত্যাশিত সংবাদ—তাঁহাকে জ্ঞাপন করা হইলে তাঁহার দেহে যেন নূতন করিয়া প্রাণ সঞ্চার হইল। এই দিনের শেষে ফর-রখ-সিয়র স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে গমন করেন। তৎপর দিবস ১৫ই জিলহজ্জ শুক্রবারে সিকান্দ্রার জামে মস্‌জিদে জুমার নামাজ পড়িতে গিয়াছিলেন এবং তাহার নামে পঠিত খোতবা তিনি শ্রবণ—করেন। ঐ দিন শাহজাদা আজ্জউদ্দিন ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হন। আরও জানা যায় যে জাহাঁদার শাহ ও জুলফিকার খাঁ দিল্লির পথে পলায়ন করিয়াছেন।

যে সমস্ত আমীর ওমরাহ ও কর্ম্মচারী জাহাঁদার শাহের অধীনে ছিলেন তাহাদের অনেকেই ফর্‌রখ-সিয়রের শিবিরে আগমন করিয়া নব ভূপতির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করিলেন। জাহাঁদার শাহ ও জুল-ফিকার খানের গতিবিধি ও ভবিষ্যত কর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে তখনও ঘোরতর সন্দেহ থাকায়, অবিলম্বে রাজধানী দিল্লী অধিকার করা সাব্যস্ত হয়। তজ্জন্য আবদুল্লাহ খাঁকে যথাবিধি খেলাত দ্বারা সম্মানিত করিয়া তাহা-কে এই কার্য সাধনের জন্য দিল্লী পাঠান হয় (১৪ ই জানুয়ারী)। চিন কুলিচ খাঁ, মোহাম্মদ আমীন খাঁ চিন, হামীদ খাঁ, লুৎফল্লাহ খাঁ সাদিক প্রভৃতি আমীরগণ অনুগমন করেন। তাঁহার উপর নির্দ্দেশ থাকে যে—তিনি যেন অপর পক্ষের ধন-সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত—করেন।

১৮ই যিলহজ (১৫ই জানুয়ারী) ফর্‌রোখ-সিয়র দ্বিতীয়বার হোসেন আলী খাঁকে দর্শন করিয়া—তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ২২শে শুক্রবার চওক এর নিকটস্থ জামে মসজীদে তিনি জুমার নামাজ আদা করেন। ঐ দিন যাত্রা পথে স্বর্ণ ও রোপ্য নির্ম্মিত মুদ্রা ছড়ান হয়। পর দিন দিল্লী হইতে আবদুল্লা খাঁ সংবাদ দেন যে জাহাঁদার—শাহ ধৃত হইয়াছেন এবং জুলফিকার খাঁও পুনরায় সংগ্রামে লিপ্ত হইতে নিরস্ত হইয়াছেন। অবশেষে ২৫ শে তারিখে দলবল সহ ফর্‌রোখ-সিয়র দিল্লী যাত্রা করেন।

আবদুল্লাহ খাঁর দিল্লী আগমন

আবদুল্লাহ খাঁর ১৭ই জিলহজ্জ তারিখে দিল্লী রওয়ানা হওয়ার কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। ২৫শে তারিখে তিনি দিল্লীর নিকটস্থ "বড়হপুলা" নামক স্থানে উপনীত হন। ইতিমধ্যেই পরাজিত সম্রাট—জাহাঁদার শাহ ও তদীয় উজীর জুলফিকার খাঁ দিল্লী আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। জুলফিকার খাঁর পিতা 'ওকিলে মতলক' আসাদ খানের প্ররোচনায় জুল-ফিকার খাঁ সংগ্রামে বিরত হইয়াছেন এবং শুধু তাই নয়, তাঁহারা তাঁহাদের আশ্রয় প্রার্থী ভূতপূর্ব্ব সম্রাট-কে চালাকী দ্বারা বন্দী করিয়াছেন। তাঁহাদের —বাসনা এই যে ধৃত জাহাঁদার শাহকে নব সম্রাট ফর্‌-রোখ-সিয়রের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নব—সম্রাটের প্রিয়ভাজন হইবেন। যাহা হউক, আব-দুল্লা খাঁ বাড়াহপুলাতে উপনীত হইলে রাজধানীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ আসিয়া তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৬ শে তারিখে তিনি রাজধানীতে প্রবেশ করেন। তথায় আগমন করিয়া তিনি অপর-পক্ষীয় প্রধানদের যথা খাজা হোসেন (খান দেওরান), হিফজুল্লাহ খান, মুরিদ-খান, মৃত কোকলতাস খান প্রভৃতির ভূ-সম্পত্তি বাজেয়াফত করেন। জুলফিকার খাঁর দেওয়ান ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সভাচাঁদ ধৃত ও কারা-রুদ্ধ হয় এবং তাহার সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হয়। শাহ আলমের উজির মুনিম খাঁর পুত্র মাহতাব খাঁ ও অন্যান্য যাঁহারা জাহাঁদার শাহের আমলে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন তাঁহাদিগকে মুক্ত করা হয়।

www.ahlehadeethbd.org

জওহরুদ্দীন
অর্থাৎ
ইছলামের সারকথা

ছৈয়েদ আব্দুলহামীদ আলখতীব।

[পাকিস্তানের জন্য ছউদী আরব কর্তৃক নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত আলীজনাব আল্লামা ছৈয়েদ আব্দুল হামীদ আলখতীব ছাহেব লব্ধপ্রতিষ্ঠ আলেম। তিনি শিক্ষিত দলের ভিতর বিনামূল্যে বিতরণ করার জন্য আরবী ভাষায় জওহরুদ্দীন নাম দিয়া একখানি মূল্যবান পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্মীয় আদর্শে সন্দেহবাদী এবং কুসংস্কারের পূজারী দুই যুবক ভ্রাতার নামে রচয়িতা স্বীয় পুস্তিকাখানি উৎসর্গ করিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইছলাম-জগতের যুবশক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই তিনি তাঁহার পুস্তিকা রচনা করিয়াছেন, কারণ তাঁহারাই জাতির বাহুবল এবং ভাবী আশা আকাংখার লক্ষস্থল আর সমগ্র জাতির ন্যায় তাঁহারাও বর্তমানে প্রধানতঃ উল্লিখিত দুই শিবিরে বিভক্ত। যে উদাত্ত কণ্ঠে অবিমিশ্র ইছলামের পয়গাম তিনি শুনাইতে চাহিয়াছেন, পূর্ব পাকিস্তানের যুবসমাজকে তাহার সহিত পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে আমরা তাঁহার নিবন্ধের অনুবাদ তর্জুমানুলহাদীছের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করিতেছি। তিনি ধর্মের যে শাশ্বত সত্য স্বরূপের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহার পূর্বে অধিকতর স্পষ্ট ভাবে শয়খুলইছলাম ইব্নে তয়মিয়হ, হাফিয ইব্নুলকাইয়েম, শয়খ মোহাম্মদ বিনে আব্দুল ওয়াহ্হাব নজ্দী, আল্লামা মোহাম্মদ বিনে ইছ্মাঈল ইয়ামানী, আল্লামা শওকানী এবং হিন্দ উপমহাদেশে মুজাদ্দিদ ইছ্মাঈল শহীদ ও আল্লামা বশীর ছহ্ছওয়ানী প্রমুখ মনীষীমণ্ডলী তাহা চিহ্নিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু জনাব আলখতীবের কণ্ঠে নবযুগের যে সুর অনুরণিত হইয়াছে, আধুনিক রুচি ও দৃষ্টিভংগীর সহিত তাহা অধিকতর সুসমঞ্জস হইবে বলিয়া আমরা আশা করি। আল্লাহর তওফীক সহায় হইলে আমরা ভবিষ্যতে এসম্পর্কে লিখিত অন্যান্য মহাজনগণের গ্রন্থসমূহের সংগেও পাঠক পাঠিকা দিগকে পরিচিত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইবে। বর্তমান অনুবাদে লেখকের পুস্তিকার মর্মানুবাদের পরিবর্তে তাঁহার উক্তি ও লিখনের ভংগিমা অটুট রাখার জন্য সাধ্যপক্ষে যত্ন করা হইয়াছে —তর্জুমান সম্পাদক।

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد المرسل الى الخلق اجمعين وعلى آله وصحبه ومن اتبع طريقهم السوى الى يوم الدين –

সকল বিশ্বের অধিপতি আল্লোহর জন্যই যাবতীয় উত্তম প্রশস্তি এবং আমাদের অধিনায়ক হযরত — মোহাম্মদ মুছতফা (দঃ), যিনি সমগ্র সৃষ্টির জন্য প্রেরিত হইয়াছেন, তাঁহার প্রতি আল্লাহর পরিপূর্ণ রহমত এবং পরম শান্তি অবতীর্ণ হইতে থাকুক এবং তাঁহার

(২৫৭ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

ফরুরোখ-সিয়রের দিল্লী আগমন

২৫শে যিলহজ্জ তারিখে আগ্রা হইতে ফরুরোখ-সিয়রের দিল্লী যাত্রার কথা ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি ১৫ই মুহররম, ১১২৫ হিজরী (১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৭১৩ খৃঃ অব্দ) দিল্লী হইতে ৫ মাইল দক্ষিণে খিজিরাবাদ নামক স্থানে উপনীত হন এবং তথায় ১৬ই তারিখেও অবস্থান করেন। ১৬ই তারিখে আসাদ খাঁ ও তদীয়পুত্র জুলফিকার খাঁ (যিনি জাহাঁদার শাহের আমলে উজির ছিলেন) খিজিরাবাদ আসিয়া ফরুরোখ-সিয়রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। আসাদ খাঁ কিছুদিন পর ফিরিয়া যান। কিন্তু ফররোখ-সিয়রের নির্দ্দেশ অনুযায়ী জুলফিকার খাঁ সম্রাট শিবিরে থাকিয়া যান। ঐ দিনই, ফরুরোখ-সিয়রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ করীমের মৃত্যুর জন্য দায়ী করিয়া জুলফিকার খাঁকে নিহত করা হয় ঐ একই দিনে ফরুরোখ-সিয়রের আদেশে ভূতপূর্ব্ব সম্রাট হতভাগ্য জাহাঁদার শাহকে দিল্লী দুর্গের বন্দীখানায় শ্বাসরুদ্ধ করিয়া নিহত করা হয়।

পরদিন ১৭ই মুহররম ফররোখ-সিয়র বিশেষ শানশওকত ও জাঁকজমকের সহিত দিল্লী প্রবেশ করেন। দিল্লী প্রবেশের মুখে দিল্লী গেটে আবদুল্লাহ খাঁ সম্রাটকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। যাত্রাকালে নূতন সম্রাট একটী হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার পশ্চাতে তাঁহার প্রিয়পাত্র ইবাদুল্লাহ খাঁ (মীরজুমলা) উপবিষ্ট থাকিয়া ময়ূরপক্ষ নির্ম্মিত ব্যজনীদ্বারা সম্রাটকে বায়ুসেবন করাইতেছিলেন। হতভাগ্য জাহাঁদার শাহ ও আসাদ খাঁর মৃতদেহ অন্য একটী হস্তীর উপর স্থাপন করিয়া শোভাযাত্রার সহিত লইয়া যাওয়া হয়। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পরিবারবর্গ এবং সহচরগণ এবং যাহারা তাঁহাদের পরিগৃহীত সরল পথের অনুসরণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিও—প্রলয়কাল পর্যন্ত।

অতঃপর এ কথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহকে চিনাইয়া দিবার জন্য তিনি রছুলগণ (আলাইহিমুছ্-ছালাম) কে প্রেরণ করিয়াছেন এবং মানুষের—জীবনযাত্রার আইন এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের পন্থা প্রদর্শন করার জন্য তিনি রছুলগণের প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু সকল ধর্মে এমন কতকগুলি লোকের অভ্যুদয় ঘটিয়াছে যাহারা ধর্মীয় আসনের উত্তরাধিকারী সাজিয়া বসিয়াছে। এই মোহন্ত, পাদ্রী, আলেম ও পীরের দল আল্লাহর গ্রন্থের আয়ত সমূহকে প্রক্ষিপ্ত এবং রূপক আয়তগুলিকে পরোক্ষভাবে বিশ্লেষিত এবং মূল গ্রন্থের মনগড়া ব্যাখ্যা—করিয়াছে। যে সমস্ত বিষয় ধর্মের অংগীভূত নয়, তাহারা সেগুলিকে উহার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়াছে। জনসাধারণ তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়াছে এবং—মূর্খের দল তাহাদের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। এই ভাবে অবস্থা বিপর্যয় ঘটিয়াছে, অত্যাচার বিস্তৃত এবং অনাচার ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে এবং আল্লাহর—উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে—যে, মানুষের হস্ত যাহা উপার্জন করিয়াছে—

ظهر الفساد في البر والبحر
بما كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا
لعلهم يرجعون —

তাহার আংশিক কর্মফল তাহাদিগকে চাখাইবার জন্য জলে স্থলে সর্বত্র বিকৃতি প্রকাশ্য হইয়া পড়িয়াছে, যাহাতে তাহাদের প্রত্যাবর্তন সম্ভাবিত হয়। *

ফলকথা, পৃথিবীর সৌভাগ্য এবং নিরাপত্তার—জন্য আজ আল্লাহর গ্রন্থ কোরআনের দিকে ফিরিয়া যাওয়া এবং উহার বিধিনিষেধের অনুসরণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

এই জন্য দীনের সারাংশ হইতে আহরণ করিয়া এই পুস্তিকা খানি রচনা করা আমি সমীচীন মনে করিয়াছি। আল্লাহ বিশ্ববাসীকে তাঁহার পথে—আহ্বান করার জন্য তাঁহার নবী মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) এবং অন্যান্য সমুদয় রছুল ও নবীকে যে আদেশ দিয়াছেন, আমি তদনুসারে এই পুস্তিকার সাহায্যে সেই পক্ষে সকলকে আহ্বান করিতে চাই।

রছুলগণের (দঃ) দা'ওয়াতের সারাংশ হইতেছে—আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং তাঁহার কার্য, নাম এবং গুণে আর ভয়, আশা, অনুরাগ, আস্থা এবং প্রার্থনা ও ছিজ্দা প্রভৃতি আচরণে ও অবস্থায় আল্লাহর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ তাঁহার—নবী (দঃ) কে আদেশ দিয়াছেন,—হে রছুল, আপনি বলুন— হে গ্রন্থধারীগণ, এস! তোমরা আর আমরা এরূপ একটী কথায় সম্মিলিত হই, যাহা তোমাদের আর আমাদের মধ্যে সর্ববাদী সম্মত—অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ব্যতীত

يا أهل الكتاب تعالوا إلى
كلمة سواء بيننا وبينكم
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك
به شيئا ولا يتخذ بعضنا
بعضا أربابا من دون الله
فإن تولوا فقولوا اشهدوا
بأنا مسلمون!

অন্য কাহারও দাসত্ব করিবনা, তাঁহার সহিত আমরা আর কাহাকেও অংশীদার মানিবনা এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমরা আমাদের পরস্পরের মধ্যে কেহ অন্য-কাহাকেও 'রব্ব' বা প্রভু স্বীকার করিবনা। এই—দা'ওয়াতের পরও যদি তাহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তাহা হইলে তোমরা বল— তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুছলিম অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ-কারী!

যেকথা গ্রন্থধারীদিগকে বলিবার জন্য আল্লাহ স্বীয় নবী (দঃ) কে আদেশ দিয়াছেন, উহাকেই আমরা আমাদের দা'ওয়াতের ভিত্তি রূপে গ্রহণ করিব।—কিতাব বা গ্রন্থ একটী ব্যাপক শব্দ, সুতরাং কিতাব বলিতে তওরাত, ইন্জীল ও কোরআন প্রভৃতি সমস্ত

---

* পুরোহিত, ভ্রষ্ট আলেম এবং তথাকথিত সাধু দরবেশদের ন্যায় রাজশক্তির অধিকারীরা এবং নেতৃমণ্ডলীও ধর্মের বিপর্যয় ও বিকৃতির জন্য তুল্যরূপে দায়ী। কি সুন্দর কথাই না বলিয়াগিয়াছেন হযরত আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক—রাজশক্তির অধিকারী, দুষ্ট আলেম—

وهل أفسد الدين إلا الملوك
وأحبار سوء ورهبانها ؟

এবং ধর্মযাজকদল ব্যতীত ধর্মের বিকৃতির জন্য—আরও কি কেহ দায়ী? —তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

ঐশী গ্রন্থই বুঝাইবে। এই আয়তে সমুদয় গ্রন্থধারী এমন একটী [illegible] মবেত হইতে আদিষ্ট হইয়াছেন, যাহা ইছলামের মর্মবাণী এবং সমুদয় ধর্মের মূলভিত্তি এবং যে মূলনীতি লইয়া গ্রন্থধারীগণের কোন দলের মধ্যেই কোন মতভেদ নাই। কারণ সকল ধর্মাবলম্বী এ বিষয়ে একমত যে, এই জগতের একজন মহান স্রষ্টা এবং মহাপ্রজ্ঞাসম্পন্ন পরিচালক আছেন— যাঁহাকে আমরা আল্লাহ বা বিশ্বপতি নামে অভিহিত করিয়া থাকি। যাহার যেনামে ইচ্ছা, তাঁহাকে সেই নামে সে অভিহিত করিতে পারে। — قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى ! আল্লাহ বলেন, হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন— তোমরা তাঁহাকে আল্লাহ বলিয়া আহ্বান কর অথবা রহমান বলিয়া, যে নামেই তাঁহাকে আহ্বান করনা কেন, তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ তাঁহার অনেকগুলি সুন্দর নাম রহিয়াছে। *

এই সর্বসম্মত কেন্দ্র তিনটী পরস্পরের সহিত সংলগ্ন ও অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পর্কিত অংশে বিভক্ত।

ইবাদতের তাৎপর্য

প্রথম অংশ এই যে, ان لا نعبد الا الله "আমরা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও ইবাদত— বা দাসত্ব করিবনা"। একথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে হইলে সর্বপ্রথম ইবাদতের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করিতে হইবে। আল্লাহ বলিয়াছেন— আমি দানব ও মানবকে ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনাই। وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون অভিধানে ইবাদত শব্দ— উবুদত ও উবুদীয়ত হইতে ব্যুৎপন্ন। উবুদীয়তের অর্থ বিনয়, হীনতা ও আনুগত্য স্বীকার করা। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও কাছে হীনতা এবং কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিবনা। ইহারই— গৌরবান্বিত অর্থ হইল— তওহীদ আর তওহীদের রূপায়ণ হইতেছে স্রষ্টার গৌরব ঘোষণা। আল্লাহ যে একমাত্র অনুগ্রহকারী, এ কথার স্বীকৃতি তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিয়াই প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই স্বীকৃতি প্রত্যেক বিশ্বাসপরায়ণের পক্ষে অবশ্য-কর্তব্য। আল্লাহর গৌরব ঘোষণা বিশ্বাসপরায়ণ— মাত্রের স্বতঃসিদ্ধ কর্তব্য আর ধন, সম্পদ ও খাদ্যের জন্য যে মানুষ আগ্রহান্বিত হয়, প্রকৃতপক্ষে ইহা— আল্লাহর গৌরব ঘোষণার অনিবার্য পরিণতি মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহর গৌরব ঘোষণাকারী বান্দার প্রতিপালনের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে ঘোষণা দ্বারা আল্লাহর তওহীদের স্বীকৃতি তাঁহার কাছে অক্ষয় হইয়া থাকে, রছুলুল্লাহ (দঃ) নিম্নলিখিত কয়েকটী শব্দের ভিতর দিয়া তাহা শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, যথা ছুব্‌হানাল্লাহ, ওয়াল্‌হাম্‌দু—লিল্লাহ, ওয়া লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহো আকবর, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীয়িল আযীম।

ছুব্‌হানাল্লাহ (আল্লাহ অতিশয় পবিত্র) বাক্যের তাৎপর্য এই যে, বিশ্বাসপরায়ণ ব্যক্তি উক্ত বাক্য দ্বারা তাহার প্রভুর অংশীবাদ অস্বীকার করিবে।

আলহাম্‌দুলিল্লাহ (সমুদয় উত্তম প্রশস্তির অধিকারী আল্লাহ) বাক্য দ্বারা আল্লাহর সমুদয় ন্যামতের জন্য এবং বান্দাকে যে তিনি তওহীদের তওফীক দিয়াছেন এবং শির্ক হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার স্তুতি করিবে।

লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কেহ প্রভু ও উপাস্য নাই) বাক্য দ্বারা মুমিন বান্দা স্বীকার করিয়া লইবে এবং স্বীয় স্বীকারোক্তির জন্য আল্লাহকে সাক্ষী মান্য করিবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নাই, তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। এই ঘোষণা দ্বারা সে আল্লাহর একত্ব এবং ইবাদতে তাঁহার একচ্ছত্র অধিকার মান্য করিয়া লইবে।

---

* যে নামগুলি সুন্দর, সেগুলির সন্ধানও আল্লাহ স্বয়ং প্রদান করিয়াছেন। মানুষ যখনই কল্পনার আশ্রয় লইয়া আল্লাহকে তাঁহার অমনোনীত গুণাবলী দ্বারা আখ্যাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখনই তাহার পদস্খলন ঘটিয়াছে এবং উহা গোমরাহীর অন্যতম প্রধান কারণে পরিণত হইয়াছে। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছুরত আল্‌আ'রাফে বলা হইয়াছে— এবং আল্লাহর বহু সুন্দর নাম আছে, তোমরা সেই সকল নাম লইয়া তাঁহাকে ডাক এবং যাহারা তাঁহার— নাম সম্বন্ধে বিপথগামী হইয়াছে, তাহাদের পরিহার কর— ১৮০ আয়ত। ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى اسمائه — ব্রহ্ম, বিধাতা, প্রজাপতি, ভগবান, চতুরানন ইত্যাদি সৃষ্টিকর্তার কল্পিত নাম এবং গোমরাহীর পরিচায়ক— তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

আল্লাহো আকবর (আল্লাহ সর্বাপেক্ষা বিরাট) বাক্যের সাহায্যে সে প্রমাণিত করিবে যে, আল্লাহ এত বড় বিরাট ও মহান যে অন্য সমস্তই তাঁহার কাছে—ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ, সুতরাং অন্য কোন কিছুর কোন দিক দিয়াই তাঁহার অংশী ও সমকক্ষ হইবার যোগ্যতা নাই।

লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহেল আলীয়িল আযীম (সমুন্নত এবং মহৎ আল্লাহর—সহায়তা ব্যতীত কোন কিছু প্রতিরোধ করার এবং কোন কিছু লাভ করার উপায় নাই) বাক্য দ্বারা সে সাব্যস্ত করিবে যে, নিজস্ব ক্ষমতা ও দার্শনিকতার সাহায্যে তওহীদের গ্যামত লাভ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। আল্লাহর সহায়তা ও প্রতিবন্ধকতা দ্বারাই উহা অর্জিত হইতে পারে।

শরার পরিভাষায় ইবাদতের অর্থ— উপাস্যের—নৈকট্য লাভ করার উদ্দেশ্যে উপাসকের—কতকগুলি নির্ধারিত—কর্তব্য প্রতিপালন করা এবং ইহার নির্যাস হইতেছে দুআ বা প্রার্থনা।

اداء العبد فرائض معينة بقصد التقرب من ذات المعبود -

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন— দুআ ইবাদতের মজ্জা।

الدعاء مخ العبادة

অন্য রেওয়ায়তে কথিত হইয়াছে যে,— দুআ বা প্রার্থনাই ইবাদত।

الدعاء هو العبادة

অতঃপর—রছুলুল্লাহ (দঃ) কোরআনের এই আয়তটী পাঠ করেন, এবং তোমাদের প্রভু বলিয়াছেন, আমাকে ডাক, আমি সাড়া দিব।

وقال ربكم ادعوني استجب لكم

প্রার্থনার অর্থ এস্থলে কেবলমাত্র মুখে আল্লাহর কাছে যাজ্ঞা করা নয়। উহার প্রকৃত তাৎপর্য হইতেছে যে, যিনি তোমার—অভাব মিটাইতে সক্ষম, শুধু তাঁহারই সান্নিধ্যে আন্তরিকতার সহিত অভাব বিদুরিত করার যাজ্ঞা লইয়া—নিজেকে উপস্থিত করিবে। ইছলামের মূল তত্ত্ব প্রার্থনার এই তাৎপর্যের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

সকল ধর্মেরই সারাংশ নিম্ন রূপ—

১। আল্লাহ যে সৃষ্টি ও স্থিতির প্রভু এবং স্রষ্টা আর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী, সর্বগুণে পূর্ণ ভাবে গুণান্বিত, ইহা চিনিতে পারা। আল্লাহকে এ ভাবে চিনিতে না পারিলে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা—নিরর্থক। কারণ অজ্ঞাত ও অনিশ্চিত যে, তাহার কাছে প্রার্থনা করার কোন সার্থকতা নাই।

২। আল্লাহর ওয়াহ্দানীয়ত অর্থাৎ কৈবল্য—গুণের জ্ঞান ও বিশ্বাস লাভ করা। তিনিই ইষ্টানিষ্টের কর্তা, তিনিই সমস্ত দান করেন এবং গৌরবান্বিত করিয়া থাকেন, ইহা অবগত হওয়া। কারণ এই সকল গুণে গুণান্বিত যিনি, তাঁহাকে ছাড়িয়া—অন্য কাহারো নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারেনা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কেহ ইবাদতের অধিকারীও বিবেচিত হইতে পারেনা। আর আল্লাহকে এই সকল গুণে গুণান্বিত না বুঝিলে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা চলিতনা। কারণ যিনি দান করিতে সক্ষম, শুধু তাঁহার কাছেই যাজ্ঞা করা হয়, যাঁহার সে সামর্থ্য নাই—তাঁহার কাছে প্রার্থনা করা বৃথা। এই কথাই আল্লাহ বলিয়াছেন—এবং অবগত হও যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন প্রভু নাই এবং হে রছুল (দঃ) আপনি আপনার ও মু'মিন নরনারীগণের ক্রুটি বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহ তোমাদের প্রত্যাবর্তনের স্থান এবং আবাসস্থল অবগত আছেন।

فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات' والله يعلم متقلبكم ومثواكم !

৩। সেই প্রভুর সদনে নিজকে দুর্বল, অভাবগ্রস্ত এবং নিঃস্ব জ্ঞান করা। মানুষের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত না হইলে আল্লাহর কাছে সে প্রার্থনা লইয়া অগ্রসর হইতনা। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই সে তাঁহার কাছে হীনতা প্রকাশ করে এবং অবশ্যকর্তব্যগুলি সম্পন্ন করিয়া থাকে এবং আল্লাহর নৈকট্যলাভের জন্য দান ধ্যান এবং পরোপকার সাধনে ব্রতী হয়।

প্রার্থনার এই তাৎপর্যের জন্যই সমস্ত ধর্মে উহা মূলভিত্তিরূপে গৃহীত হইয়াছে। ইহার উপরেই মানুষের প্রকৃতি বিরচিত হইয়াছে, এমনকি ইহার জন্যই আল্লাহ দানব ও মানবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ স্বয়ং বলিয়াছেন—দানব ও মানব শুধু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমারই ইবাদত— وما خلقت الجن والانس
করিবে, এই উদ্দেশ্য الا ليعبدون !
ছাড়া আমি অন্য কোন কারণে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিনাই। অর্থাৎ আমাকে চিনিয়া লইয়া উহার — নিদর্শন রূপে পূর্ণ প্রতিদানের আশায় তাহারা যেন শুধু আমাকেই ডাকে আর শুধু আমার উপর ঈমান স্থাপন করে, আমার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়, আমার মহিমায় আস্থা স্থাপন করে এবং তাহাদের শেষ — পরিণতির জন্য আমার কাছে ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করে। উল্লিখিত আয়তের পরেপরেই আল্লাহ — আদেশ করিয়াছেন, আমি ما اريد منهم من رزق
দানব ও মানবগণের وما اريد ان يطعمون
কাছে কোন সম্পদের ان الله هو الرزاق ذو القوة
প্রত্যাশা রাখিনা,— المتين !
তাহারা আমাকে খাওয়াইবে, ইহাও আমি চাইনা। প্রত্যুত আল্লাহই প্রকৃত অন্নদাতা শক্তিধর অবিচলিত। অর্থাৎ আল্লাহর পরিচয় লাভ, তাঁহার তওহীদ,— তাঁহার আদেশ প্রতিপালন, তাঁহার নিকট অভাবের স্বীকৃতি দ্বারা মানুষ তাঁহার সহিত মিলিত হইবে, শুধু এই উদ্দেশ্যেই তাহাদিগকে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষ শুধু উদরপূর্তির চেষ্টায় জীবনপাত করিবে, এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাহাদিগকে সৃষ্টি করেননাই। পক্ষান্তরে জীবনসংগ্রামের সমুদয় কর্তব্য পরিহার করিয়া শুধু অবশ্য প্রতিপালনীয় ইবাদত ও আচার-সমূহে মশগুল থাকার জন্যও তাহারা সৃষ্টি হয় নাই বরং আল্লাহর অন্নদাতা হওয়ার অর্থ এই যে, তিনি বান্দার জন্য তাহার আহার্যের মূল উপাদানগুলি — সরবরাহ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং — উপার্জনের পথকে তাহার জন্য সহজ করিয়া দিয়াছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ মানুষকে আদেশ দিয়াছেন যে, তিনি সেই প্রভু, هو الذى جعل لكم الارض
যিনি ধরাপৃষ্ঠকে — ذلولا فامشوا فى مناكبها
তোমাদের জন্য প্রণত و كلوا من رزقه واليه
করিয়া দিয়াছেন,— النشور !
সুতরাং তোমরা উহার দিকে দিকে বিচরণ কর এবং তাঁহার প্রদত্ত আহার্য ভক্ষণ কর এবং তাঁহার দিকেই তোমাদের পুনরুত্থান ঘটিবে।

পূর্বোল্লিখিত অর্থে দুআই যে ইবাদতের সার— এবং সকল ধর্মের বুনিয়াদি গুপ্ত স্বরূপ, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সাহায্যেও তাহা সমর্থিত হয়:

(ক) ইবাদত সম্পর্কিত আচরণগুলি সৎবাক্য ও সৎকার্য দ্বারা আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা করার — ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

(খ) অমুছলমানদের ইবাদত মুছলমানদের— ইবাদতের মত নয়। তাঁহাদের ইবাদত কতকগুলি বাঁধাধরা মন্ত্রের সমষ্টি মাত্র।

(গ) আল্লাহ দুআ দ্বারা ইবাদতের ব্যাখ্যা— করিয়াছেন এবং দাম্ভিকদিগকে দুঃখের আগুনের ভয় দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তোমরা তোমা- ادعوا ربكم تضرعا وخفية
দের প্রভুকে বিনতির انه لا يحب المعتدين
সহিত সংগোপনে— ولا تفسدوا فى الارض
আহ্বান কর, নিশ্চয় بعد اصلاحها وادعوه خوفا
তিনি সীমালংঘনকারী وطمعا ان رحمة الله
দিগকে ভালবাসেননা قريب من المحسنين -
এবং পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হইবার পর তোমরা উহার উপর অশান্তি সৃষ্টি করিওনা এবং তাঁহাকে ভয় ও আশার ভাব লইয়া আহ্বান কর— নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সদাচারশীলগণের নিকটবর্তী। তিনি আরও আদেশ করিয়াছেন, এবং তোমাদের وقال ربكم ادعونى استجب
প্রভু বলেন—আমাকে لكم ان الذين يستكبرون
ডাক আমি সাড়া দিব, عن عبادتى سيدخلون
যাহারা আমার ইবা- جهنم داخرين
দতকে অবজ্ঞা করে, অচিরাৎ তাহারা — অপমানিত হইয়া দুঃখে প্রবেশ করিবে।

(ঘ) আল্লাহ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, দুআই আমাদের স্থিতির গোপন রহস্য। উহা না হইলে আমাদের জীবন বাযয়াফ্‌ত করা হইত। — আল্লাহ বলেন, হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, যদি قل ما يعبؤا بكم ربى
তোমাদের প্রার্থনা لولا دعاؤكم -
না হইত তাহা হইলে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমার প্রভু তোমাদিগকে কোন সুযোগ প্রদান — করিতেননা।

(ঙ) রছুলুল্লাহ (দঃ) দুআ করার জন্য উৎসাহিত এবং উহার মূল্য বর্ণনা করিয়াছেন এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে আদেশ দিয়াছেন যে, আল্লাহ আমাদের প্রার্থনা অবশ্যই গ্রাহ্য করিবেন। তিনি বলিয়াছেন—আল্লাহকে — ادع الله وانت موقن بالاجابة এরূপ অবস্থায় ডাক যে, তাঁহার সাড়া পাওয়া সম্বন্ধে তোমার অচল বিশ্বাস থাকে।

(চ) স্বয়ং আল্লাহও দুআর জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন এবং কোরআনের বহু স্থলে উহা গ্রাহ্য করার দায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন। একস্থানে বলিতেছেন, হে রছুল (দঃ), আমার বান্দাগণ যদি আমার কথা আপনাকে — واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوالى وليؤمنوابى لعلهم يرشدون জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আপনি বলুন যে, আমি নিকটেই রহিয়াছি। আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন তাহারা আমাকে আহ্বান করে। অতএব তাহাদেরও আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত এবং আমাকে বিশ্বাস করা কর্তব্য, খুব সম্ভব ইহার ফলে তাহারা সুপথের পথিক হইতে পারিবে।

এই আয়তের তাৎপর্য এই যে, হে মোহাম্মদ— (দঃ)* আমার দাসগণের মধ্যে যাহারা আমার উবুদীয়ত স্বীকার এবং আমার আদেশাবলী শিরোধার্য করিয়াছে এবং আমার প্রতাপ ও বিক্রমের — সম্মুখে অবনতমস্তক হইয়াছে, তাহারা আপনাকে যদি আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে যে, আমি তাহাদের নিকটস্থ না দূরবর্তী? আপনি অবিলম্বে তাহাদিগকে নিজের তরফ হইতে উত্তর দান করুন কারণ এই জিজ্ঞাসা পরম আন্তরিকতার পরিচায়ক, সুতরাং— আমার পক্ষ হইতে উহার ব্যাখ্যার প্রয়োজন — নাই।* তাহাদের সংগে আমার নৈকট্যের কথা আপনি দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে জ্ঞাপিত করুন। আমি আমার জ্ঞান, বলবৎ ক্ষমতা এবং সার্বজনীন অভিভাবকত্বের দিক দিয়া আত্মা, ইথর ও বিদ্যুৎ শক্তির ন্যায় সকল স্থানে, সমুদয় বস্তু এবং যাবতীয় গুপ্ত ও উদ্ভূত শক্তির নিকটবর্তী। + আল্লাহ বলেন, আমি আহ্বানকারীর ডাক শ্রবণ করিয়া থাকি, অর্থাৎ আমি এই ব্রত স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে, আমি প্রত্যেক প্রার্থনাকারীর, সে আমার অনুগতই হউক অথবা অপরাধী হউক, তাহার আবেদনে আমি সাড়া— দিব। অবশ্য সে যদি শুধু আমাকেই আহ্বান করে, নিজের অক্ষমতা মানিয়া লয় আর আমিই যে একমাত্র সর্বসিদ্ধিদাতা একথা স্বীকার করে আর — আমি যে প্রতিশ্রুতি ভংগ করিনা এবং দান সম্পর্কে আমি যে কৃপণ নই একথা যদি সে বিশ্বাস করিতে পারে, তবেই। — هل ادلكم على ما ينجيكم

* কোরআনের সকল স্থানেই রছুলুল্লাহ (দঃ) হে নবী ও হে রছুল রূপে সম্বোধিত হইয়াছেন। কোন স্থানেই তাঁহাকে অন্যান্য নবী ও রছুলগণের ন্যায় নাম ধরিয়া সম্বোধন করা হয় নাই—তর্জুমান সম্পাদক।

* কিন্তু কোন জিজ্ঞাসারই উত্তর রছুলুল্লাহ (দঃ) নিজের তরফ হইতে প্রদান করিতেননা। আল্লাহ এ বিষয়ে স্বয়ং সাক্ষ্য দান করিয়াছেন—এবং — রছুলুল্লাহ (দঃ) কল্পনা করিয়া কোন বাক্য وما ينطق عن الهوى উচ্চারণ করেননা—আন্নজম, ৩য় আয়ত। ছুরত ইউনুছে আছে, আপনি বলুন, আমার পক্ষে ইহা সম্ভবপর নয় যে, — আমি নিজের তরফ হইতে উহা পরিবর্তিত করি। আমার قل ما يكون لى ان ابدله من تلقاء نفسى ان اتبع الا ما يوحى الى প্রতি যাহা ওয়াহী করা হইয়াছে, আমি শুধু তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি। —তর্জুমান সম্পাদক

+ আল্লাহর নৈকট্যের তুলনামূলক আলোচনা কাল্পনিক ও অবাস্তব। কোরআনের নির্দেশ—কোন বস্তুই সত্তা ও গুণের দিক দিয়া তাঁহার— ليس كمثله شيء অনুরূপ নয়—আশ্শুরা ১১ : ছুরত আন্নহ্লে আছে আল্লাহর জন্য দৃষ্টান্তগুলি সর্বাপেক্ষা — ولله المثل الاعلى সমুন্নত, ৬০ আয়ত। —তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন: আমি কি তোমাদিগকে এমন একটী বস্তুর সন্ধান— দিব যাহা তোমাদিগকে শত্রুকবল হইতে উদ্ধার করিবে এবং তোমাদের উপার্জনে প্রাচুর্য আনয়ন করিবে? সে বস্তুটী হইতেছে এই যে, তোমরা তোমাদের যামিনীতে ও দিবসে আল্লাহকে সতত ডাকিতে থাকিবে। কারণ প্রার্থনাই মুমিনের অস্ত্র।

من عدوكم ويدر عليكم ارزاقكم ؟ تدعون الله فى ليلكم ونهاركم، فان الدعاء سلاح المؤمن

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন,—তোমাদের প্রভুকে আহ্বান কর, কিন্তু আহ্বান করার কালে ইহার দৃঢ়— বিশ্বাস থাকা চাই যে, তিনি অবশ্যই সাড়া দিবেন। ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আল্লাহ্ আগ্রহশূন্য ও অন্যমনস্ক হৃদয়ের দুআ গ্রাহ্য করেননা।

ادعوا ربكم وانتم موقنون بالاجابة واعلموا ان الله لايستجيب دعاء من قلب غافل لاه —

"অতএব তাহাদেরও আমার আহ্বানে সাড়া দেওয়া উচিত" বাক্যের দ্বারা ইবাদতের প্রাণ দুআর জন্য আগ্রহান্বিত হইতে বলা হইয়াছে। কারণ মানুষ যে— আল্লাহর করুণার মুখাপেক্ষী এবং তাঁহার সহিত— সম্পর্কিত, দুআর মধ্যে সেই অনুভূতি বিদ্যমান রহিয়াছে। আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার অর্থ হইতেছে মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারীরূপে তাঁহার পরিচয় লাভ করার প্রমাণ দেওয়া। "এবং শুধু আমাকেই বিশ্বাস করা কর্তব্য" অর্থাৎ আমার নৈকট্যকে তাহারা এরূপ ভাবে অনুভব করিবে যে, আমার কাছে তাহাদের কোন কিছুই গোপন নাই। তাহারা আমার এই ক্ষমতায় পূর্ণ আস্থাবান থাকিবে যে, আমি তাহাদের সকল প্রকার অভিলাষকে চরিতার্থ করিতে সক্ষম। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— যখন— তোমরা প্রার্থনা করিবে, তখন একথা বলিওনা যে, হে আল্লাহ, তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে ক্ষমা করিতে পার, ইচ্ছা করিলে আমাকে দয়া— করিতে পার। বরং যাহা কাম্য তাহা দৃঢ়ভাবে— যাচ্ঞা করিবে। কারণ আল্লাহকে যবরদস্তি করিতে পারে, এরূপ ক্ষমতা কাহারও নাই।

اذا دعا احدكم فلا يقل اللهم اغفرلى ان شئت، اللهم ارحمنى ان شئت، ولكن ليعزم المسئلة، فان الله لا مكره له !

রছুলুল্লাহ (দঃ) আরও বলিয়াছেন, ধরিত্রীবক্ষে এমন কোন মুছলিম নাই যে, সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে অথচ— আল্লাহ তাহার সে মনোবাঞ্ছা পূরণ করেননা,— কিংবা অনুরূপ অন্য কোন দোষ হইতে— তাহাকে মুক্ত করেননা। অবশ্য— কোন পাপ কার্যের— উদ্দেশে বা আত্মীয়-বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তাহার সে প্রার্থনা কদাচ গ্রাহ্য— করেননা।

ما على الارض من مسلم يدعو الله بدعوة الا اتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع باثم او قطيعة رحم —

"সম্ভবত: তাহারা কল্যাণের পথ প্রাপ্ত হইবে" বাক্যের তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং সর্বকালীন সংযোগ এবং তাঁহার উপর নির্ভর করার দরুণ কল্যাণের অধিকারী হইবে এবং এমন স্তরে উন্নীত হইবে, যাহার সম্বন্ধে রছুলুল্লাহ (দঃ)— হযরত ইবনেআব্বাছকে উপদেশ দিয়াছিলেন। — ইবনেআব্বাছ বলেন, আমি একদা রছুলুল্লাহর (দঃ) সংগে একই ছওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তিনি— আমাকে বলিলেন, হে বালক, আমি কি তোমাকে এমন কতগুলি কথা শিখাইব যাহাদের দ্বারা তুমি উপকৃত হইতে — পারিবে? আমি— বলিলাম, নিশ্চয় হে আল্লাহর রছুল।— রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ রাখিও, তিনি

كنت رديف النبى صلى الله عليه وسلم، فقال: ياغلام الا اعلمك كلمات ينفعك الله بهن ؟ قلت: بلى يارسول الله! قال! احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده امامك! تعرف اليه فى الرخاء، يعرفك فى الشدة - واذا سالت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله،

www.ahlehadeethbd.org

جف القلم بما هو كائن ! فلو ان الخلق كلهم جميعاً ارادوا ان ينفعوك بشيء لم يقدره الله عليك لم يقدروا ولو انهم جميعا ارادوا ان يضروك بشيء لم يقدره الله عليك لم يقدروا عليه –

তোমাকে স্মরণ রাখিবেন। আল্লাহকে—সর্বক্ষণ মনে রাখিও, তাঁহাকে তুমি সতত তোমার সম্মুখভাগে পাইবে। তুমি সুখের অবস্থায় যদি তাঁহাকে স্মরণ কর, তোমার দুঃখে তিনি তোমাকে স্মরণ করিবেন। তুমি যখনই কিছু যাচ্ঞা করিবে,—শুধু আল্লাহর কাছেই চাহিবে, যখনই তোমার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে, তখনই তুমি শুধু আল্লাহর—কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিবে। যাহা ভবিতব্য সে সম্বন্ধে কলমের কালি শুষ্ক হইয়াগিয়াছে। সমুদয়—সৃষ্ট জীব—ফেরেশতা, মানব ও দানব, পশুপক্ষী—সকলেই যদি এমন কোন বিষয়ে তোমার উপকার সাধনের জন্য সম্মিলিত ভাবে ইচ্ছা করে, যে বিষয়টী আল্লাহ তোমার জন্য নির্ধারিত করেন নাই, তাহারা উহা করিতে পারিবেনা, আবার তাহারা তোমাকে এমন কোন বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য যদি বদ্ধপরিকর হয়, যাহা আল্লাহ নির্ধারিত করেন নাই,—তাহারা উহাও করিতে পারিবেনা।

ইহা একটী যবরদস্ত ওছীয়ত এবং মানুষের—মহামূল্য সম্পদ! রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদিগকে জানাইয়া-দিয়াছেন যে, আল্লাহকে স্মরণ রাখার অনিবার্যফল হইতেছে তাঁহার স্মরণলাভ করা আর আল্লাহকে স্মরণ রাখার তাৎপর্য হইতেছে তাঁহার আদেশ ও নিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলা এবং এরূপ কোনকার্যে ব্রতী না হওয়া যাহা আল্লাহর দৃষ্টিতে পতিত হইলে—লজ্জা পাইতে হয়। আর আল্লাহর স্মরণ-লাভের তাৎপর্য এই যে, তিনি তাহাকে সকল বিপদ ও দোষ হইতে রক্ষা করিবেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বান্দা তাহার সুখে যদি আল্লাহকে স্মরণ এবং তাঁহার ন্যামতের স্বীকৃতি এবং দানের অনুভূতি দ্বারা বরণ করিয়া লইতে—পারে তাহা হইলে আল্লাহ তাহাকে সকল—বিপদ হইতে মুক্ত এবং সমুদয় দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন। আল্লাহর অনুগত্যে অবহেলা, পাপের অনুগমন এবং লাভ ও ক্ষতির অধিকারী আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও ধারণা করা এবং পার্থিবজীবনে অপর কাহাকেও নির্ভর করিয়া চলা ইত্যাদি আচরণ আল্লাহর সহিত সম্পর্কচ্ছেদের সমূহ কারণ এবং তাঁহার মহিমা ও করুণায় আস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) ইব্‌নেআব্বাছকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, কোন প্রয়োজনে কাহারও নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইলে আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করিবে। অর্থাৎ আল্লাহকে প্রথম লক্ষস্থল রূপে অবলম্বন করিতে হইবে। কোন ব্যক্তি উপস্থিত অন্য কোন জীবিত ব্যক্তির পার্থিব ব্যাপারে সহায়তা চাহিতে পারে বটে (*) কিন্তু সাহায্য প্রার্থনার—প্রাক্কালে তাহার অন্তরে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় থাকা চাই যে, যাহার কাছে সাহায্য চাওয়া হইতেছে, আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতিরেকে তাহার স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সাহায্যদানের কোনই ক্ষমতা নাই এবং সাহায্যকামীর অন্তরে আল্লাহর সহায়তার সংকল্প বদ্ধমূল থাকা আবশ্যক। কারণ ইহা বিশ্বাস করিতে হইবে যে, আল্লাহ ব্যতীত এবং তাঁহার মহিমা ও অনুগ্রহ ছাড়া কোন ব্যক্তির কাহাকেও কিছু দান বা অর্পণ করার শক্তি নাই। এই বিশ্বাস—সাহায্যকামীকে শুধু আল্লাহর উপর নির্ভরশীল—করিয়া তুলিবে, যাহার কাছে সে সাহায্য চাহিতেছে, তাহার প্রতি নির্ভরশীল করিবেনা এবং সাহায্য-কারী সাহায্যের উপলক্ষ মাত্র বিবেচিত হইবে। আরও অবগত হওয়া উচিত যে, কোন জীবিত—ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত কোন ব্যাপারে তাহার নিকট সাহায্য চাওয়া মোটামুটিভাবে জায়েষ হইলেও—সাহায্যপ্রার্থনার প্রাক্কালে একথার উপর দৃঢ় আস্থা থাকা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমতা প্রদান

* উপস্থিত এবং জীবিত ব্যক্তির নিকট পার্থিব বিষয়ে সহায়তা চাওয়ার অর্থ এই যে, অনুপস্থিত বা মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য—প্রার্থনা করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং কবীরা গোনাহ। আর কোন জীবিত ব্যক্তিকে পারলৌকিক বিপদ হইতে উদ্ধার করার—অধিকারী মনে করাও মহাপাপ। —তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

না করিলে তাহার সাহায্য করার কোনই — শক্তি নাই। এই বিশ্বাস আল্লাহ ছাড়া অপরের আস্থাকে বাতিল করিয়া দিবে এবং একমাত্র — আল্লাহই যে প্রকৃত ও স্থায়ী সহায়ক, এইভাব — তাহার মনে প্রতিভাত হইয়া উঠিবে। মানুষ মাত্রই আল্লাহর দাস ছাড়া অন্য কিছু নয়। এরূপ বিশ্বাসের আর একটী উপকার এই যে, যাহার সাহায্য — চাওয়া হইতেছে সে যদি প্রার্থনার কর্ণপাত না করে কিংবা সাহায্য করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে— সাহায্যকামীর মনে ক্রোধ বা ক্ষোভের সঞ্চার হইবেনা কারণ সে বুঝিয়া লইবে, আল্লাহ তাহাকে— সহায়তা করার তওফীক প্রদান করেন নাই। তাই রছুলুল্লাহ (দঃ) ইব্নেআব্বাছ কে বলিয়াছিলেন যে, ভবিতব্য সম্বন্ধে কলমের কালি শুকাইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ সমুদয় মানুষ যদি উপকার করিতে ইচ্ছাকরে, যাহা আল্লাহ ভবিতব্য করেন নাই— ইচ্ছা জীবিত মানুষেরই হইয়া থাকে— তথাপি তাহাদের উপকার করার ক্ষমতা হইবেনা। আর একটী হাদীছে কথিত হইয়াছে— তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সমস্ত

ليسأل احدكم ربه حاجته كلها حتى يسأله شسع نعله اذا انقطع —

বস্তুই প্রার্থনা করিবে, এমনকি কাহারও জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া গেলে তাহাও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিবে। একথার পর ইহা ধারণা করা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয় যে, কোন সৃষ্টজীব, এমন কি জীবিত নবী বা ওলীগণ পর্যন্ত (মৃতদের তো কথাই নাই!) কাহারও উপকার বা অপকার করিতে সক্ষম নহেন, যদিনা তাহা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হইয়া থাকে। একথা অন্য ভাষায় এ ভাবে বলা চলে যে, কোন দুর্ভাগাকে কোন সৃষ্টজীব সৌভাগ্যবান এবং কোন সৌভাগ্যবানকে কেহ দুর্ভাগা করিতে পারেনা। আর বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে গোড়ায় আর শেষে এবং সকল সময়ে শুধু আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করিতে থাকে, সুখের সময়ে তাঁহারই স্মরণাপন্ন হয় এবং বিভিন্নরূপী আনুগত্য দ্বারা তাঁহার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করে এবং ইহার ফলে সেই বিপদহন্তা তাঁহার সমস্ত আপদ-বিপদে তাহাকে রক্ষা করেন এবং জীবন সংগ্রামে তাহার— মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া দেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, হালাল কে— হারাম করিয়া লওয়া আর সম্পদের অপচয় করার নাম পার্থিব জীবনের পরহেযগারী বা সাধুতা নয়। প্রকৃত সাধুতা এইযে, তোমার অধিকারে যাহা আছে তদপেক্ষা আল্লাহর— অধিকৃত বিষয়ে অধিকতর নির্ভরশীল হওয়া এবং যখন তুমি বিপন্ন হও, তখন তজ্জন্য তুমি যে পুণ্য লাভ কর, তাহা তোমার কাছে এরূপ প্রীতিকর বিবেচিত হওয়া যে, তুমি যেন উক্ত পুণ্য স্থায়ী হইবার জন্য আগ্রহ অনুভব করিতেছ।

ليست الزهادة فى الدنيا بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة ان تكون بما فى يدالله تعالى اوثق منك بما فى يدك وان تكون فى ثواب المصيبة اذا اصبت بها ارغب منك فيها لو انها ابقيت عليك

এই হাদীছের তাৎপর্য এইযে, পার্থিব সুখ সম্পদ ও বসনভূষণের মধ্যে যেগুলি আল্লাহ হালাল করিয়াছেন, সেগুলিকে যে নিজের জন্য হারাম করিয়া লয় সে ব্যক্তি সাধু নয়, যে ব্যক্তি নিজের দক্ষতা অপেক্ষা আল্লাহর ক্ষমতায় অধিকতর বিশ্বাসপরায়ণ এবং স্বীয় বিপদে ও আপদে যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে এবং মুছীবতের ছওয়াবের জন্য আল্লাহর কাছে এরূপ আগ্রহান্বিত হয় যে, বিপদের কষ্ট অপেক্ষা ছওয়াবের প্রত্যাশা তাহার কাছে তীব্রতর হইয়া উঠে, সেই ব্যক্তি প্রকৃত সাধু। ✦ ক্রমশঃ

† ধন সম্পদ এবং বসন ভূষণের অত্যধিক পারিপাট্য হারাম না হইলেও সাধুতার অনুকূল নয় এবং উহার প্রাচুর্য ইছলামী দৃষ্টিভংগীতে সমর্থিত হয় নাই। ধন সম্পদ এবং পোষাক পরিচ্ছদ এবং আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়ে যে মান রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পবিত্র জীবনাদর্শে নির্দেশিত করিয়া গিয়াছেন, উহাই প্রকৃত সাধুতার মান! রছুলুল্লাহ (দঃ) একান্ত সরল ও আড়ম্বরহীন জীবন যাপন করিতেন এবং উহাই প্রকৃত ও হালাল যীনৎ বা সৌন্দর্য। আড়ম্বর ও প্রাচুর্যের মধ্যে যীনৎ নাই, উহা কেবল পরহেযগারীরই পরিপন্থী নয় বরং মানবীয় সাম্যেরও বিরোধী, সম্পদের অপচয় এবং সমাজদেহের একাংশে দারিদ্র ও অভাবের বিবর্ধক— তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

শাশ্বত বঙ্গ।

মোহাম্মদ আবদুর রহমান বি-এ, বি-টি

দুনিয়ার বুকে বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র রূপে পাকিস্তানের আবির্ভাবকে ঠেকিয়ে রাখতে অসমর্থ হয়ে— এই নব রাষ্ট্রের শত্রুদল একদিকে যেমন বাহির থেকে নানাবিধ অসুবিধা ও সঙ্কট সৃষ্টির অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে তেমনি ভিতর থেকে উহার বীর্যবন্ত আদর্শ সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করে পাকিস্তানের মেরুদণ্ড ও অস্থিপঞ্জর ভেঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক গভীর ষড়যন্ত্র ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত লক্ষণ সহকারে পাকিয়ে তুলছে। প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিচিত্র উপায়ে জনগণের মনে অসন্তোষের ধূম্রজাল রচনা করে এবং বিদ্রোহের উস্কানি দিয়ে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দৃষ্টান্ত এখন খোলা চোখেই— দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এর যে নগ্ন মূর্তি প্রকট হয়ে উঠে তা শাসক কর্তৃপক্ষের টনক বেশ কিছুটা আলোড়িত করে তুলতে সমর্থ হয়েছে — কিন্তু পাকিস্তানের আদর্শগত ভিত্তিভূমিকে শিথিল ও টলটলায়মান করে তোলার জন্য যে গুরুতর ও মারাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে সে সম্বন্ধে আমাদের শাসকমহল, নেতৃবৃন্দ ও চিন্তাচর্চাকারীগণ কিছুমাত্র অবহিত আছেন বলে মনে করার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছিনা।

যে মহান আদর্শের রূপায়ণের জন্য পাকিস্তানের জন্ম এবং যে প্রাকৃতিক ও শাশ্বত ভাবধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও বলবৎ করার মহৎ আকাঙ্খায় আমাদের নেতা, যুবক ও তরুণ দলের হওয়া উচিত ছিল অনুপ্রাণিত, মনে হয় তার চিহ্নরেখাও তাদের অন্তর থেকে আজ বিদায় গ্রহণ করেছে— তৎপরিবর্তে বাসা বেঁধেছে ইসলামের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস, ভীতি ও ঘৃণার অশ্রেয় মানসিকতা। এই চরম দুঃখজনক পরিস্থিতির যে কোনই কারণ নেই তা নয়। সত্য কথা বলতে কি, পাকিস্তান অর্জনের পেছনে যতটা ছিল আমাদের সাধনা ও ত্যাগের মহিমা, তার চাইতে ঢের বেশী কার্যকরী হয়েছিল জাগতিক কার্যকারণপরম্পরার প্রভাব। মোট কথা আমাদের পরিশ্রম ও চেষ্টায় নহে, আল্লাহর অনন্ত রহমতেই— আমরা পাকিস্তান অর্জন করেছি। পাকিস্তানের বহু বিঘোষিত উদ্দেশ্য জনগণকে সহজভাবে অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল কিন্তু শিক্ষিত সমাজকে নানারূপ— পার্থিব সুবিধা ও ক্ষমতা লোভের মোহই বিশেষ ভাবে এই আন্দোলনের প্রতি প্রলুব্ধ করেছিল এবং অনেকটা হুজুগ ও হৃদয়াবেগই তরুণ দলকে এর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলেছিল। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং সুউচ্চ লক্ষ্যের সহিত অধিকাংশ ব্যক্তি গভীর ভাবে পরিচিত বা অন্তরের সহজাত আকর্ষণ অনুভব এবং উহার সহিত প্রাণের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায় নাই। সুতরাং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যদি উল্টা পরিবেশ ও বিপরীত ধর্মী প্রভাবে তাদের এই শিথিল বিশ্বাস সম্পূর্ণ ঢিলা হয়ে যায় এবং প্রকাশ্য— উদ্দেশ্যগুলো সিদ্ধ হওয়ায় যদি তারা সহজ আনন্দ-উপভোগে মত্ত হয় আর উল্টা প্রবাহে তাদের— চিন্তাধারা ও জীবনের গতি যদি বিপথে ধাবিত হয় তাতে আদর্শনিষ্ঠের দুঃখের কারণ ঘটতে পারে কিন্তু বিস্মিত হওয়ার কিছুই থাকে না।

এ কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মানুষের অন্তর নামক পাখিটি বিশেষ করে তরুণ ও যুবকের সচঞ্চল প্রাণ-পাখি কখনও অচঞ্চল ও স্তব্ধভাবে বসে থাকবার নয়, সে স্থান হতে স্থানান্তরে, জ্ঞান থেকে জ্ঞানান্তরে নিরন্তর ঘুরে বেড়াবে এবং মধু আহরণের চেষ্টা করবেই। অবশ্য যে মধু সে আহরণ করবে সেটা খাঁটি কি ভেজাল— তার স্বাস্থ্যের অনুকূল কি প্রতিকূল অত সব ভেবে দেখার ফুরছৎ তার নেই, বিশেষ করে যদি তার সামনে আহারের — প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য না থাকে। দেশের ও জাতির দুর্ভাগ্য

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে, আকর্ষণীয় পাত্রে শুধু এক তরফা লোভনীয়—আহার্যই তাদের সাম্‌নে তুলে ধরা হচ্ছে—ফলে তাদের রুচি ও প্রবণতাও তেমনি ভাবেই গড়ে উঠ্‌ছে।—ইছলামী ভাবাদর্শের বিপরীতমুখী পথের 'সন্ধান ও আহ্বান জানিয়েই শত্রু দল ক্ষান্ত হচ্ছেনা, প্রচ্ছন্ন কৌশল এবং প্রশংসনীয় নৈপুণ্যে তথাকথিত স্বাধীন চিন্তা ও মুক্ত বুদ্ধির মোহজাল বিস্তার করে ইছলামের যুগানুপযুক্ততা এবং পাশ্চাত্য মার্কা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বা সমূহবাদের মাহাত্ম্য এবং শাশ্বত বঙ্গ তথা—চিরন্তন ভারতের মহামানবের সাগরতীরের মিলিত ও মিশ্রিত ভাবাদর্শের জগাধিচুড়ীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের অপচেষ্টা ও অবিশ্রান্ত প্রপাগাণ্ডা চালান হচ্ছে। ইছলামের সমুন্নত আদর্শ ও মুছলমানের জাতীয়—সাধনার গিরিশৃংগ থেকে যুবক যুবতী এবং তরুণ তরুণীর দৃষ্টির মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে সহজ আনন্দভোগ ও প্রবৃত্তি পূজার আপাতঃমধুর দুরাকাঙ্খায় সম্মোহিত করার ব্যবস্থা আজ কার্যকরী হচ্ছে! অত্যন্ত দুঃখ ও গভীর চিন্তার বিষয় এই যে আমাদের —প্রেক্ষাগৃহ এবং সংবাদপত্রসমূহ এই জীবনধ্বংসী অপকর্মে শুধু প্রশ্রয় নয় পুরোপুরি ভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। এমন কি সরকারী অর্থে পরিচালিত, সরকারের সাহায্যপুষ্ট এবং লীগের সরকারী বা বেসরকারী মুখপত্রগুলোও এর প্রভাব থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারছেনা। মনে হয়, যে শর্ষের দ্বারা ভূত তাড়ান হবে স্বয়ং সেই শর্ষেতেই সুকৌশলে ভূত—আসন গেড়ে বসে আছে!

কিন্তু এ ভূতকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চল্‌তে পারে না, যেমন করেই হোক একে খুঁজে বের করতে হবে, এর ষড়যন্ত্র জাল ছিন্নভিন্ন করতেই হবে, নইলে আমাদের প্রিয় আদর্শকে সমুন্নত রাখা সম্ভব হবে না, স্বয়ং পাকিস্তানের অস্তিত্বকে বজায় রাখাই দুঃসাধ্য হয়ে পড়্‌বে। আজ এগিয়ে আসতে হবে জনসাধারণকেই, হুশিয়ার হতে হবে আদর্শনিষ্ঠ প্রতিটি—মুছলিমকে, সদাজাগ্রত চিত্তে শত্রু দলের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র ও প্রচারণার প্রতি অতন্দ্র দৃষ্টি ও কড়া পাহারা রাখতে হবে এবং তা ব্যর্থ করার জন্য প্রতি পক্ষের মোকাবেলায় সাহসের সঙ্গে দাঁড়াতে হবে।

* * * * *

মুছলমানদিগকে তাদের মহিমময় আদর্শ হ'তে স্খলিত করার এবং বিজাতীয় আদর্শের মহিমা এবং মুক্ত বুদ্ধি ও স্বাধীন চিন্তার ঢাক ঢোল পিটানর উদ্দেশ্যে সম্প্রতি "শাশ্বত বঙ্গ" নামে কলকাতা হতে প্রকাশিত একখানা বড় আকারের পুস্তক পূর্ব পাকিস্তানের পুস্তকালয় ও বুকষ্টলগুলোতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর লেখক দৈবাৎ মুছলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করে পিতৃদত্ত মুছলমানী নামটীকে আজও হয়ত লাজে শরমে বজায় রেখেছেন কিন্তু রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রখর ঔজ্জ্বল্যে তাঁর চোখমুখ ঝলসিত এবং রাজা রামমোহনের 'চিন্তা ও কর্মসাধনার বিশ্বধারায়' অবগাহন করে তাঁর জীবন হয়েছে ধন্য! তাই তাঁদের মহিমা প্রচারের পবিত্র দায়িত্বকে ব্রতরূপে গ্রহণ করার কাজকে মনে করে নিয়েছেন জীবনের চরম সৌভাগ্য! আর অন্যদিকে কল্যাণের দিগ্‌দিশারী, হেদায়তের জলন্ত-ভাস্কর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর অনুসরণ এবং কোরআন ও হাদীছের—প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যবোধকে অতীতের অন্ধমোহ এবং বিচারহীন পূর্বানুবৃত্তির অভিশাপরূপে ধিক্কৃত করার বিরামহীন পবিত্র সাধনায় বিগত তিন যুগ হতে নিজেকে রেখেছেন নিয়োজিত! পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা জীবনের সর্বাপেক্ষা বিয়োগান্তক ঘটনারূপে যাঁর অন্তরে শেলের মত বিঁধে আছে সেই স্বজাতিদ্রোহী ও পরপদলেহী যদি তাঁর নূতন বাসভূমির স্বর্গরাজ্যের নিরাপদ পরিবেশ হ'তে পাকিস্তানের নবজাগ্রত—তরুণদলের উর্বর মস্তিষ্কগুলোকে লক্ষ করে তাঁর তথাকথিত মুক্ত বুদ্ধির তূণ হ'তে বাছাবাছা শরগুলো নিক্ষেপ করতে থাকেন, তাতে বিস্ময় বোধের কিছু থাকেনা কিন্তু এই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য তরুণদলকে প্রস্তুত করা এবং তাদিগকে এই বিষাক্ত শরের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে সজাগ করে তোলার প্রয়োজন তীব্রতর আকারে দেখা দেয়। দুঃখের বিষয় দুই থেকে আড়াই যুগ পূর্ব হ'তেই ইছলাম ও মুছলিম সংস্কার আন্দোলনের বিরুদ্ধে ঢাকার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বুকে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে যে তাণ্ডবলীলা তিনি শুরু করেছিলেন দেখছি তার চিতাগ্নি সুদীর্ঘ কালের জলসিঞ্চন স্বত্বেও আজ পর্যন্ত ধূম্রমুক্ত হয়নি। নতুবা "শিখা"র আদর্শগত পরাজয় বরণের পরও— উহার উদ্গাতা মুসলিম সাহিত্য-প্রচেষ্টার অন্যতম বিশিষ্ট সাধক এবং দিকপাল রূপে কোন —— মহলেই কীর্তিত হতেন না, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ও জাতীয় কবির — পবিত্র স্মৃতিকে ভ্রান্ত উপলব্ধির গ্লানি এবং অমার্জনীয় কটুক্তির অপযশে লাঞ্ছিত করার সুযোগ দানের — নিমিত্ত পাকিস্তানের সরকারী বিদ্যালয়ে তাঁর ডাক পড়ত না আর তাঁরই শ্রীমুখ থেকে ইছলামী — তমদ্দুনের অপরূপ ব্যাখ্যা শোনার—আগ্রহ স্বপ্নেও তমদ্দুন প্রচারের দাবীদারদের অন্তরে জাগ্রত হ'তে পারত না।

তাঁর পূর্বতন ও বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে এই — আহ্বায়কের দল হয়ত পরিচিত নন, অথবা তারা তাঁর নূতন ভাবশিষ্যরূপে বায়আত পড়তে সমুৎসুক। যে কোনটাই সত্য হোক, মোটেরউপর এই মুক্ত বুদ্ধির উপাসকের মৌখিক অথবা লৈখিক প্রচারণা থেকে — মুছলমানদের সাবধান থাকা প্রয়োজন এবং এই জন্যই তার নব প্রচারিত 'শাশ্বত বঙ্গের' ভাবধারার — মোটামুটি পরিচয় দান এবং উহার মারফত তাঁর অপ্র-প্রচারণার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করা উচিত বলে মনে করি।

পুস্তকটিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মোটামুটি তিনটি বিষয় আলোচিত হয়েছে, প্রথমঃ ইছলাম, ইসলামের নেতা, ইছলামী আন্দোলন এবং মুছলমান ও মুছলিম সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের বিরূপ অভিমত, দ্বিতীয়ঃ হিন্দুধর্ম, কৃষ্টি ও সভ্যতা, হিন্দু সাহিত্যিক, নেতা ও মনীষীবৃন্দের জয়কীর্তন, তৃতীয়ঃ বাঙালিত্বের মহিমা, ইসলাম ও হিন্দু ভাবধারার মিলনকাঙ্ক্ষী বাউল, মারফতপন্থি, প্রভৃতির সৃজিত সাহিত্য ও প্রচারিত বাণী এবং— অনুরূপ মিলিত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যকে বাংলার মাটিতে ইস-লামের সুবিকশিত মনোহর ফল এবং শাশ্বত বঙ্গের চির-উজ্জ্বল আদর্শরূপে দেখানর প্রচেষ্টা।

প্রত্যেকটি বিষয় সবিস্তার আলোচনার সুযোগ তর্জুমানের সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠায় সম্ভবপর নয়। আমরা — বক্ষমান আলোচনায় ইছলাম ও মুছলিম সম্বন্ধে তাঁর অমূল্য নছিহতরাজির কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় দান পূর্বক পূর্বাপর মন্তব্য করে যাব। আশাকরি তা হলেই চিন্তা-শীল পাঠকের নিকট তাঁর ভাবধারা এবং প্রচারণার স্বরূপ সহজেই ধরা পড়বে।

প্রথমেই দেখা যাক তিনি ইসলামের নবী, — প্রেরিত গ্রন্থ এবং নবীর হাদীছ এবং উহাদের প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং ধর্মগ্রন্থের অনুসরণ সম্বন্ধে কি বলেন—

কোরআন মজিদে রছুলুল্লাহ (দঃ) মানুষের অনুসরণযোগ্য শ্রেষ্ঠ আদর্শরূপে বর্ণিত হয়েছেন। আল্লাহর নির্দেশ এই যে, রছুল (দঃ) তোমাদের জন্য অর্থাৎ সর্বকালের সর্বযুগের মানুষের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, শক্ত করে আঁকড়ে ধর আর যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। তাঁর সনিষ্ঠ অনুসরণ মানুষের সমৃদ্ধি ও কল্যাণের একমাত্র পথ, মুক্তির স্বর্গীয় সোপান। কিন্তু আমাদের এই স্বাধীন চিন্তার পূজারী পাঁতি দিচ্ছেন:

"হজরত মোহাম্মদের অনুবর্তীরা·· ·····অন্যান্য ছোটখাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওবার দায় থেকে কিছু নিষ্কৃতি পেলেও **প্রেরিতস্বরূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার** সামনে নতদৃষ্ট হয়ে তারা যে জীবনপাত করছেন, আধ্যাত্মিকতা, নৈতি-কতা, সাংসারিকতা সব দিক থেকেই তা শোচনীয়-রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত। (সম্মোহিত মুসলমান—৩৯৫পৃঃ)

আবার বলছেন—

"বুদ্ধি. বিচার প্রভৃতি মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্বল বিসর্জন দিয়ে নতজানু হয়ে মহাপুরুষের পায়ে গড় হওয়া যে তাঁরও সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন নয়, তাঁর প্রতি— সত্যকার শ্রদ্ধা নিবেদন হচ্ছে, প্রকাণ্ড এই জগতের উপর দাঁড়িয়ে, তাঁর সাধনাকে সমস্ত প্রাণ ও মস্তিষ্ক দিয়ে গ্রহণ করায় এবং সেই অধিকারে প্রয়োজন— হলে, **তাঁকে অতিক্রম করায়।**

(সম্মোহিত মুসলমান ৩৯৮ পৃঃ।)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আরও শুনুন,—

" মনে হয় এ সম্মোহনের এক বড় কারণ হজরত মোহাম্মদের মহাজীবনই। সে জীবন তপস্যায়,—প্রেমে, কর্মে বিচিত্র ও বিরাট, নানা দুঃখ দুহনের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসার ফলে প্রখর তার ঔজ্জ্বল্য : তার উপর তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জানবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মানুষের হয়েছে। সাধারণ মানুষ তো চিরকালই পৌত্তলিক কিন্তু হজরত মোহাম্মদের — ব্যক্তিত্বের এই প্রাখর্যের জন্যই হয়ত মুসলমান ইতিহাসে অনেক শক্তিধর পুরুষও তাঁর সম্মোহনের নাগপাশ এড়িয়ে যেতে পারেননি। হজরত ওমর ও এমাম গাজ্জালীর কথা বলতে চাই।" সম্মোহিত মুসলমান ৩৯৬—৯৭ পৃঃ।

এখন ধর্ম ও ধর্মীয় আচার ক্রিয়া সম্বন্ধে এই স্বনাম ধন্য লেখকের অভিমত শোনা যাক। বিচারহীন আচার-প্রিয়তাকে তিনি ধর্ম মোহ নামে আখ্যাত করার পর বলছেন, "এই ধর্মমোহ বা আচার — প্রিয়তাই মানুষের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি ধর্মের ব্যর্থতার বড় পরিচয়, কিন্তু ধর্ম জিনিষটি আগাগোড়া মোহ নয়, ধর্মবোধের অপর অর্থ সত্য বা কোন আদর্শে সমর্পিত-চিত্ততায়, সুতরাং প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়কে মোহ— থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ধর্মপ্রীতিতে প্রতিষ্ঠিত করাই দেশের শ্রেষ্ঠ কাজ, এই ভাবেই মানুষের সৃষ্টি-ধর্ম বা বিকাশধর্ম সক্রিয় হতে পারে"।

তাঁর মতে ধর্মবিধানকে জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়ার ফলেই যত অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে, এর থেকে উদ্ধারের একমাত্র পথ "যদি ধর্মকে চিরস্থির বিধানরূপে গণ্য না করে আবিষ্কারের বিষয় বলে— ভাবা যায়, তা হলে ধর্মগ্রন্থ ও মহাপুরুষ হবেন..... মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু, পূজা-আরতির বস্তু নয়" (সম্ভবতঃ অনুসরণীয় বস্তুও নয়)।

"আমাদের দেশে ধর্মের যা প্রকৃতি তাকে নিছক আচার পূজা না বলে উপায় নেই, সৃষ্টিধর্ম তাই— তার তরফ থেকে বাধাই বিশেষ ভাবে পায়। এহেন ধর্মকে জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার দেওয়া বাস্তবিকই— বিপত্তিকর" ব্যর্থতার প্রতিকার ১৯৫ -১৯৬ পৃঃ।

ইছলামের উপর লেখকের জাতক্রোধের কারণ তিনি নিম্নলিখিত কথায় ব্যক্ত করেছেন, "স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, (?) সুদের আদান প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে। ললিত কলার — চর্চায় আপত্তি তুলেছে আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময় যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদীছের চিন্তার দ্বারা। এ সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে ভেবে দেখতে হবে।" তাঁর মতে " তাতে করে মানব প্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয় যার জন্য সমস্ত উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।" কিন্তু জানা দরকার ইছলাম কোনদিন নারীর অবরোধ প্রথাকে সমর্থন করে নাই, আর সুদের আদান প্রদান— তা যেকোন আকারে হোক সত্য সত্যই যে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদারুণ অভিসম্পাত তা শুধু আমাদের দেশের মহাজনগণের ঋণ দাদনের দৃষ্টান্ত হতেই নহে, বিশ্বব্যাপী ব্যাঙ্কিং প্রথার সুদূর প্রসারী কুফল হতেও দিন দিন সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠছে। কোরআন ও হাদীছের চিন্তাকে মন থেকে নির্বাসন দিয়ে শুধু চিন্তার স্বাধীনতা ও বুদ্ধির মুক্তিকে জীবন পথের একমাত্র পাথেয় রূপে গ্রহণ করলে পৃথিবীতে বস্তুগত উন্নতি ও গোমরাহির পথে অগ্রগতি চলতে পারে কিন্তু সত্যিকার মুক্তিপথের সন্ধান যে তাতে মিলতে পারেনা আল্লাহর কোরআনে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তাদের সে কথা বলে দিতে হবে না।

রছুলুল্লাহ (দঃ) বার বার বলেছেন এবং এই সতর্কবাণী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছেন—যে. তোমরা পথভ্রষ্ট হ'বে না তোমরা বিপথগামী ও দিশাহারা হ'বে না যে পর্যন্ত আল্লাহর কোরআন এবং তার ব্যাখ্যারূপী হাদীছকে জীবন পথের পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকরূপে অনুসরণ করে চলবে। দীর্ঘদিন এই দুই দিগদর্শনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের পর দিশাহারা মুছলমানের অন্তরে আবার সত্যকার চেতনা ফিরে এসেছে, তাদের প্রিয়নেতা মরহুম কায়েদে আযম থেকে শুরু করে ছোট বড় সমস্ত ইংরাজী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

শিক্ষিত নেতৃবৃন্দের মুখ থেকেই রছুলুল্লাহর (দঃ) এই বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পাকিস্তানের ভাবী শাসন সংবিধানেও কোরআন ও হাদীছ মুছলমান-গণের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের নিয়ামক বলে স্বীকৃতিলাভ করেছে। ঠিক এমন সময় আমাদের ভারতপ্রবাসী এই মুক্তবুদ্ধি সাহিত্য-রথি পাকিস্তানি তরুণদলকে আহ্বান করে বল্‌ছেন, সাবধান স্থূলবুদ্ধি শাস্ত্রব্যবসায়ীদের কথা শুনো না, ওরা সম্মোহিতের দল, আর তোমাদের নেতার দল তাদেরই প্রভাবে পড়ে সত্যকে উপলব্ধি করতে অক্ষম, এঁরা ভবিষ্যতের অসংলগ্ন স্বপ্ন দেখছেন, প্যান-ইসলামিজ্‌মের অবান্তর স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন, মনে রেখো সমস্ত বর্ত্তমান পরিবেষ্টনকে যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে দিয়ে তেরশত বৎসরের আগেকার শরিয়তের হুবহু প্রবর্ত্তন একটা দুঃস্বপ্ন ভিন্ন আর কিছুই নয়।—সম্মোহিত মুসলমান ৩৯৬ পৃঃ··· পুনঃ তিনি ডাক দিয়ে বলছেন,—"হে বাংলার তরুণ মুসলিম, (আপনি বলুন) ·····**সর্ব্বপ্রথমে আমি মানুষ**, দেশকাল জাতিধর্ম নির্বিশেষে আমি মানুষের আত্মীয়; তারপর আমি মাটির সন্তান—মাটির প্রেমবন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি আমি আকাশের নীচে মাথা তুলে—আমি **বাংলার সন্তান বাঙালী, আর শেষে বলুন আমি মুসলিম**—আমার মানবত্বের বাঙালীত্বের সমস্ত মাধুর্য বর্ণবৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে এক পরম সার্থকতা লাভ করবে—অমরবীর্য তৌহীদ ও সাম্যের ছন্দে। ইসলাম তো হাউই নয়, যে তার বাহাদুরী দেখবার জন্য উদ্‌ভ্রান্তের মত আমাকে ছুটে যেতে হবে আরব ময়দানে—··· ভিন্ন পরিবেষ্টনে বর্ধিত যুগযুগান্তরের শাস্ত্র ও সংস্কারের ভারবাহী মুসলমান হতে!—যার অবশ্যম্ভাবী ফল ব্যর্থতা আর বিড়ম্বনা।"—অভিভাষণ ৩৩৫ পৃঃ।

সুতরাং মুছলমান হতে হলে তাঁর মতে আরবের দিকে যেমন তাকাবার দরকার নেই—তেমনি ইছ-লামকে বুঝতে হলেও কোরআন হাদীছ ঘাঁটবারও প্রয়োজন নেই, "কারণ ইছলাম কোরআন হাদীছের দুর্ভেদ্য দুর্গে সুরক্ষিত নেই—মুছলমান সমাজও মানুষ আর সেই মানুষের সন্ধানী চিত্ত একালে শাস্ত্রবচনরূপ গোলাগুলির Range পেরিয়ে গেছে, তাই ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য শাস্ত্রের যা থেকে উদ্ভব সেই—মানববুদ্ধি (?) ও মানব কল্যাণ কারখানায় নূতন নূতন অস্ত্র তৈরির চেষ্টা করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।" বাদ-প্রতিবাদ—৪০২ ও ৪০৩ পৃঃ।

মুছলমানের হৃদয়ের সম্মোহন ঘুচিয়ে ফেলার জন্য তাঁর শেষ আহ্বান এই—"আমাদের চিত্তে বল সঞ্চয় করুক এই নব বিশ্বাস যে মানুষের চলার জন্য বাস্তবিকই কোনো বাঁধানো রাজ পথ নেই ····· পরিবর্তনশীল পরিবেষ্টনের ভিতর দিয়ে পথ করে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন অন্ধ অনুবর্তিতার নয় সদা-জাগ্রত-চিত্ততার, হয়ত তা হলে আমাদের চোখের সম্মোহন ঘুচে যাবে।"—সম্মোহিত মুসলমান ৩৯৯পৃঃ।

মুছলমান যদি লেখকের এই নছিহত অনুসরণ করার সাহস অর্জন করতে পারে তবেই তাঁর মতে সমাজ মনে যৌবন-জলতরঙ্গ সঞ্চারিত হবে যার প্রভাবে বুঝতে পারা যাবে "ব্যক্তিগত জীবনের মতো সমাজ জীবনেরও ধর্ম পরিবর্তন, উদ্দেশ্য থেকে উদ্দেশ্যে সম্প্রসারণ, আদর্শ থেকে আদর্শে উন্নয়ন! যদি প্রশ্ন করা যায় মুছলমানের যে রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ তার স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে তাদের ধর্মশাস্ত্রে আর সে ধর্মশাস্ত্র যে অপৌরুষেয় স্বয়ং আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ revealed তারও কি পরিবর্তন করতে হবে? মনে হয়, এরও উত্তর হবে—মানুষের অপূর্ণাঙ্গ বুদ্ধি দ্বারাই খোদার উপর খোদ-কারী করতে হবে—মুস্তাফা কামাল, ৩৬৮ পৃঃ

কোরআন ও হাদীছের সমস্ত প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং গত ১৪ শত বৎসর এই দুই আলোকস্তম্ভকে কেন্দ্র করে মুছলমান মনীষীবৃন্দের যে বিপুল সাধনার ধারা অব্যাহত গতিতে চলে আসছে তার সমস্তগুলোকেই তাচ্ছিল্য ভরে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধা দেখিয়ে একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাতারূপে নির্দেশ করছেন স্বনাম ধন্য মওলানা আজাদ কে! তাই তাঁকে তিনি বলছেন "চিন্তাশীল আলেমদের—মুকুটমণি"। একমাত্র তাঁর কোরআনের তর্জমাই নাকি দিতে পেরেছে "ইছলামের উদার ও সঞ্জীবনী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যাখ্যা আর তাতে হতে পেরেছেন আলোক পন্থীদের শ্রদ্ধাভাজন"। তিনি আশা পোষণ করছেন তাঁর ব্যাখ্যায় মুসলমান সমাজ পাবে 'ওহাবী' প্রভাবের কাণ্ডজ্ঞানবিমূঢ়তা ও অপ্রেম থেকে মুক্তি।

উপরের উদ্ধৃতিসমূহ থেকে একথা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে ইছলামের পুনর্জাগরণ এবং উহার পূর্ব গৌরবে পুনঃপ্রতিষ্ঠার কার্যকে লেখক কি দৃষ্টিতে—দেখছেন। সুতরাং সত্যিকার ইছলামের প্রতি যে-কোন আহ্বান তাঁর কাণে যে বিষ ঢালবে আর ইছলাম হতে দূরে সরিয়ে নেওয়ার যে কোন প্রচেষ্টা তাঁর দ্বারা অভিনন্দিত হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? এ থেকেই সুফি মতবাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি এবং মো'তাযেলাবাদের প্রতি সপ্রশংস দৃষ্টির কারণ বুঝতে পারা যায়। এই জন্যই আল বেরুণী, আকবর,—আবুল ফজল, মোস্তফা কামাল, মওলানা আজাদ এবং নজরুল ইসলামের চিন্তাধারা এবং কার্যাবলীর মূল্য তাঁর নিকট এত বেশী। একই নিয়মে ইবনে তায়মিয়াহ্, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব, মওলানা সৈয়দ আহমদ বেরেলভী, আল্লামা ইছমাইল শহীদ প্রভৃতির প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের কারণও সহজবোধ্য। এমন কি মধ্য পন্থীদের জন্যও তিনি এই আফছোছ না করে পারেন নাই, "জানিনা কোন অভিসম্পাতের জন্য জামালউদ্দীন, স্যার সৈয়দ আহমদ, আমীর আলী, মোহম্মদ আলীর মত প্রতিভাবান ব্যক্তিদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য হায় মুসলিম! হায় এসলামের অশ্রুপাতে জগতের সামনে শ্রেষ্ঠ প্রকাশের সার্থকতা থেকে বঞ্চিত।"

কিন্তু নব্য তুর্কির স্রষ্টা মোস্তফা কামাল এই তথাকথিত অভিসম্পাত হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত, কাজেই তিনিই আমাদের লেখকের অন্তরে গভীরতম শ্রদ্ধার আসন দখল করতে সমর্থ। কামালের জীবন-সাফল্যের যে কয়েকটী বৈশিষ্ট্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে তা নিম্নরূপ :—

১। তিনি জীবনের উপর প্রাচীন শাস্ত্রের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব অস্বীকার করে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন মানববুদ্ধির অধীশ্বরত্ব।

২। "তিনি মুছলমান সমাজের নব জীবনারম্ভের এক চমৎকার পূর্বসূচনা; সভ্যজগতে হতশ্রী মুছলমানের জন্য বিধাতার হাতের এক স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রতিফলিত হচ্ছে তাঁর কর্মধারায়।

৩। খেলাফতের জঞ্জাল সবলে দূর করে দিয়ে মুছলমানের ইতিহাসে তথা মানুষের ইতিহাসে কি অসাধারণ বীররূপে যে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত—করেছেন পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক তার মহিমা শত মুখে ঘোষণা করেও তৃপ্তি পাবে না।

কিন্তু আফসোস, নিষ্ঠুর ইতিহাস কামালের মৃত্যুর একযুগ যেতে না যেতেই লেখকের এই দুরাশা চূর্ণ করতে বসেছে—ইতিহাস প্রমাণ করে দিচ্ছে মুছলমানের জন্য ওটা পথ ছিলনা—ছিল বিপথ, সুতরাং পরিত্যাজ্য।

লেখক নজরুল ইছলামকে মোটামুটি প্রীতির চোখেই দেখেছেন। কিন্তু উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন সেখানে যেখানে তিনি হিন্দু মুছলিমের সংমিশ্রণ—কামনা করেছেন আর যুক্ত জাতীয়তার জয়গান গেয়েছেন কিন্তু যেখানেই তিনি মুছলমানকে তাদের অতীতের গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ থেকে প্রেরণা দানের চেষ্টা করেছেন সেখানেই তাঁর ভিতর অসাম্য ও প্যান ইসলামের গন্ধ আবিষ্কার করে ফেলে বলছেন, নজরুল "পুরোপুরি সাম্যবাদী হলে এই সাম্যবাদ প্রচারের দিনে 'খালেদ' 'ওমর' 'জগলুল' প্রভৃতি প্যান-ইসলামী ভাবের কবিতা লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না।" নজরুলের ইছলামী সঙ্গীতেও তিনি খুশী হতে পারেন নাই, কারণ সে সবের ভিতর নাকি সুফির উৎকট গুরুভক্তি ও ভাব বিলাসিতা রূপ পেয়েছে কিন্তু তাই বলে তাঁর শ্যামা-সঙ্গীত ও বৈষ্ণব সঙ্গীতগুলোর—প্রশংসায় কিছুমাত্র কার্পণ্য প্রদর্শন করেন নাই। তারপর তিনি যে ভাবে নজরুল কর্তৃক হিন্দুর দেবদেবীর মহিমাগানের সাফাই গেয়েছেন তার—ভিতর তাঁর উৎকট ইছলাম বিদ্বেষ এবং হিন্দুত্ব-প্রীতির মনোভাবই স্পষ্টভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে— তিনি বলেন, নজরুলের প্রতীক-প্রীতি রিনেসাস-ধর্মী যার অর্থ আত্মশক্তির পূর্ণবোধ আর আত্মশক্তি-বোধের অর্থই হইল তাঁর পূর্বপুরুষের (অর্থাৎ প্রধানতঃ হিন্দুর)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সংস্কৃতির মর্যাদার উপলব্ধি। নজরুল নাকি হিন্দু—দেবদেবীর প্রতি সহজ আনন্দানুভূতির ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন জন্ম ভূমির সঙ্গে তাঁর যুগযুগান্তরের যোগ আর সেখান থেকেই কামনা করেছেন হিন্দু-মুছলিম নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালীর জন্য প্রেরণা আর শক্তি। তাঁর মতে এখানেই ইকবালের সাথে নজরুলের পার্থক্য, কারণ ইকবাল মুছলমানদিগকে পুরোপুরি ইছলাম এবং বিশ্ব মুছলিম ইতিহাস—থেকেই সঞ্জীবনী শক্তির প্রেরণা দিয়েছেন।—নজরুল ইসলাম—৮০-৯৪ পৃঃ।

ইকবালের আদর্শ এবং জীবন-ব্যাখ্যা যে 'শাশ্বতবঙ্গ' প্রচারকের মনঃপূত হবেনা তা বলাই বাহুল্য, কারণ, একজন সাধারণ মুছলমানের ন্যায় মহাপণ্ডিত ইকবালও এই বিশ্বাসই পোষণ করতেন যে, ইছলাম আল্লাহর মনোনিত ধর্ম-ব্যবস্থা, আল্লাহর বাণী কোরআনের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত, তাই ইছলাম ও কোরআন—অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয়, চির শক্তিমন্ত। ইছলাম বলতে এক নূতন সৌন্দর্য ছবি তাঁর মনোনেত্রে অবিভূর্ত হয়েছে যার মাহাত্ম্যে তিনি একান্ত বিশ্বাসবান কিন্তু এই বিশ্বাস নাকি শুভ ফলদায়ক নয় মোটেই, এটা আক্রমণাত্মক এবং জগতে বহু অনর্থের জন্য দায়ী! সুতরাং লেখকের মতে এর জন্য ইকবালের তুলনা চলতে পারে বড় জোর হিন্দু মহাসভার ডাঃ—মুঞ্জে আর পণ্ডিচেরীর সাধু শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে। "ইকবাল যেমন বলেন ইছলাম মানুষের জন্য 'আবে-হায়াত'—মৃতসঞ্জীবনী, ডাঃ মুঞ্জে বা শ্রীঅরবিন্দও তেমনি বলেন হিন্দুত্ব মানুষের জন্য আমোঘ বিধান; এসব কথা মানুষ ধীরে সুস্থে বুঝে দেখতে চেষ্টা—করবে কিনা জানিনা কিন্তু এর প্রভাব ভারতবাসীর জীবনে হয়ে উঠে যে দুর্বহ।" সুতরাং লেখকের—সিদ্ধান্ত এই, "ইকবাল পণ্ডিত হতে পারেন কিন্তু দুর্বল চিন্তানায়ক।" হিন্দু মুছলিম সম্পর্ক যখন উৎকট—আকার ধারণ করল তখন তিনি মিলনের সেতু রচনার কাজে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়ালেন মুছলমানের কউমী নেতৃত্বের দাবী নিয়ে।—পথও পাথেয়—২২৩২৩১ পৃঃ।

সর্ব স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি সম্বন্ধে স্বজাতি-দ্রোহীর যোগ্য আবিষ্কারই বটে!

* * * * *

ইছলামের সংস্কার আন্দোলন সমূহের মধ্যে—সর্বাপেক্ষা অধিক আক্রমণের লক্ষ্য রূপে বিবেচিত—হয়েছে তথা-কথিত ওয়াহাবী আন্দোলন।——এই আন্দোলনই—যার প্রকৃত নাম আহ্‌লে হাদীছ আন্দোলন—উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় মুছলমানদিগকে গোমরাহির পঙ্ক থেকে ইছলামের অবিকৃত অমিমিশ্র এবং সত্য সুন্দর পথে ফিরিয়ে নেওয়ার—এবং দেশকে অধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করে প্রকৃত ইছলামী শাসন প্রবর্তনার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিল। ইছলামকে তার মৌলিক ও—আসল চেহারায় প্রতিষ্ঠিত করার এই প্রচেষ্টার প্রতি লেখকের একটা মজ্জাগত বিরূপতা এবং স্বাভাবিক জাতক্রোধ যে প্রকাশ পাবে তা সহজেই অনুমেয়। তাই দেখতে পাই পুস্তকের স্থানে অস্থানে, প্রসঙ্গে—অপ্রসঙ্গে এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আর ইচ্ছামত মনের ঝাল মিটিয়ে নেওয়ার দুর্নিবার দুরাকাঙ্খা।

একথা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য যে 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের পূর্বে মুছলমানের মানসিক অবস্থা—পৌত্তলিকতা বা শের্ক এবং অন্যান্য হিন্দুয়ানী আচরণের প্রতিকূল ছিলনা। পীর পূজা, কবর পূজা, দিনক্ষণ পুরোপুরি হিসেব করে চলা, সমাজে এক—শ্রেণীর জাতিভেদ বজায় রাখা প্রভৃতি ব্যাপারে হিন্দু আর মুছলমানে বেশী রকম পার্থক্য ছিল না, মোট কথা হিন্দু ও মুছলমানের স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে উভয়ের চিন্তাধারা এবং কর্ম প্রণালী প্রায় একমুখী হয়ে উঠছিল এবং জাতি হিসাবে তার অস্তিত্ব বিলুপ্তির—প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল, ঠিক এমন সময় খোদার অপার অনুগ্রহে শুরু হল এই আন্দোলন। জ্ঞান-দীপ্ত আলেম ও কর্মীর দল আল্লাহ ও তাঁর রছুলের বাণী আর মুছলীম জীবন-প্রণালী প্রচার করতে লাগলেন দিক হতে দিকে, ঘর হ'তে বাহিরে। ফলে স্রোত গেল উল্টে, মুছলমানের চেতনা এলো—ফিরে, তারা পথ পেল খুঁজে। হিন্দু ও মুছলমানের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

تاريخ الاسلام
ইছলামের ইতিহাস

হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব
(৭)

মোহাম্মদ বিনুলকাছেম তাঁহার শাসন ব্যাবস্থার বিবরণী হাজ্‌জাজ বিনে ইউছুফ ছকফীর নিকট — লিখিয়া পাঠাইলেন। হাজ্জাজ তদুত্তরে ইব্‌নুলকাছেমকে নিম্নলিখিত পত্র প্রেরণ করিলেন,—

"আমার ইব্‌নুল আম মোহাম্মদ, তুমি স্বীয় বীরত্ব ও কৌশল দ্বারা সিন্ধু জয় করার কার্যে যেভাবে কষ্ট স্বীকার করিয়াছ তাহা প্রশংসাজনক। তুমি গ্রাম ও শহরের অধিবাসীদের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিয়া যেরূপ আইনসংগত উপায়ে রাজস্ব ও শুল্কের রীতি প্রবর্তিত করিয়াছ, তাহাতে আমাদের সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় হইয়াছে। এই সকল শহরে তোমার আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আরোর (আলোর) ও মুলতান সিন্ধ ও হিন্দের দুইটী কেন্দ্রীয় নগরী, — অতঃপর ঐগুলির দিকে তুমি অগ্রসর হও। কুচ করার পর শিবির সন্নিবেশ করার জন্য সতত উৎকৃষ্ট স্থান নির্বাচন করিও। যাহারা আনুগত্য স্বীকার — করিবেনা, তাহাদিগকে অবিলম্বে নিহত করিবে। আমি প্রার্থনা করি চীন পর্যন্ত হিন্দের সীমান্ত তোমার পতাকার ছায়াতলে যুক্ত হউক। আমি কুতয়বা বিনে মুছলিমা কুরয়শীকে তোমার কাছে সৈন্যদল সহ প্রেরণ করিতেছি। যে সকল যামিন (প্রতিভূ) — তোমার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, তাহাদিগকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবে।

"হে আমার চাচার পুত্র, তোমার এমন কিছু করা আবশ্যক, যাহার ফলে তোমার নাম যেন চিরোজ্জ্বল হইয়া থাকে আর তোমার শত্রুরা অপদস্থ হয়। তোমার ও আমার মধ্যে যে বিরাট দূরত্ব রহিয়াছে, তাহা কষ্টকর হইলেও সকল সময়ে আমার পরামর্শ

(২৭৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

গতিপথ বিপরীত খাতে প্রবাহিত হয়ে চল্‌ল—এই হ'ল 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের অন্যতম কৃতিত্ব। সুতরাং এ আন্দোলন যে শাশ্বত বঙ্গের পূজারীর নিকট সর্ববিধ প্রগতি-বিরোধিতা, অতীত-মুখিতা এবং অন্ধ-অনুবর্তিতার জন্য দায়ী হবে তাতে আর আশ্চর্য কি?

কিন্তু শাশ্বত বঙ্গের লেখক কঠোরতম আঘাত এবং বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতম বাণ ছুঁড়েছেন নায়েবে-রছুল গোটা আলেম সমাজকে লক্ষ করে, সঙ্গে সঙ্গে খাটো করেছেন নিজেকে আর আল্লাহ এবং তাঁর শেষ নবীর (দঃ) চিরন্তন বিধানের ভাণ্ডার কোরআন হাদীছের শাস্ত্র-বচন সম্বন্ধে চরম হঠকারিতা ও ইতরামির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর নিম্নোধৃত কথায়—

"কল্যাণময় ইছলামকে আর্ত ক্লিষ্ট নর নারীর— সেবায় পৌঁছে দেবে কে? নিশ্চয় সেটি সেই কৃপার পাত্রের দ্বারা সম্ভব নয় যে আলেম বলে নিজের— পরিচয় দেয় কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাঙ্ঘাতিকভাবে বদ্ধ। **শত শত বৎসরের পুরাতন— বিধি নিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে** চোখ উঠিয়ে আল্লাহর এই জীবন্ত সৃষ্টির অন্তহীন— সুখ দুঃখের ব্যাথার পানে যে এতটুকু প্রীতি ও সমবেদনার দৃষ্টিতে চাইতে অপরাগ"-সম্মোহিত মুসলমান —৩৯৯ পৃঃ।

পুনঃ—

"ভিন্ন পরিবেষ্টনে জাত পুঁথির সম্মোহন যাদের জীবনের একমাত্র মূলধন, তারা লোকের জীবনে— কিছু সার্থকতার আয়োজন করতে পারবেন সেদিন যেদিন আকাশের গা থেকে ফুল ঝুল্‌বে, আর— গাছপালা সব নিরালম্ব শূণ্যে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে সুন্দর ও সতেজ থাকবে।" আগামী বারে সমাপ্য।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রহণ করাই তোমার পক্ষে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে। তুমি প্রজাপুঞ্জের সহিত এরূপ সদ্ব্যবহার করিবে যে, তোমার সৌজন্যে শত্রুরাই যেন বশ্যতা স্বীকার—করিতে উদ্যত হয়। জনসাধারণ কে সকল সময় সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকিবে।”

বিজিত দেশ সমূহে শৃংখলা রক্ষা করার জন্য ইব্‌নুলকাছেম দরশের পুত্র নবকে রাওরদুর্গের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং যত নৌকা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়, সেগুলিকে সুরক্ষিত করার নির্দেশ দেন এবং দুর্গের সম্মুখ দিয়া অস্ত্রশস্ত্রবাহী বা সশস্ত্র মানুষ বাহী নৌকা অতিক্রম করিতে দেখিলে সেগুলিকে ধৃত—করিবার আদেশ দেন। নব রাওর দুর্গে উপস্থিত হইয়া নৌকার ব্যবস্থার ভার ইবনে যিয়াদ আব্দীকে সমর্পণ এবং নদীর উপরিভাগে নৌকা রাখার স্থান নির্বাচিত করেন। অতঃপর সীমান্তাঞ্চল হিফাযত করার জন্য কচ্ছের সন্নিহিত স্থান গুলির * ভার প্রদত্ত হয় হুযয়ল বিনে ছুলয়মান আয্‌দীর হস্তে আর হন্‌যলা বিনে আবি বনানা কলবী কে ধলীনার শাসক নিযুক্ত করা হয়। সমুদয় বিষয়ের সংবাদ রাখার জন্য অফিসার মহল কে হুশিয়ার থাকার তাকীদ দেওয়া হয়।—সকলেই ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় পরস্পরের সহিত সহযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে এবং প্রত্যেক মাসে তাহাদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট ইব্‌নুলকাছেমের নিকট প্রেরণ করিবে বলিয়া সকলেই আদিষ্ট হয়।

শিবস্থানে যে সহস্র পদাতিক সৈন্য ইব্‌নুলকাছেম প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার সেনাপতি নিযুক্ত হন কয়েছ বিনে আব্দুল মলিক বিনে কয়েছ আল্‌মদ্‌য়নী এবং খালিদ আন্‌ছারী। দীবল ও নিরে'ার শাসন-কার্য পরিচালনের জন্য মছ্‌উদ তমীমী, ইবনেশয়বা জদীদী, ফরাছী, ছাবির ইয়শ্‌করী, আব্দুলমলিক বিনে আব্দুল্লাহ খুযায়ী, মুহব্বরম বিনে অল্লা ও উলুফা বিনে আব্দুর রহমানের ন্যায় বীর ও কূটনৈতিক—ব্যক্তিগণ প্রেরিত হন।

মলীক নামক জনৈক ক্রীতদাসের কর্মকুশলতা ও আত্মত্যাগের গুণ লক্ষ করিয়া ইব্‌নুলকাছেম তাঁহা-কেও শাসনকর্তৃত্বের ভার সমর্পণ করেন, উল্‌ওয়ান বিকরী ও কয়েছ বিনে ছঅ্‌লবা প্রভৃতি অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা তিনশত পদাতিক সহ তাঁহার সহায়তায় নিয়োজিত হন। মোটের উপর যে যে স্থানে অশান্তি বা বিদ্রোহের আশংকা ছিল অথবা জাটদের গোল-যোগ সৃষ্টি করার সম্ভাবনা ছিল, ইব্‌নুলকাছেম সে সকল স্থানে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করার সমুচিত—ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। *

ব্রাহ্মণাবাদ হইতে যাত্রা,

৯৫ হিজরীর ৩রা মুহাররম তারীখ বৃহস্পতিবারে মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম ব্রাহ্মণাবাদ হইতে মার্চ করিয়া শোভাস্ত্রীর ইলাকাভুক্ত মিনুহল নামক স্থানে উপনীত হইলেন এবং ডণ্ডা নামক ঝিলের শ্যামলভূমি কর্ডায় শিবির স্থাপন করিলেন। এই অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। ইছ্‌লামী সৈন্যবা-হিনী তথায় উপনীত হওয়ার সংগে সংগে তাহারা দলে দলে আসিয়া আনুগত্য স্বীকার করিতে লাগিল। সেনাপতি তাহাদের সকলকেই সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন, তোমরা সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে থাক, শুধু সরকারী রাজস্ব যাহাতে ঠিক সময়ে প্রদত্ত হয়, তোমরা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে আর কোন মুছল-মান আগন্তুক আসিলে তোমাদিগকে তাহার আতিথ্য পালন করিতে হইবে এবং পথপ্রদর্শকের দায়িত্বও তোমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। শোভাস্ত্রীর অধিবাসীগণ তৃতীয় শতকের শেষভাগে সকলেই—ইছ্‌লাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। †

রাজস্ব আদায় এবং পল্লী অঞ্চলের সুব্যবস্থার জন্য ইব্‌নুল কাছেম তথায় একজন বৌদ্ধ ও তিনজন ব্রাহ্মণ চৌধুরী নিযুক্ত করিলেন। বৌদ্ধ চৌধুরীর—নাম ছিল বুবাস্থ, অবশিষ্ট কয়েকজন যথাক্রমে বিদেহী, বক্ষণ ও ধোল নামে আখ্যাত হইত। কৃষিজীবীরা সকলেই জাট ছিল আর তাহারাও আনুগত্য স্বীকার

* আমি কিরজ বা কুরজ কে কচ্ছ লিখিয়াছি। কোন কোন ঐতিহাসিক উহাকে বিজাপুর নামে অভিহিত করিয়াছেন। অবশ্য ইহা মোহাম্মদশাহ কর্তৃক স্থাপিত বর্তমান বিজাপুর নয়।

* চচ্‌নামা, ৯২ পৃঃ।

† বলাযুরী, ফতুহুল্‌বুল্‌দান, ৪৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছিল।

হজ্জাজ বিনে ইউছুফ এই সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ইব্নুল কাছেমকে লিখিলেন—

"একটী সাধারণ নীতি সকল সময়ে অবশ্যই—স্মরণ রাখিবে যে, যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবেনা, তাহাদিগকে কোন সুযোগ দেওয়া চলিবেনা, তাহাদের পুত্রকন্যাদিগকে যমানৎ স্বরূপ নিজের কাছে—রাখিবে আর যাহারা বশ্যতা স্বীকার করিবে, তাহাদের প্রতি সর্বদা অনুগ্রহ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তাহাদের সম্পত্তি তাহাদেরই অধিকারে ছাড়িয়া দিবে। শিল্পী ও কৃষকদের সামরিক ট্যাক্স খুব হাল্ক ধর্য—করিবে, বরং তাহারা বিপন্ন বা অভাবগ্রস্ত হইয়াপড়িলে তাহাদিগকে সাধ্যপক্ষে সাহায্য করিতে হইবে। যাহারা নও-মুছ্‌লিম, তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন ফসলের দশমাংশ (উশর) ছাড়া আর কিছু ওছুল করিবেনা। সকলকে উত্তম রূপে বুঝাইয়া দিবে যে, সকল প্রকার শুল্ক ইত্যাদি ঠিক সময়ে স্ব স্ব শাসন-কর্তাদের কাছে জমা দিতে হইবে।"

সেনাপতি এস্থান হইতে রওয়ানা হইয়া বহরাওর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি এই—স্থানে ছুলয়মান বিনে নব্হান ও আবুফিয্যা কশুরীর নিকট হইতে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে বব্জন্দ বিনে উমর ও বনী তমীমের সৈন্য—বাহিনী সমভিব্যাহারে ভূজের দিকে রওয়ানা করিয়া দিলেন। আম্‌র বিনে মুখ্‌তার কুবরা তাঁহাদের নায়ক মনোনীত হইলেন।

অতঃপর সেনাপতি সম্‌মা উপজাতির অঞ্চলে প্রবেশ করিলেন। তাহাদের সীমানায় আরব বাহিনী উপস্থিত হইবার সংগে সংগে তাহারা ঢাক ঢোল লইয়া নাচিয়া গাহিয়া তাঁহাদের সম্বর্ধনা করিল। জুহয়ম বিনে আম্‌রকে লোহানার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তিনি সম্‌মার নিকটবর্তী হইলেন। তাহারাও আরব বাহিনীকে বিপুল ভাবে সম্বর্ধিত করিল।—সেনাপতিও তাহাদিগকে সুমিষ্ট ব্যবহারে আপ্যায়িত করিলেন। বার্ষিক রাজস্ব ওছুল করার জন্য কলেক্টর নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রতিভূও গ্রহণ করা হইল। অরোর বা আলোর পর্যন্ত তাহারাই পথ-প্রদর্শকের ব্যবস্থা করিয়া দিল।

রাজধানী আলোরের অবরোধ,

অরোর বা আল্‌রোর বা আলোর বর্তমানে—সখ্‌খর যিলার অন্তরগত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। তৎকালে উহা সিন্ধুর বৃহত্তম নগর ও রাজধানী ছিল। দাহিরের পরও কয়েক শত বৎসর যাবৎ এই বিশাল নগর বিদ্যমান ছিল। অতঃপর রাজা দল্লুরায়ের সময়ে আনুমানিক ৭১৩ হিজরীতে নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই শহরটী বিনষ্ট হয়। আলোর রুহরী হইতে পূর্ব দক্ষিণ কোণে পাঁচ মাইলব্যবধানে—অবস্থিত। বালফোর ইহাকে ভক্করের নিকটবর্তী বলিয়াছেন।

মোহাম্মদ বিনুল কাছেম কুচ করিয়া আলোরের নিকটবর্তী হইলেন। সম্রাট দাহিরের পুত্র গোপী আলোরের অধিনায়ক ছিলেন, তিনি স্থানীয় অধিবাসীবর্গের মধ্যে রাষ্ট্র করিযাছিলেন যে, দাহিরের মৃত্যু হয় নাই। তিনি অন্যান্য নরপালদের সাহায্যলাভের নিমিত্ত হিন্দে গমন করিয়াছেন এবং অচিরেই এক বিপুল বাহিনী লইয়া প্রত্যাগমন করিবেন।—গোপী মিথ্যা প্রচারণা দ্বারা আলোরের অধিবাসীদিগকে নিশ্চিন্ত রাখিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন। * মোহাম্মদ বিনুল কাছেম নগর অবরোধ করিলেন এবং নগর প্রাকার হইতে এক মাইল ব্যবধানে তাঁহার শিবির স্থাপিত হইল, তিনি মাসাধিক কাল পর্যন্ত নগর অবরোধ করিয়া পড়িয়া রহিলেন কিন্তু আলোরবাসীরা গ্রাহ্যও করিলনা। সেনাপতি সেনানিবাসে একটী মছজিদ নির্মাণ করিলেন, তথায় নিয়মিত রূপে ধুমধামের সংগে জুমার নামায পড়া হইত এবং জুমার খুতবায় জ্বালাময়ী ভাষায় জিহাদের জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হইত।

আলোরবাসীরা যখন দেখিল যে, মুছ্‌লিম—

* বালফোর অ্যালফিন্‌স্টোনের বরাতে লিখিয়াছেন যে, আলোরেই দাহিরের সহিত ইব্নুল কাছেমের শেষ যুদ্ধ বটে এবং সেই যুদ্ধে তিনি নিহত হন, দেখ Cyclopaedia of India ১ম খণ্ড, ৮৭৬ পৃঃ। কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণের সাহায্যে উক্ত বর্ণনার অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে— লেখকদ্বয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বাহিনী অবরোধ পরিত্যাগ করিতেছেননা আর দাহিরও প্রতিশ্রুত বাহিনী লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন না, তখন তাহারাও চঞ্চল হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ আরব বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে কতিপয়—ব্যক্তি দুর্গ প্রাকারে উঠিয়া আরব বাহিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—তোমরা কি মরিবার জন্যই এস্থানে আসিয়াছ? সম্রাট অচিরেই হিন্দ হইতে বিশাল বাহিনী লইয়া আগমন করিতেছেন, তখন আমরা এদিক হইতে আর সম্রাট ওদিক হইতে যুগপৎ ভাবে আক্রমণ করিয়া তোমাদিগকে কচুকাটা করিয়া—রাখিব।

এতদিন পর মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম বুঝিলেন কি আশায় আলোরবাসীরা নিশ্চিত হইয়া বসিয়া আছে। তিনি উহাদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য সম্রাট দাহিরের বিধবা এবং ইবনুলকাছেমের সহধর্মিণী রাণী লাডী কে উষ্ট্রপৃষ্ঠে উত্তোলিত করিয়া দুর্গপ্রাকারের নিকট প্রেরণ করিলেন।

প্রকৃতপক্ষে এই সকল গুরুতর সামরিককার্যের সহায়তার জন্যই ইবনুলকাছেম রাণী লাডী কে বিবাহ করিয়াছিলেন। নতুবা সতের আঠার বৎসর বয়স্ক কিশোর সেনাপতির কয়েক সন্তানের জননী এবং পরিণত বয়স্কা লাডী কে বিবাহ করার কি প্রয়োজন ছিল? যুদ্ধে ধৃতা বন্দিনীদের মধ্যে অল্পবয়স্কা—কিশোরী সুন্দরীদের কোনই অভাব ছিলনা।

যাহাহউক রাণী লাডী সকলকে ডাকিয়া স্বীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিলেন এবং বলিলেন, দেখ, আমি দাহিরের রাণী লাডী! সম্রাট যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তাঁহার মস্তক আরবে প্রেরিত হইয়াছে। ইহাই—আল্লাহর অভিপ্রেত ছিল। তোমরা অনর্থক কেন বিপন্ন হইতেছ? আর নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডাকিয়া আনিতেছ? রাণীর চেহরা দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্তা শুনিয়া আলোরবাসীরা বুঝিতে পারিল যে, তিনি ইছলাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাই অত্যন্ত রুষ্ট ভাবে তাহারা—রাণীকে ধিক্কার দিতে লাগিল এবং বলিল তুমি চণ্ডালদের দলে ভিড়িয়া গিয়াছ, তোমার কোনই বিশ্বাস নাই, আমাদের সম্রাট নিশ্চয় জীবিত রহিয়াছেন, তিনি এই আমাদের সাহায্যার্থে আগমন করিবেন। অতঃপর—তাহারা রাণী কে নানারূপ কটুক্তি করিতে লাগিল। মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম রাণীর অবস্থা উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে শিবিরে প্রেরণ করিলেন এবং দুঃখিত স্বরে বলিলেন— দাহির বংশের উপর যখন অদৃষ্টই বিরূপ হইয়াছে, তখন আমরা আর কি করিব? —অতঃপর সেনাপতি অবরোধ কার্য অধিকতর কঠোর করিয়া তুলিলেন।

দুর্গের অধিবাসীরা অবশেষে জনৈকা দৈবকীর স্মরণাপন্ন হইল। দৈবকী সমস্ত দিবস স্বীয় প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ থাকিয়া শেষ প্রহরে ফলফুল সহ জয়ফল ও গোলমরিচের তাযা পাতা হস্তে ধারণ করিয়া প্রকোষ্ঠ হইতে বাহিরে আগমন করিল এবং বলিল যে, সিন্ধু হইতে লংকা পর্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া সে কোনস্থানেই দাহিরের—সাক্ষাৎ পায়নাই। সম্রাট জীবিত থাকিলে সে নিশ্চয় তাঁহাকে খুজিয়া পাইত। তাহার লংকা গমণের নিদর্শন স্বরূপ সে তাহার হস্তস্থিত ফলফুল ও পল্লব প্রদর্শন—করিল।

দৈবকীর কথায় নগরবাসীদের মনে নৈরাশ্যের—সঞ্চার হইল এবং তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেমের বশ্যতা স্বীকার করাই শ্রেয়। পৌরজনের পরামর্শের সংবাদ অবগত হইয়া দাহিরের পুত্র গোপী তাঁহার পরিবারবর্গ এবং জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে রাত্রির গোপন অন্ধকারে জয়পুরের—উদ্দেশ্যে আলোর দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন।

আলোর দুর্গের অধিবাসীদের অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল। তাহারাই আরব সেনাপতির নিকট—ডেপুটেশন প্রেরণ করিয়াছিল। তাহারা সেনাপতির নিকট নিবেদন করিল যে, দাহিরের নিধন সংবাদ—আমরা কিছুই জানিতামনা, তাহার পুত্রও আমাদিগকে ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছে। সুতরাং আমরা ব্রহ্মণদের পরিত্যাগ করিয়া আপনার বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং আলোর দুর্গ আপনার হস্তে সমর্পণ করিতে সমুৎসুক। আপনি আমাদিগকে নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান—করুন।

আরব সেনাপতি বলিলেন, তোমরা যদি অবি-

www.ahlehadeethbd.org

লম্বে যুদ্ধ বন্ধ কর আর সকলেই প্রাকার হইতে নীচে নামিয়া আইস তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে নিরাপত্তা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ইহা শ্রবণ করিয়া নগরবাসীরা দুর্গপ্রাকার হইতে অবতরণ করিল এবং সকলেই নগরের সিংহদ্বারে সমবেত হইল। আরববাহিনীর কতিপয় সেনানী তাহাদের নিকট হইতে চাবি গ্রহণ করিলেন এবং ফটক খুলিয়া দিলেন।

ইহা চচনামার বর্ণনা, কিন্তু ঐতিহাসিক ইয়াকুবী লিখিয়াছেন যে, রাণী লাডীর মুখে সম্রাট দাহিরের নিধন সংবাদ অবগত হইয়া আলোরবাসীরা অবিলম্বে ইব্‌নুল কাছেমের নিকট সন্ধি প্রর্থনা করিয়াছিল। তিনি বলেন,— মোহাম্মদ বিনুল — কাছেম আলোরে উপনীত হইলেন। ইহা সিন্ধুর বৃহত্তম নগরীসমূহের অন্যতম। তিনি খুব শক্ত ভাবে এই নগর অবরোধ করিলেন। নগর—বাসীরা জানিতনা যে, দাহির নিহত হইয়াছেন কিন্তু অবরোধের ফলে যখন তাহারা উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল, তখন— ইব্‌নুলকাছেম দাহিরের পত্নীকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি তাহাদিগকে সম্রাটের— নিধন সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন এবং ইব্‌নুলকাছেমের নিকট নিরাপত্তা প্রার্থনা করার পরামর্শ দিলেন। তাঁহার পরামর্শসূত্রে নগরবাসীরা নিরাপত্তা প্রার্থনা করিয়া আত্মসমর্পণ করিল এবং নগরের ফটক — খুলিয়াদিল। ইব্‌নুলকাছেম আলোর অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন। *

حتی اتی الرور وهی من اعظم مدائن السند، فحاصرهم حصارا شدیدا، وهم لایعلمون ان داهر قد قتل - فلما اعیاهم، بعث الیهم محمد بن قاسم بامرأة داهر، فقالت لهم : ان الملک قد قتل، فاطلبوا الامان، فطلبوه ونزلوا علی حکم محمد و فتحوا له باب المدینة فدخلها، ثم استخلف فیها

বলাযুরী লিখিয়াছেন যে, আলোর সিন্ধুর বৃহত্তম নগরীর অন্যতম, উহা পাহাড়ের উপর অবস্থিত। কয়েক মাস অবরোধ করিয়া থাকার পর নিম্নলিখিত দুইটী শর্তে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মুছলমানগণ নগর অধিকার করিয়া লন :

(ক) সমুদয় নাগরিক নিরাপত্তা লাভ করিবেন, একজনকেও হত্যা করা হইবেনা।

(খ) বৌদ্ধ বিহারগুলি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মোহাম্মদ বিন্নুলকাছেম নগরবাসীদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তোমাদের বিহার গুলিকে আমি ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের গীর্জা এবং অগ্নিপূজকদের উপাসনালয়ের তুল্য মনে করি। *

নাগরিকরা যদিও অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল কিন্তু আরব বাহিনীর কাহারও তরবারি কোষমুক্ত ছিলনা। বাযারের মধ্যস্থলে নব বিহার নামক বিরাট বৌদ্ধ মন্দির ও মঠে বহু লোক সমবেত হইয়া প্রার্থনা— করিতেছিল। ইব্‌নুলকাছেম মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মর্মর প্রস্তরের এক বিশালকায় অশ্বারোহীর প্রতিমূর্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার দুই হস্তে দুইটী স্বর্ণ কংকণ ছিল। ইব্‌নুলকাছেম একটি কংকণ — খুলিয়া লইয়া পূজারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, প্রতিমূর্তির হস্তের কংকণটী কোথায় গেল? পূজারী ভয়ে ভয়ে বলিল, আপনি খুলিয়া লইয়াছেন। ইব্‌নুলকাছেম বলিলেন, কিন্তু তোমার ইষ্টদেবতা কি তাহা জানিতে পারিয়াছে? পূজারী একথায় অধোবদন হইলে ইব্‌নুলকাছেম হাসিয়া কংকণটী প্রত্যর্পণ করিলেন। তিনি নগরে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, বেসামরিক ব্যক্তিদের কোন ভয়নাই, তাহাদের উপর কেহ কোনরূপ উৎপীড়ন করিতে পারিবেনা অবশ্য যাহারা বাধাদিতে অগ্রসর হইবে তাহাদিগকে নিহত করা হইবে। রাণীর অনুরোধ ক্রমেই ইব্‌নুলকাছেম এই ব্যাপক ক্ষমার ফর্মাণ জারী করিয়াছিলেন। টড, অ্যালফিনিস্টন ও বালফোর ইত্যাদি আলোর জয় করার যে রোমাঞ্চকর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়ছেন, তাহার মূলে কোন সত্যই নাই।

داستان عهد گل زبشنو از مرغ چمن
زانکه آشفته تر گفتند این افسانه را !

* ইয়াকুবী (১) ৩৪৬ পৃঃ।

* ফতুহুল বুলদান, ৪৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জিজ্ঞাসা ও উত্তর

بسم الله الرحمن الرحيم –

نحمد الله العظيم ونصلي ونسلم على رسوله الكريم –

[প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে পুনরায় জানান যাইতেছে যে, জিজ্ঞাসাসমূহের জওয়াব প্রদান করার জন্য আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন উপযুক্ত মুফ্‌তীর খিদমত আজও লাভ করিতে পারি নাই এবং তর্জুমানুলহাদীছ যেরূপ ক্ষুদ্র কলেবরে প্রকাশলাভ করিতেছে তাহাও সকলে দেখিতে পাইতেছেন। তফ্‌ছীর, ইতিহাস এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি এবং সম্পাদকীয় আলোচনার পর জিজ্ঞাসার স্তম্ভের জন্য স্থান মিলিবে কতটুকু আর সেগুলি লেখিবেই বা কে ? এযাবৎ তিন শতাধিক জিজ্ঞাসা সম্পাদকের নিকট জমা রহিয়াছে ; "তর্জ্জুমানের" পরিগৃহীত পদ্ধতি অনুসারে এগুলির জওয়াব কেমন করিয়া লেখা হইবে আর কি ভাবে প্রকাশ করা যাইবে, আমরা তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছিনা। আরও মুশ্‌কিল এই যে, অনেকেই পৃথক ভাবে ফত্‌ওয়া পাইবার আশায় খামের ভিতর টিকিট প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু "দারুল ইফ্‌তা" কায়েম না হওয়া পর্যন্ত পৃথক ভাবে ফত্‌ওয়া লিখিয়া প্রেরণ করা কি সম্ভবপর ? কেহ কেহ অনাবশ্যক বা অনির্ধারণ বিষয় সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ তাঁহাদের জিজ্ঞাসার জওয়াব না পাওয়ায় অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন, এমন কি "তর্জুমানের" গ্রাহক থাকিবেননা বলিয়াও আমাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিতে তাঁহারা ত্রুটি করেননা। অথচ যে অবস্থার ভিতর দিয়া তর্জুমান যে ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, "তর্জুমানের" গুরুত্ব ও মূল্য যাঁহারা হৃদয়ংগম করিতে সক্ষম, তাঁহাদের তজ্জন্য আল্লাহর শোকর করা উচিত ; আমরা একান্ত নিরুপায় হইয়া তর্জুমানের পাঠক পাঠিকাদিগকে অনুরোধ করিতেছি যে, মওজুদ জিজ্ঞাসাগুলির জওয়াব শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেহেরবানী করিয়া কেহ আর নূতন প্রশ্ন প্রেরণ করিবেননা। যে সকল জিজ্ঞাসা এযাবৎ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আমরা সেগুলি বাছিয়া লইয়া তন্মধ্যে যেগুলির জওয়াব অত্যাবশ্যক মনে করিব এবং আমাদের সাধ্যে কুলাইবে, ক্রামশিক ভাবে সেগুলির উত্তর প্রদান করিতে চেষ্টা করিব—ওয়াল্লাহুল মুছ্‌তাআন। —তর্জুমানুল হাদীছের সম্পাদক।]

৩১। যিকরে জলী

মোহম্মদ আলীআকবর মিয়া —

বাথরপুর, ত্রিপুরা।

আযান, খুতবা, ওয়া'য, নমাযের তক্‌বীরসমূহ, নমাযের কিরআৎ, তিলাওয়াত ও হজ্জ উমরার তল্‌বীয়া ইত্যাদি যে সকল যিক্‌র উচ্চকণ্ঠে করিবার— অনুমতি বা নির্দেশ কোরআন ও ছুন্নতে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেগুলি ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় যিকর উচ্চৈঃস্বরে করা বিদ্‌আত ও মক্‌রূহ। ইহার নিষিদ্ধতা কোরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কোরআনের ছুরত-আল আ'রাফে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ— করিয়াছেন— এবং— আপনি আপনার প্রভুকে আপনার মনে মনে অত্যন্ত বিনীত ও— ভীত ভাবে যিক্‌র— (স্মরণ) করুন, উচ্চ শব্দে নয়, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় এবং আপনি বিস্মৃতদের অন্তরভুক্ত হইবেননা—— ২০৫ আয়ত।

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين –

উক্ত ছুরতেই সমুদয় মুছলমানকে লক্ষ করিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে— তোমরা — তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত এবং — সংগোপনে ডাকিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালংঘনকারীদিগকে ভালবাসেননা— ৫৫ আয়ত।—

ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين –

বিখ্যাত ছুফী মুফাছ্‌ছির আলী বিনে মোহাম্মদ খাযিন তাঁহার তফছীরে এই আয়তের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলিতেছেন যে, "খুফ্‌য়াতান" শব্দের অর্থ হইল চুপি চুপি তোমাদের— মনে মনে, ইহা— প্রকাশ্যের বিপরীত। এই আয়ত দ্বারা— প্রমাণিত হইল যে, দুআর আদব হইতেছে গোপন ভাবে—— করা। কারণ মনে মনে যিক্‌র আন্তরিকতার

يعني سرا في انفسكم وهو ضد العلانية والادب في الدعاء ان يكون خفيا بهذه الآية – لان ذكر النفس اقرب الى الاخلاص وابعد عن الرياء – وقال ابن جريج في تفسير الاعتداء : يعني رفع الصوت والنداء

www.ahlehadeethbd.org

নিকটবর্তী এবং কপটতার পরিপন্থী। ইমাম ইব্নে জুরয়জ সীমালংঘন করার ব্যাখ্যা করিয়াছেন উচ্চ চীৎকার এবং ডাকহাঁক।

বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, নছয়ী, তিরমিযী ও ইব্নেমাজা প্রভৃতি আবুমুছা আশ্আরীর বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, আমরা কোন যুদ্ধে— রছুলুল্লাহর (দঃ সহচর ছিলাম। আমরা— যখনই কোন নিম্ন-ভূমিতে অবতরণ — কিংবা কোন উচ্চ-ভূমিতে আরোহণ করিতাম, অমনি — আমরা উচ্চৈঃস্বরে তক্বীর ধ্বনি করিতাম। রছুলুল্লাহ (দঃ) আমাদের নিকটস্থ— হইলেন এবং বলিলেন হে মানবগণ, তোমরা আত্মস্থ হও। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত জনকে আহ্বান করিতেছনা, তোমরা সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টাকে ডাকিতেছ আর যাঁহাকে ডাকিতেছ তিনি তোমাদের ছওয়ারীর স্কন্ধ অপেক্ষা তোমাদের — নিকটতর।

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة فجعلنا لانهبط واديا ولا نصعد شرفا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير فدنا منا وقال : يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لاتدعون الاصم ولا غائبا انكم تدعون سميعا بصيرا وهو معكم والذى تدعونه اقرب الى احدكم من عنق راحلته -

ইমাম তবরী উল্লিখিত হাদীছ প্রসংগে বলেন যে, ইহাদ্বারা উচ্চৈঃস্বরে দুআ ও যিক্র করা মকরূহ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের অভিমত ইহাই —বুখারী ও ফত্হুলবারী (১২) ১১০ পৃঃ।

ইমাম আহ্মদ হযরত আবুছঈদ খুদ্রীর প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন —যতটুকু দ্বারা — প্রয়োজন মিটে ততটুকু খাদ্য বা সম্পদ -- উৎকৃষ্ট এবং গোপন যিক্র উৎকৃষ্ট —কিতাবুয্যুহ্দ ১০ পৃঃ।

خير الرزق ما يكفى و خير الذكر الخفى -

আল্লামা ইব্নুলহাজ্জ মালেকী বিখ্যাত সাধক তাবেয়ী কয়েছবিনে উবাদের বাচনিক রেওয়ায়ত — করিয়াছেন, তিনি বলেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) ছাহাবাগণ উচ্চকণ্ঠে যিক্র করার কার্যকে দোষনীয় মনে করিতেন। তাবেয়ী ইমামগণের মধ্যে ছঈদবিনুল মুছাইয়েব, ছঈদবিনে জুবয়র, কাছেমবিনে মোহাম্মদ, হছন — বছরী, ইব্নে ছীরীন, ইব্রাহীম নখ্য়ী প্রভৃতির প্রমুখাৎ এই সিদ্ধান্তই উল্লিখিত আছে। ইমাম মালেক ও ইমাম আহ্মদবিনে হাম্বলও উচ্চৈঃস্বরে যিক্র ও রাগরাগিনীর স্বরে কোরআন পড়ার — কার্যকে অবৈধ বলিয়াছেন — আল্মদ্খল (১) ৬৫ পৃঃ।

হানাফী মযহবেও উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করা -- কঠোরভাবে নিষিদ্ধ—

হিদায়ার শরহ্ ফত্হুল কদীরে আছে—যিক্র মূলতঃ গোপনীয় এবং উচ্চকণ্ঠে উহা বিদ্আত। ফতাওয়ায়-আলামীরায় আছে – ছুফীদিগকে চেঁচামেচি করিতে ও হাতে তালিদিতে নিষেধ করা হইবে। তুহ্ফার টীকা বহ্রীয়াতুল মুগ্নীতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে যে, যে ব্যক্তি ছুফী হইবার দাবীতে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করে, তাহাকে নিষেধ করিতে হইবে। মওয়াহেবুর রহমানের শরহ্ বুরহানে আছে —যিক্রে কণ্ঠস্বর উচ্চকরা বিদআত কোরআন ও হাদীছ সূত্রে, সুতরাং যেসকল স্থানে উচ্চৈঃস্বরে — যিক্র করার নির্দেশ আছে, উহার অনুমতি সেই সকল স্থানের জন্য সীমাবদ্ধ থাকিবে। হিদায়ার টীকা গায়তুল বয়ান ও কিফায়া নামক গ্রন্থদ্বয়ে আছে —উচ্চৈঃস্বরে তক্বীর (আল্লাহো আকবর) ধ্বনিকরা বিদ্আত। বাহ্রুর্রায়েক গ্রন্থে আছে—যে সকল স্থানের জন্য অনুমতি রহিয়াছে সেগুলি ছাড়া অন্য-সমুদয় স্থানে উচ্চৈঃস্বরে তক্বীর দেওয়া বিদ্আত। ফত্ওয়ায়ে কাযীখানে উচ্চৈঃস্বরে যিক্রকে মকরূহে তহ্রীমী বলা হইয়াছে, মুছফ্ফার গ্রন্থকারও ইহার অনুসরণ করিয়াছেন। হিদায়ায় আছে--উচ্চৈঃস্বরে যিক্র বিদ্আত, মূলতঃ উহা গোপনীয়। ফতাওয়ায় বয্যাযীয়ায় আছে – উচ্চৈঃস্বরে যিক্র করা হারাম। ছরখ্ছী মবছুৎ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—আমাদের —

www.ahlehadeethbd.org

(হানাফী) মযহবে যিক্‌র ও দুআর গোপনীয়তা মুস্তহব। হিদায়ার টীকা নিহায়াতেও এই কথা আছে। ছিরাজিয়ায় আছে—দুআয় গোপনীয়তা মুস্তহব এবং কণ্ঠস্বর উচ্চ করা বিদ্‌আত। আর ওয়াজ্‌দ (দশা) ও প্রেমের দাবীদাররা যাহা করে তাহা ভিত্তিহীন। ছুফীদের কণ্ঠস্বর উচ্চকরা—আর বস্ত্র ছিন্ন করার কার্যে বাধা দিতে হইবে। (৩) ৮ পৃঃ। আলমগীরিতে আছে—আমাদের যুগের ছুফীয়তের দাবীদারদের ছিমা ও নাচ ইত্যাদি—হারাম, তাহাদের এই সকল মজলিছে যোগদানের সংকল্প এবং তথায় উপবেশন করা জায়েয নয়। (৪) ১২০ পৃঃ। শম্‌ছুল আয়েম্‌মা ছরখছী ছিয়রে-কবীরে লিখিয়াছেন—ওয়াজ্‌দ ও মোহাব্বতের—দাবীদাররা যে চেঁচামেচি করিয়া থাকে, উহা মকরূহ। দীনের ভিতর তাহাদের আচরণের কোন ভিত্তি নাই। ছুফীরা যে অত্যধিক চীৎকার করে উহা নিষিদ্ধ হইবে, কারণ উহা জায়েয নয়।

মুজাদ্‌দিদে আলফুছ্‌ছানী শায়খ আহ্‌মদ ছরহন্দী খওয়াজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দ (রহঃ) সম্বন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, তিনি আলেমগণকে সমবেত করিয়া হযরত আমীর কুলালের খানকাহে লইয়া যান এবং উলামা হযরত আমীর কে জ্ঞাপন করেন যে, যিক্‌রে-জলী বিদ্‌আত। হযরত আমীর বলেন, আর—করিবনা— ১ম দফ্‌তর, ২৬৬নং পত্র, ৩১০ পৃঃ।

আল্লাহ তাআলা সকল মুছলমানকে বিদ্‌আতের মহাব্যাধি হইতে রক্ষা করুন এবং ছুন্নতে মুহাম্মদীয়ার অনুসরণের তওফীক দিন এবং যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

৩২। **মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করা।**

মুঃ মোহাম্মদ ওয়াহেদআলী, হাজী হুরমুযআলী ছাহেবান বেরাইদ—ঢাকা।

শরীঅতসম্মত কারণে মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করা জায়েয। যথা পুরাতন মছ্‌জিদে মুছল্লীগণের স্থান সংকুলিত না হইলে এবং পুরাতন গৃহটীকে সম্প্রসারিত করার স্থান না থাকিলে অথবা পুরাতন মছ্‌জিদের স্থান অরক্ষিত বা অপরিচ্ছন্ন হইলে কিংবা পুরাতন মছ্‌জিদ জনশূন্য হইয়া পড়িলে প্রশস্ততর, সুরক্ষিত পরিচ্ছন্ন এবং আবাদ স্থানে মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত—করা জায়েয। ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল কাছেম বিনে মোহাম্মদের বাচনিক ছনদ সহকারে—রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিনে মছ্‌উদ যখন বয়তুলমালের ভার প্রাপ্ত হইয়া কুফায় আগমন করেন, তখন ছঅদ বিনে মালেক প্রাসাদ নির্মাণ এবং খেজুরের মার্কেটে—মছ্‌জিদ স্থাপন করিয়াছিলেন। চোর উক্ত বয়তুলমালে সিঁধ—কাটে এবং সে ধৃত হয়। হযরত উমর ফারুক চোরের হাত কাটিবার আদেশ দেন এবং মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত করিতে বলেন এবং বয়তুলমাল মছ্‌জিদের কিবলার দিকে স্থাপন করার নির্দেশ দেন। ইমাম আহ্‌মদের পুত্র ছালিহ স্বীয় পিতার উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, পুরাতন—মছ্‌জিদের আযান দিবার স্থানে আব্দুল্লাহ বিনে মছউদ উহা স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং কুফার মছ্‌জিদ তিন বার পরিবর্তিত হইয়াছিল।

لما قدم عبد الله بن مسعود الى بيت المال كان سعد بن مالك قد بنى القصر واتخذ مسجدا عند اصحاب التمر — فنقب بيت المال فاخذ الرجل الذى نقبه فكتب فيه الى عمر بن الخطاب فكتب عمر (رض) ان اقطع الرجل وانقل المسجد واجعل بيت المال فى قبلة المسجد —

প্রকাশ থাকে যে, হযরত উমরের এই ফত্‌ওয়া ছাহাবাগণের নীরব ইজমার পর্যায়ভুক্ত, কারণ—তাঁহার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোরআন ও ছুন্নতে কোন নির্দেশ বিদ্যমান নাই এবং ছাহাবাগণের মধ্যে কেহই উহার প্রতিবাদ করেননাই।

ইমাম আহ্‌মদ বলেন, যদি মছজিদ সংকীর্ণ হয় এবং উহাতে মুছল্লীগণের স্থান সংকুলিত না হয়, তাহাহইলে প্রশস্ততর স্থানে মছ্‌জিদ স্থানান্তরিত—করিলে কোন দোষ হইবেনা। ইমাম ছাহেব আরও বলিয়াছেন—মসজিদ যদি বিনষ্ট ও জনশূন্য হইয়া পড়ে তাহাহইলে বৃহত্তর জনস্বার্থের উদ্দেশ্যে মছ্‌জিদ

www.ahlehadeethbd.org

অন্যত্র স্থানান্তরিত হইতে পারে নতুবা নয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিনে মছউদ কূফার জামে মছজিদ কে খেজুরের বাযার হইতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ইমাম ছাহেব পুনশ্চ বলিয়াছেন যেস্থলে মছজিদ— স্থাপিত হইয়াছে, সে স্থানে চোর চোট্টর উপদ্রব হইলে বা উক্ত স্থানটি আবর্জনার স্থান হইলে সে মছজিদ স্থানান্তরিত হইতে পারিবে। *

মোটের উপর শর্য়ী কারণে মছজিদ স্থানান্তরিত করার বৈধতা সম্পর্কে হযরত উমর ফারূক, আব্দুল্লাহ বিনে মছউদ এবং আবুমূছা আশ্আরীর আচরণ নযীর রূপে মওজুদ রহিয়াছে এবং এই নযীর গুলির পিছনে ছাহাবাগণের নীরব ইজমাও বিদ্যমান আছে। — কোরআন ও ছহীহ হাদীছে ইহার বিপরীত কোন নির্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়না। ইমাম আহমদ বিনে হাম্বল ও শয়খুল ইছলাম ইবনেতয়মিয়াহ এবং আল্লামা আলুছীযাদা প্রভৃতি উপরিউক্ত কারণে মছজিদ স্থানান্তরিত করার ফত্ওয়া প্রদান করিয়াছেন এবং আহলেহাদীছ বিদ্বানগণের অধিকাংশ এই অভিমত পোষণ করিয়া থাকেন।

অতএব আপনারা উল্লিখিত কারণ সমূহের জন্য বা উহাদের অন্তর্গত যে কোন কারণে যদি মছজিদ স্থানান্তরিত করিয়া থাকেন তাহাহইলে— আহলেহাদীছগণের পরিগৃহীত অভিমত অনুসারে আপনাদের নূতন মছজিদ জায়েয হইয়াছে এবং পুনরায় পুরাতন মছজিদে কতক লোকের পৃথকভাবে জুমা কায়েম করা জায়েয হইবেনা। কিন্তু আপনারা পুরাতন মছজেদটিকে ঠিক শর্য়ী কারণে পরিত্যাগ করিয়াছেন কিনা, এস্থান হইতে বসিয়া তাহার— মীমাংসা করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয় এবং যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

বে-মেরামতি ও অপরিচ্ছন্ন মছজিদ

হাজী জানমোহাম্মদ মোল্লা—পানীয়া, রাজসাহী।

কোন মুছলমান স্বীয় জমিতে মছজিদ নির্মাণ করিয়া জনসাধারণের জন্য উহা মুক্ত করিয়া দিলে সেই মছজিদ ও উহার জমিতে তাহার এবং — তাহার উত্তরাধিকারীদের কোন স্বত্ব থাকিবেনা। হেদায়ায় উক্ত হইয়াছে--কোন ব্যক্তি তাহার — জমিতে মছজিদ — নির্মাণ করিলে সে আর উহা হইতে ঘুরিতে পারিবেন অর্থাৎ এ কথা বলিতে পারিবেনা যে, উহা মছজিদ নয়, উহা আমার অধিকারভুক্ত, একথা বলিলে তাহা আইনানুসারে গ্রাহ্য হইবেনা। উক্ত মছজিদের জমি বা গৃহ সে বিক্রয় করার অধিকারী হইবেনা এবং তাহার ওয়ারিছদেরও উহার উপর কোন স্বত্ব — বর্তিবেনা, উহা মানুষের অধিকার হইতে সুরক্ষিত হইয়া শুধু আল্লাহর অধিকারে চলিয়া গিয়াছে।

من اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لانه يحرز عن حق العباد وصار خالصا لله –

অবশ্য সে ব্যক্তি যদি মছজিদের গৃহ এরূপ স্থানে নির্মাণ করে যাহার চতুষ্পার্শ্বে তাহার অধিকৃত জমি থাকে, বা তাহার যাতায়াত পথে বা মছজিদে — তাহার কোন আইনসংগত স্বত্ব অবশিষ্ট থাকে তাহাহইলে উহা মছজেদ বলিয়া গণ্য হইবেনা। উক্ত গ্রন্থেই একথা স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, কোন ব্যক্তি মছজিদ নির্মাণ করিয়া উহার এবং— যাতায়াতের পথের দাবী হইতে উহাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত এবং জনসাধারণকে উহাতে নমায পড়ার সার্বজনীন অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত গৃহে তাহার নিজস্ব স্বত্বই বিদ্যমান রহিবে।

واذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه –

যদি উক্ত গৃহের চতুষ্পার্শ্বে তাহার অধিকারভুক্ত জমি বা গৃহাদি — থাকে তাহা হইলে তাহার নিষেধ করার আইনসংগত অধিকার রহিয়া যায় এবং উহা মছজিদ বলিয়া গণ্য হইবেনা —(২) ৬১৯ পৃঃ।

واذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا –

আপনার জিজ্ঞাসিত মছজিদটী যদি ঐভাবে নির্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার সংস্কার এবং পরিচ্ছন্নতার জন্য গ্রামস্থ সমুদয় মুছলমান—

* ফতাওয়া ইব্নেতায়মিয়া (২) ২১৬ পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

المباحثة المناظرة
বিতর্ক ও বিচার

অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনতং নমুঞ্চতি

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একখানা সাময়িক-পত্রে জনৈক স্বামী সত্যানন্দজী সরস্বতী কৃত "শক্তি-শালী সমাজ" নামক পুস্তকের আংশিক উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া মনে হইল যে, স্বামীজী কাণ্ডজ্ঞানহীনতা,— পরশ্রীকাতরতা আর দুরপনেয় নীচাশয়তা এবং সর্বোপরি মিথ্যাবাদিতার সাধনা করিয়াই আধ্যাত্মিকতার উচ্চতম মার্গে অধিরোহণ করিয়াছেন। স্বামীজী পুংগব কোরআন ও ইছ্লামের বিন্দুবিসর্গ পাঠ করার কষ্ট স্বীকার নাকরিয়াই শুধু ষড়রিপুর তাড়নায় আল্লাহ, রছুল, কোরআন ও ইছলাম সম্বন্ধে কাপুরুষোচিত ঔদ্ধত্য সহকারে মূর্খতাব্যঞ্জক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন। তাঁহার অমূল্য গবেষণা দ্বারা তিনি হিন্দু ধর্ম্মের কি পরিমাণ উপকার সাধন করিয়াছেন তাহা তিনিই বলিতে পারেন, তবে একথা সংশয়াতীত যে, তিনি তাঁহার সাত্ত্বিক উদারতা ও উন্নত আধ্যাত্মিকতার প্রতি শিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্নদের নিদারুণ— বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে মতলবে "পরোধর্ম্মের ভয়াবহতা" প্রতিপন্ন করিতে গিয়া একান্ত অপদার্থের মত দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় তিনি মুছলমানগণের আল্লাহ, রছুল এবং কোরআন ও ইছলামকে ইতরোচিত ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করা কষ্টকর নয়। তিনি পশ্চিম বাংলার সংখ্যালঘুদের মনে সন্ত্রাস ও ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত করিতে চান আর তাঁহাদের প্রতি সংখাগুরু দলকে বিদ্বিষ্ট ও উপহসিত করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করেন।— জড়বাদী প্রতিমাপূজকদের সনাতন কূপমণ্ডুকতা এবং অপরাপর ধর্ম্মীয় সমাজ, বিশেষ করিয়া মুছলমানদের প্রতি তাহাদের অমানুষিক বিদ্বেষের সন্ধান আল্লাহর গ্রন্থ কোরআনে বহু পূর্বেই প্রদান করা হইয়াছে,— আল্লাহ বলিয়াছেন— لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ! মুছলমানদের প্রতি— সর্বাপেক্ষা বিদ্বেষপরায়ণ দল তুমি দেখিতে পাইবে ইহুদী আর জড়োপাসকদিগকে— আলমায়েদাহ, ৮২ আয়ত। মুছ্লিম— বিদ্বেষীদের দুশ্মনির স্বরূপ এবং তৎসম্বন্ধে মুছলমানদের ইতিকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতেও কোরআন কুণ্ঠিত— হয় নাই। আমরা কোরআনের এই অমরবাণীকে স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে চাই যে,— হে মুছলিম সমাজ, আল্লাহর প্রতি তোমাদের — ঐকান্তিক প্রেম এবং ইছলামের প্রতি— তোমাদের অনাবিল শ্রদ্ধার দরুণ তোমরা তোমাদের ধনে প্রাণে কঠোর ভাবে পরীক্ষিত হইবে এবং যাহাদিগকে তোমাদের পূর্বে ঐশীগ্রন্থ প্রদান করা হইয়াছিল এবং যাহারা বহু-ঈশ্বরবাদী মুশরিক, তাহাদের মুখ হইতে বহু পীড়াদায়ক — কটূক্তি তোমাদিগকে শ্রবণ করিতে হইবে। যদি তোমরা তাহাদের এই সকল আচরণে ধৈর্য অবলম্বন করিতে পার এবং সাধুতার পথ অবলম্বন করিয়া চল, তাহা হইলে তাহা বীরত্বব্যঞ্জক আচরণ হইবে।

لتبلون فى اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم و من الذين اشركوا اذى كثيرا - وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور !

কোন নীতি বা মতবাদ খণ্ডন করিতে হইলে সর্বপ্রথম সে সম্বন্ধে সম্যক্ অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে হয়। না জানিয়া না শুনিয়া প্রতিবাদ ও বিদ্রূপ করা শুধু বাচালের শূন্যগর্ভ স্পর্ধা বলিয়াই গণ্য হয়না বরং উহা মূল উদ্দেশ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক হয়, কারণ

www.ahlehadeethbd.org

উহা শূন্যে শরসন্ধানের মত। আর কাঁচের ঘরে বসিয়া লৌহদুর্গে ঢিল ছোড়াও একান্ত নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। চন্দ্রে থুথু নিক্ষেপ করিলে চন্দ্রকে কলংকিত করা যায়না আর ভদ্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা শাস্ত্রীয় বাদানুবাদের ভিতর অভদ্রতা ও নীচতা কে কখনও প্রশ্রয় দেননা। আমরা ইচ্ছা করিলে এই স্বামীজী মহারাজের শিলনোড়া লইয়াই তাঁহার — প্রত্যেকটী আরাধ্যের বিষদন্ত উৎপাটিত করিতে পারি, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমরা নারীহীন স্বামীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন নই এবং তাঁহার মত একজন অর্বাচীনের প্রগলভতার জন্য সমাজের সমস্ত লোকের মনে আঘাত দেওয়া সমীচীন মনে করিনা। বিতর্কের এই রীতি আমাদের ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোর্‌আনে উক্ত হইয়াছে—এবং যাহারা

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم !

আল্লাহ কে ছাড়িয়া অপরের আরাধনা— করে, হে মুছলিম-সমাজ, তোমরা — তাহাদিগকে কটূক্তি করিওনা। কারণ এরূপ করিলে তাহারা অজ্ঞতার বশবর্তী হইয়া বাড়াবাড়ি করিবে আর স্বয়ং আল্লাহকেই কটূক্তি করিয়া বসিবে—আল্-আন্‌আম, ১০৯ আয়ত।

মানব মুকুট, জ্ঞান ও মুক্তির দিশারী, বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) সম্বন্ধে স্বামী সত্যানন্দ লিখিয়াছেন—

"তাঁহার প্রবর্তিত সমাজবাদ অসুরবাদ মাত্র। তিনি কলিযুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্মষবাদী (কলুষ বা পাপবাদী) নেতা। তাঁহার কোরআনকে আমরা কোন

(২৮২ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তুল্যভাবে দায়ী। মছজিদদাতার বংশধরগণের উক্ত মছজিদের উপর কোন আইনসংগত অধিকার নাই এবং একমাত্র উহারাই মছজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়ী নয়। যদি তাহারা মুতাওয়াল্লীরূপে — মছজিদের হিফাযতের ব্যবস্থা না করে, তাহাদিগকে তওলীয়ত হইতে বরখাস্ত করিয়া সর্বসাধরণের জন্য মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করার এবং মছজিদের সুবন্দোবস্ত করার অধিকার রহিয়াছে এবং যাহা প্রকৃত সঠিক তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

পক্ষাঘাত গ্রস্তের ইমামত

—হাজী জানমোহাম্মদ মোল্লা—পানীয়া, রাজসাহী

হানাফী ও হাম্বলী বিদ্বানগণ পক্ষাঘাতগ্রস্ত — অথবা কর্তিত দ্বিপদ বা একপদের ইমামতকে মকরূহ বলিয়াছেন। নিরেট নির্বোধ, পক্ষাঘাত-গ্রস্ত, ধবলকুষ্ঠের রোগী এবং যাহার উভয় হাত পা কিংবা এক হাত বা এক পা কর্তিত হই-

وعند الحنفية تكره امامة السفيه والمفلوج والابرص - وعند الحنابلة ومن كان مقطوع اليدين او الرجلين او احداهما -

য়াছে তাহার পিছনে নমায মকরূহ—আল্‌ফিক্‌হ-আলা মযাহিবিল আরবআ (১) ৩৮২ ও ৩৮৩ পৃঃ। কিন্তু নিষিদ্ধতার প্রমাণ আমি খুঁজিয়া পাইনাই। অবশ্য নমাযের কোন রুকন বা শর্ত প্রতিপালন করা যাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাহার সমকক্ষ কোন সুস্থদেহ ব্যক্তির বর্তমানে তাহার পক্ষে ইমামত করা উচিত হইবেনা। রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—

انما جعل الامام ليؤتم به -

ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাহার অনুসরণের জন্য—বুখারী, ফতহসহ (২) ৪৮১ পৃঃ। রছুলুল্লাহ (দঃ) অসুস্থ অবস্থায় বসিয়া নমায পড়িতেছিলেন এবং ছাহাবাগণ দাঁড়াইয়া তাঁহার পিছনে ইক্‌তিদা করিতেছিলেন, রছুলুল্লাহ (দঃ) উপরিউক্ত কথা — বলিয়া তাঁহাদিগকেও বসিয়া নমায পড়ার নির্দেশ দেন। এই হাদীছদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুক্তাদির পক্ষে ইমামের পূর্ণ অনুসরণ আবশ্যক। অতএব যে ব্যক্তি নমাযকে পূর্ণভাবে আদা করিতে সক্ষম তাহাকেই ইমাম নিযুক্ত করা উচিত এবং যাহা প্রকৃত সঠিক, তাহা আল্লাহ অবগত আছেন।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ঈশ্বরাদেশ বলিয়া মানিনা। যদি মানাযায়, তবে ইহা কোন আসুরিক বা পিশাচের প্রেতাত্মার আদেশ বলিয়া মানিতে হইবে।"

আমরা বলি— পিশাচ সাধনা যাহাদের ধর্মের অপরিহার্য অংগ, যাহাদের অগণিত উপাস্য মণ্ডলীর প্রতিমূর্তিগুলি ভূত, প্রেত ও পিশাচের প্রতীক ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহার মুখে একথা ছোটমুখে বড় কথা নয়কি? পিশাচবাদের আলোচনা যথাস্থানেই হইবে, কিন্তু প্রতিপক্ষের সহিত বিতর্কের যে পদ্ধতি এবং মুছলমানদের ইতিকর্তব্য কোরআন নির্দেশিত করিয়াছে, ব্রহ্মচর্য ও অধ্যাত্মবাদের ঠিকাদার সত্যানন্দজীর ধর্ম হইতে তাহার কোন নযীর প্রদর্শন করার দাবী আমরা উপস্থিত করিতে পারিকি? কোরআনে আরও নির্দেশিত হইয়াছে, তুমি তোমার প্রভুর পথে প্রজ্ঞা ও উৎকৃষ্ট শুভানুধ্যান সহকারে আহ্বান কর এবং প্রতিপক্ষের সহিত সুন্দর যুক্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে বিতর্কে প্রবৃত্ত হও —১২৫ আয়ত।

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن!

স্বামীজী পুংগব কোরআনের বিতর্কপদ্ধতিকে পৈশাচিক রীতি বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন কিন্তু আমাদের পক্ষে এ রীতি প্রত্যাখ্যান করার উপায় নাই। তাঁহার ইষ্টদেবতাগুলিকে কটূক্তি করার পূর্বেই তিনি নিন্দিত বাড়াবাড়ি আর — অজ্ঞতার আশ্রয় লইয়া আল্লাহকে কটূক্তি করিয়াছেন। সুতরাং কোরআনী-নীতির পরিবর্তে স্বামীজীর — পূর্বপুরুষদের "শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ" রীতি অনুসরণ করিলে আমরা এস্থলে অবশ্যই "সপাপিষ্ঠ স্ততোধিক:" পর্যায়ভুক্ত হইতামনা, কিন্তু মুশকিল এই যে, ইছলামী শালীনতা এস্থানেও আমাদের বাদ সাধিয়াছে।— অতএব আমরা অশ্রাব্য ও নীচ গালিগালাজের প্রত্যুত্তর না করিয়া শুধু ইছলাম ও ইছলামের প্রভুর বিরুদ্ধে আরোপিত সত্যানন্দজীর অসত্য ও কল্পিত অভিযোগগুলির প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া নিরস্ত হইব।

স্বামীজী লিখিয়াছেন—"কুরাণ বলে কাফেরের ধন লুট কর। কুরাণ বলে কাফেরের সর্বস্ব কাড়িয়া লও। ইহার ধর্ম হইতেছে লুণ্ঠন করা এবং ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মারিয়া কাটিয়া তসনস করা। দেবতার মন্দির কাড়িয়া লইয়া সেখানে পিশাচ উপাসনার কেন্দ্রকরা।"

কাফেরদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করার ব্যাপক ও অবাধ অনুমতি কোরআনের কুত্রাপি নাই। যাহারা বিনাবিচারে পরধর্মকে সর্বদা ভয়াবহ বিশ্বাস করিতে আদিষ্ট এবং এই বর্বর মনোবৃত্তির দরুণ যাহারা অতীতে ভারতের বুকে কোন ধর্ম এবং সভ্যতার চিহ্নও বরদাশত করিতে পারেনাই আর আজও এই বিজ্ঞান এবং মুক্তবুদ্ধির যুগে যাহারা শুধু ধর্মীয় বৈচিত্র্যের দরুণ সকলপ্রকার ভাষা ও কৃষ্টির মস্তিষ্ক চর্বণ এবং প্রতিবেশীর রক্তপান করার জন্য চণ্ডিকার বরপুত্ররূপে সর্বদা শিবের নাচ নাচিয়া থাকে, তাহাদেরই জনৈক উকিল শাক দিয়া মাছ ঢাকার অভিসন্ধিতে যদি পবিত্র আল্‌কোর্‌আনে লুণ্ঠন ও নরহত্যার— ব্যাপক অনুমতির গন্ধ আবিষ্কার করিয়া বসে, তাহাতে বিস্ময়বোধ করার কিছুই নাই। কোরআনে ধর্মবৈষম্যের ভিত্তিতে হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন করার অনুমতি দূরের কথা, বিন্দুমাত্র যবরদস্তিও সমর্থিত হয়নাই। পরমত সহিষ্ণুতার নীতি কোরআনে এরূপ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে যে উহার কোনরূপ— পরোক্ষ ব্যাখ্যারও অবকাশ নাই। কোর্‌আনের ঘোষণা—ধর্মের বিষয়ে কোন যবরদস্তি নাই। সঠিক পথকে বিপথ হইতে স্পষ্টীভূত করা হইয়াছে— আল্‌বাকারাহ, ২৫৬ আয়ত।

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى -

এই আয়তের তাৎপর্য এইযে, সুপথ এবং বিপথের নির্বাচন মুক্তবুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভবপর এবং বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া সুপথ কে বাছিয়া লইবার জন্য সৎ ও অসতের লক্ষণ, নিদর্শন ও পরিণাম কোরআনের সাহায্যে মানবসমাজকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সৎপথ গ্রহণ করাইবার জন্য — যবরদস্তি করিয়া কোন লাভ নাই। যবরদস্তিমূলক সততা ও সাধুতা দ্বারা অন্তরজগত ও বহির্জগতের

www.ahlehadeethbd.org

কোন কল্যাণই সাধিত হইবার নয়। কোরআনের অন্যত্র উল্লিখিত মূলনীতির ব্যাখ্যা প্রসংগে বলা হইয়াছে— আপনার প্রভু যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে— পৃথিবীর পৃষ্ঠে যাহারা বাস করে তাহারা সকলেই বিশ্বাস স্থাপন করিত।

ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين –

যাহাতে সকলেই বিশ্বাসপরায়ণ হইয়া যায় তজ্জন্য হে রছুল (দঃ)— আপনি কি লোকদিগকে যবরদস্তি করিতে চান? — ইউনুছঃ ৯৯ আয়ত। পৃথিবীর সমুদয় অধিবাসীকে মুমিন করার ইচ্ছা সৃষ্টিকর্তার না থাকার অর্থ এই যে, ইচ্ছাময়ের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হওয়া স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং বাধ্যতামূলক ঈমান দ্বারা মানুষের মুক্তবুদ্ধি, বিচার-শক্তি এবং ইচ্ছা ও কর্মের স্বাধীনতা অপহৃত হইয়া থাকে এবং কর্মফল নিরর্থক হইয়া যায়। এই জন্য বিশ্বাস আর অবিশ্বাস কে মানুষের ইচ্ছাধীন করিয়া রাখা হইয়াছে। ছুরত আলকহফে স্পষ্টতর ভাবে উক্ত হইয়াছে— যাহার ইচ্ছা সে বিশ্বাস—

فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

করুক আর যাহার ইচ্ছা সে অস্বীকার করুক— ২৮ আয়ত। সত্য এবং সত্য প্রচারকের কর্তব্য শুধু পথের সন্ধান দেওয়া। কোরআনের আল্লাহ বলেন— আমরা পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছি—

انا هديناه السبيل اما شاكرا و اما كفورا !

এখন ইচ্ছা হয় কৃতজ্ঞ হউক, ইচ্ছা হয় কৃতঘ্ন হউক— ছুরত আদ্দহর, ৩ আয়ত।

ফলকথা, কোরআন ধর্মমতের বৈষম্যের দরুণ কাফেরদের ধন লুঠ করিতে বলিয়াছে তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে বলিয়াছে একথা স্বামী সত্যানন্দের স্বামীত্বের মতই সর্বৈব মিথ্যা। কোরআনে স্থান— বিশেষে হত্যা ও লুণ্ঠনের অনুমতি দিয়াছে, কিন্তু তাহার তাৎপর্য বুঝিতে হইলে কাণ্ডজ্ঞান বিমুখতা এবং— ধর্মোন্মত্ততা পরিহার করিয়া যেসকল কারণে এবং যেসকল ক্ষেত্রে এই অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা অবগত হইতে হইবে। সমুদয় রাষ্ট্রবিধানেই যুদ্ধের অনুমতি রহিয়াছে। শ্রীরাম চন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণও যুদ্ধ লড়িয়াছেন এবং এই সকল যুদ্ধের ফলে এক একটী— দেশ শ্মশান আর এক একটী বংশ নির্মূল হইয়া গিয়াছে। সত্যানন্দজীর অনুচিকীর্ষায় যদি কেহ বলিয়া বসে যে, শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ নরহত্যা, লুণ্ঠন, নারীহরণ ও অগ্নি-কাণ্ডের অবতার ছিলেন আর রামায়ণ ও গীতা হিংস্রতা ও পশুধর্মের প্ররোচক মাত্র, তাহা হইলে স্বামীজী তাহাকে কুৎসিৎ ভাষায় আক্রমণ করা ছাড়াও কি কিছু বলিতে পারিবেন? বাইবেলের ভাষায় যাহারা নিজের চোখের ঢেঁকি দেখিতে পায়না, অথচ অপরের চোখের তিল অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় তাহাদিগকে কি বলা যাইবে? ভগবদ্‌গীতার যুদ্ধে যে লোকক্ষয় ও ধনক্ষয় হইয়াছিল আমরা তাহা অবগত আছি কিন্তু রছুলুল্লাহ (দঃ) ১০ বৎসর ধরিয়া যে কোরআনী যুদ্ধ পরিচালনা করিয়াছিলেন এবং যাহার ফলে ১২ লক্ষ বর্গ মাইল পরিমাণ স্থান হইতে জড়পূজা, প্রতিমাপূজা, ব্যভিচার, মদ্যপান, লুঠতারাজ, শোষণ পীড়ন ও অরাজকতা চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই বিপ্লব সৃষ্টি করিতে উভয়পক্ষে যে সর্বশুদ্ধ কয়েক শতের অধিক লোকক্ষয়— হয় নাই, সত্যানন্দজী মহারাজ তাহা জানিবার সুযোগ পাইয়াছেন কি? স্বামীজী মুছলমানদের "চৌদ্দশত— বৎসরের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বর্বরতা" কে তাঁহার দাবীর পোষকতায় "বৈদিক-সভ্যতার প্রতি" মুছলমানদের প্রভু বিশ্বপতি "আল্লাহর অসাধারণ বিদ্বেষের প্রমাণ স্বরূপ" উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাস শাস্ত্রে সত্যানন্দজীর এই অসাধারণ অভিজ্ঞতার জন্য অবিলম্বে তাঁহার জন্য— নোবেল প্রাইজের ব্যবস্থা করা উচিত। এই বাকসর্বস্ব ব্যক্তিটী ইহাও অবগত নহেন যে, বৈদিক সভ্যতার— সহিত কোরআনী সভ্যতার মৌলিক দ্বন্দ্ব কোথায়? এবং এই সংঘর্ষের কারণ কি? আর উহা চৌদ্দ শত বৎসরের ইতিহাস কিনা? বৈদিক সভ্যতার ওকালতি করা আমাদের ইতিকর্তব্যের বাহিরে, আমরা শুধু এই-টুকু বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, মুছলমানদের ভারতাক্রমণের মূলে বৈদিক ধর্মের গ্লানি এবং উহার দাবীদারদের— নৃশংসতা, কূপমণ্ডুকতা এবং পরমত অসহিষ্ণুতাই প্রধা-নতঃ দায়ী। ভারতের প্রাচীন দ্রাবিড়ীয় ধর্ম ও সভ্য-

www.ahlehadeethbd.org

পাকিস্তানের শাসন সংবিধান,

শাসনসংবিধান রাষ্ট্রীয় জীবনের অবিচ্ছেদ্য—উপাদান। রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের যোগসূত্র এই শাসন সংবিধানের সাহায্যেই গ্রথিত হয়,—শাসনের দায়িত্ব এবং নাগরিকবৃন্দের অধিকার এই শাসনসংবিধান দ্বারাই নির্ণীত হইয়া থাকে। শাসকদল এবং পৌরজনের পারস্পরিক সহযোগের জন্য যে আস্থা ও সৌহার্দ আবশ্যক রাষ্ট্রের শাসনসংবিধানই তাহার উদ্ভাবক এবং সম্বর্ধক। পাকিস্তান জন্মগ্রহণ করার পাঁচবৎসর পরেও আজ পর্যন্ত এহেন গুরুতর ও অত্যাবশ্যক শাসন সংবিধান রচিত হইলনা।—ইহার অর্থ এই যে আযাদী উৎসবের ষষ্ঠ বার্ষিকীতেও পাকিস্তান রাষ্ট্রে পৌরজনের অধিকার, শাসকমণ্ডলীর দায়িত্ব, উভয়ের যোগসূত্র এবং পারস্পরিক সহযোগ দৃঢ়করার কোন ব্যবস্থাই নিয়ন্ত্রিত হইলনা! আজও ইংরাজী আমলের অর্থাৎ ১৯৩৫ সালের গোলামী-যুগের শাসনবিধি পাকিস্তানে প্রযোজ্য রহিয়াছে। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) অনুসারে শুধু এইটুকু পরিবর্তন ঘটিয়াছে যে, বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিস করাচীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে এবং পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিলাতী ইণ্ডিয়া অফিসের পরিবর্তে ইংলণ্ডের রাজার অধীনে পাক গণপরিষদের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। নববিধান বিরচিত এবং প্রযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পাকিস্তানের ভাগ্যনিয়ন্তা হইতেছেন এই পাক-গণপরিষদ!—জনগণের যে অধিকার ইংলণ্ডের রাজা আর ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পরাধীনতার যুগে কুক্ষিগত করিয়া—রাখিয়াছিলেন, উহা পাকিস্তানের অধীবাসীদের হস্তে ফিরাইয়া আনিবার জন্যই গণ-পরিষদকে অস্থায়ী-ভাবে সার্বভৌমত্বের আমানৎ সোপর্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু শাসন সংবিধান প্রস্তুত করার কার্যে গণ-পরিষদের হাবভাব এবং দীর্ঘসূত্রতা দেখিয়া অনেকেই সন্দেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, গণপরিষদ পাকিস্তানের সর্বময়কর্তৃত্ব স্থায়ীভাবে ভোগ দখল—এবং যদৃচ্ছভাবে সামন্ততন্ত্র কায়েম করার মত্‌লবে এই লুকাচুরি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পাকিস্তান গণপরিষদ এই গুরুতর অভিযোগের উত্তরে কি বলিতে চান? আমরা মনেকরি শাসন সংবিধান প্রস্তুতির কার্য অবিলম্বিত করা ছাড়া গণ-পরিষদের কাছে এই অভিযোগের সত্যই কোন উত্তর নাই।

ইছলামী দছ্‌তুর,

আমরা বিশেষ উৎকণ্ঠার সহিত ইহা লক্ষ করিতেছি যে, যে মহান আদর্শকে সম্মুখে ধরিয়া পাকিস্তানের দাবী উত্থিত করা হইয়াছিল, ক্রমশঃ তাহা দৃষ্টির অন্তরালে বিলীন হইয়া যাইতেছে। জীবিকার—সংস্থান, চাকুরিবাকুরির ব্যবস্থা, শিল্পবাণিজ্যের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত, শিক্ষাদীক্ষার প্রসার—এবং দেশরক্ষার আয়োজন ইত্যাদি বিষয়গুলির কোনটারই গুরুত্ব আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু আমরা বহুবার বলিয়াছি আর আজও একথার পুনরুক্তি করিতেছি যে, পাকিস্তান কেবল উল্লিখিত বিষয়গুলির জন্য কায়েম হয়নাই। বর্ণিত বিষয়গুলি পৃথিবীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

সমস্ত রাষ্ট্রেরই ইতিকর্তব্যের অন্তরভুক্ত, সুতরাং শুধু ঐগুলির জন্য ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার এবং ধন-প্রাণের কল্পনাতীত ও অপূরণীয় সর্বনাশ সহ্য করিয়া লইয়া একটী স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তারপর জনসংখ্যার দিক দিয়া ছয়ক্রোর হইলেও পাকিস্তান ভারতরাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যাধিক্যের সমকক্ষতায় যে দুর্বল একথা কে অস্বীকার করিবে? ভৌগলিক দিক দিয়া পাকিস্তানের উভয় বাহু পরস্পর হইতে এতদূরে অবস্থিত যে, ইহাকেও পাকিস্তানের দুর্বলতার অন্যতম কারণ বলিয়া স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সংকটের দুর্যোগে উভয় বাহুর পক্ষে পরস্পরের সাহায্যের জন্য আগাইয়া আসা অসম্ভব না হইলেও অত্যন্ত দুরূহ। পূর্বপাকিস্তানের পাট—আর পশ্চিম পাকিস্তানের খাদ্যশস্য ও কার্পাস, এতদুভয়ের সংযোগে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থা কিছু কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্র ও পৃথক পৃথক ভাবে পাকিস্তানের কোন বাহুরই — কিছুমাত্র অর্থনৈতিক মূল্য নাই। দেশরক্ষার দিক দিয়াও এই একই কথা! অর্থাৎ উভয় বাহুর মিলিত শক্তি ধর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও পৃথক পৃথক ভাবে কোন বাহুর শক্তিই নির্ভরযোগ্য নয়।

তারপর ইহাও লক্ষ করা কর্তব্য যে, পাকিস্তান কে একরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানীদিগকে এক জাতিতে — পরিণত করিল কিসে? রক্ত আর বংশ যে আমাদিগকে একজাতিতে আর আমাদের রাষ্ট্রকে অবিচ্ছেদ্য রাষ্ট্রে পরিণত করেনাই এবং করিতে পারেনা, তাহা সর্ববাদী সম্মত। আমাদের যেসকল কাফের প্রতিবেশী রক্তে ও বংশে আমাদের অনেকেরই জ্ঞাতি, তাহারাই আমাদের সর্বাপেক্ষা রক্তলোলুপ শত্রু আর ইয়্যতের ভীষণতম দুশ্মন প্রমাণিত হইয়াছে। ভাষার দিক দিয়াও আমাদের রাষ্ট্র আর জাতীয়তা অবিভাজ্য নয়। কারণ বাঙলার সহিত পশ্তুনের আর পশ্তুনের সহিত সিন্ধির আর সিন্ধির সহিত বেলোচীও বরোহীর আর বেলোচীর সহিত পাঞ্জাবীর কোন দিক দিয়াই কোন সামঞ্জস্য ও সম্পর্ক নাই। ভাষাকে আত্মীয়তা তথা জাতীয়তার বন্ধন বলিয়া মানিয়া লইলে এক — নিমিষেই পাকিস্তান কর্পূরের মত উবিয়া যাইবে। কারণ উহা পশ্চিমপাঞ্জাবকে সিন্ধুর পরিবর্তে পূর্ব পাঞ্জাবের সহিত আর পূর্ববাংলাকে সহস্র মাইল—দূরবর্তী সীমান্ত প্রদেশের পরিবর্তে পশ্চিম বাংলার সহিত যুক্ত করিবে। অর্থনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া পাকিস্তানের ঐক্য দূরের কথা, উহা কায়েম হওয়ারও কোন সম্ভাবনা ছিলনা! যে দেশের সহিত বাংলা বা — পাঞ্জাবের অর্থনৈতিক সুখসুবিধার সম্পর্ক ছিল বেশী, তাহাদের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের কি কারণ ছিল? — শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা চিন্তা করিতে

(২৮৬ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

তার পরিণতি এবং বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস কাহার — বর্বরতা ও পৈশাচিকতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে তাহা স্মরণ করিয়া বিশ্বপতি আল্লাহর প্রতি উষ্মা প্রকাশ — করার পরিবর্তে স্বামীজীর লজ্জায় অধোবদন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু যে ব্যক্তি লজ্জার মাথা খাইয়াছে তাহাকে কি বলা হইবে? ভাংগিয়া চুরিয়া মারিয়া কাটিয়া শেষ করাই যদি কোরআনের ধর্ম হইত, তাহা হইলে মুছলমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া স্বামীজীর— পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক 'জগদীশ্বরোবা' রূপে পূজিত ও কীর্তিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে ত্রিংশৎ কোটি বৈদান্তিক আর লক্ষ কোটি প্রতিমা রক্ষা পাইল কেমন করিয়া? আর এই স্বয়ংসিদ্ধ স্বামীজী মহারাজ সেই কোরআনকে এবং তাহার প্রভু আল্লাহকে এবং তাহার বাহক রছুল কে এরূপ অশ্লীল ভাষায় গালাগালাজ করার সুবর্ণ—সুযোগ লাভ করিলেন কি উপায়ে? মিথ্যুকের স্মরণ-শক্তি যে অতিশয় দুর্বল, সত্যানন্দজীর অসংলগ্ন ভাষণ কি তাহার জলন্ত প্রমাণ নয়?

ইছলামের একত্ববাদ এবং রছুলুল্লাহর (দঃ)— চরিতামৃতে স্বামী সত্যানন্দ যে কলংকলেপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, বারান্তরে আমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বসিলে দেশবিভাগের কোন যৌক্তিকতাই উপলব্ধ হইবেনা।

এমতাবস্থায় পাকিস্তান কে এক ও অবিভাজ্য রাষ্ট্রে আর পাকিস্তানীদিগকে এক ও অভিন্ন — জাতিতে পরিণত করিল কিসে? যাহার মস্তকে সামান্য পরিমাণও মগজ আছে, যে এক আর এক কে দুই বলিতে দ্বিধা বোধ করেনা, তাহার পক্ষে ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, সমুদয় ভৌগলিক, অর্থনৈতিক, গোত্রিয় ও ভাষাগত অসামঞ্জস্য থাকা সত্বেও পাকিস্তানকে এক অবিচ্ছেদ্য রাষ্ট্রে এবং পাকিস্তানীদিগকে এক অভিন্ন জাতিতে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে একমাত্র ইছলাম! ইছলাম ছাড়া পাকিস্তানের সমগ্রতা ও একত্ব রক্ষা করার অন্যকোন পন্থাই নাই আর এই সমগ্রতাবুদ্ধির অভাব ও তিরোভাব পাকিস্তানের অব্যর্থ মৃত্যুবাণ! অপরাপর মুছলিম রাষ্ট্রসমূহের জন্য ইছলাম আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং পারলৌকিক মুক্তির ধর্ম হইতে পারে কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের জীবন মরণ সর্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে ইছলামের উপরেই। ইছলামকে বাদ দিয়া যাহারা শুধু পাকিস্তানের অর্থনৈতিক, তমদ্দুনী ও রাষ্ট্রীক ঐক্য ও উন্নতির কথা উচ্চারণ করে, তাহারা পাকিস্তানের বুদ্ধিমান দুশ্মন অথবা নাদান বন্ধু ছাড়া অন্য কিছু নয়। ইছলামের সহিত আমাদের সম্পর্ক যত দৃঢ়তর হইবে আমাদের জাতীয় অস্তিত্বও ততোধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, আর এই সম্পর্ক যতই দুর্বল হইবে আমাদের জাতীয় সমগ্রতা ততোধিক অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠিবে। ইছলামের পরিবর্তে ভাষা, গোত্র, ললিত কলা, তমদ্দুন এবং অর্থনীতির প্রশ্নগুলি যে দিন পাকিস্তানে প্রবলতর হইয়া উঠিবে সে দিবস হইবে প্রকৃতির বিচারালয়ে আমাদের চরমদণ্ড— মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রকাশের দিন! কারণ অতঃপর আর কোন বস্তুই আমাদের জাতীয় উপাদান গুলিকে বিক্ষিপ্ত এবং টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলার পথে বাধা দিতে সক্ষম হইবেনা।

পাকিস্তানে ইছলাম সম্পর্কে প্রধানতঃ দ্বিবিধ চিন্তাধারার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দল, যাহারা সংখ্যায় অল্প কিন্তু অত্যন্ত প্রভাবশালী।— দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের শাসকমণ্ডলী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে আর গণপরিষদে এই দলের সংখ্যাই অধিক,— ইছলাম সম্বন্ধে ইহারা সম্পূর্ণ আস্থাশূন্য! রাজনৈতিক মতবাদের দিক দিয়া ইহাদের কেহ হিন্দু সংস্কৃতির উপাসক, কেহ সমূহবাদী আর কেহ অ্যাংলো-আমেরিকান ব্লকের পতাকাবাহী। কিন্তু মতবাদের এই ত্রিস্রোতা সংগম লাভ করিয়াছে ইছলাম— বিদ্বেষের সাগর তীর্থে। ইহারা বিভিন্ন রূপ প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য, রেডিও, ক্লাব, কার্ণিভাল ও প্রদর্শনীর সাহায্যে ইছলামের বিরুদ্ধে এমন এক বিষাক্ত — আবহাওয়া সৃষ্টিকরার বিরাট আয়োজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন যাহার ফলে ইছলাম ও ইছলামী- — আদর্শের অনুভূতি জনগণের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া যাওয়ার আশংকা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহারা সকলেই মনেপ্রাণে পাকিস্তানের শত্রু নহেন। কিন্তু ইহাদের ইছলাম-বিরোধী তৎপরতার ফলে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ ক্রমশঃ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে পাকিস্তানে বাংগালী অবাংগালী — জাতীয়তার মারাত্মক অনুভূতি এবং কম্যুনিস্টক আদর্শের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান অনুরাগের জন্য এই দলটিই পথ পরিষ্কার করিয়া দিতেছেন। সরকারী কর্মচারীরা ইহাদের স্বেচ্ছাসেবকদলে পরিণত হইয়াছেন। সংবাদ পরিবেশনের পথঘাটগুলি এই দলটী অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। ইহারাই নিরাপত্তা আইন সৃষ্টি করিয়া মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন উক্তির — গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন।

দ্বিতীয় দলটী বিপুল সংখ্যক হইলেও অদূরদর্শী। তাঁহারা মনে করেন, পাকিস্তান হইতে ইছলামকে নির্মূল করা সম্ভবপর নয়। তাঁহাদের ধারণা আমাদের মধ্যকার অতি নিকৃষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তিও যখন আল্লাহ ও তদীয় রছুলের (দঃ) নামের মর্যাদা রক্ষাকল্পে এখনও অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে— প্রস্তুত হয় তখন ইছলামের বিপক্ষদল যাহাই করুন না কেন, পাকিস্তানে ইছলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে— আশংকার কোন কারণ নাই। আল্লাহ ও রছুলের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

(দঃ) জন্য আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রাণনা মুমিনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ, কিন্তু শুধু ভাবপ্রবণতার ভিতর উহাকে সীমাবদ্ধ রাখিলে এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং যুক্তিযুক্ত প্রমাণের সাহায্যে এইভাবকে মানসপটে অংকিত করিতে না পারিলে প্রতিকূল পরিবেশে কালক্রমে এই অনুপ্রাণনার অবলোপন অবশ্যম্ভাবী। ইছলামের প্রতি আমাদের অন্ধভক্তি ও ভাবোচ্ছ্বাসের যে অবস্থা আজ পরিদৃষ্ট হয়, ইহার শতগুণ ত্রিশ বৎসর পূর্বে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বুখারা, ছমরকন্দ ও খোয়ার্জমে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কম্যুনিজ্‌মের হুশিয়ার প্রচারক দলের অবিরাম চেষ্টার ফলে মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে উল্লিখিত জনপদ সমূহের বিরাট মছজিদ ও মাদ্‌রাছাগুলি আজ থিয়েটার হল, ক্লাবরুম ও — মিউজিয়মে রূপান্তরিত হইয়াছে। ইমাম বুখারী, ইমাম আবুল্‌লয়েছ ছমরকন্দী ও ইমাম আবুবকর খোওয়ারযমীর দেশের সন্তান কবিরা আজ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে সম্বোধন করিয়া গাহিতেছে—

" .....তুমি বলিয়াছিলে কোরআনের শব্দগুলি চিরঞ্জীবী !

" তুমি বলিয়াছিলে মছ্‌জিদগুলি কোনদিন জনশূন্য হইবেনা !

" তুমি বলিয়াছিলে ইছলাম অমর !

" মোল্লা উছতাদ ! কোথায় গেল তোমার সেসব ভবিষ্যদ্বাণী ?

" মোল্লা উছতাদ ! তোমার কথা মনে করিয়া আজ আমি ঘৃণা বোধ করি।

" এখানে আমীর, বেগ আর মোল্লাদের স্থাননাই !

" আমাদের আর আল্লাহর এবং তার বান্দাদের কোনই প্রয়োজন নাই !

" তাহারা এই স্থানেই জন্মিয়া থাকুক কিংবা বহিরাগত হউক !

" লেনিনের জোড়া ধরিত্রীর ক্রোড়ে আজ পর্যন্ত জন্মে নাই !

" তাহার মন ও মস্তিষ্কের পৃথিবীতে তুলনা নাই !

ফলকথা ইছলামকে জীবন্ত ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে না পারিলে পাকিস্তানেও যে ইছলামের— ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদী রবীন্দ্রনাথ এবং হিন্দুদেবদেবীর স্তুতিবাদক নজরুলের প্রতি পূর্বপাকিস্তানের যুবক সমাজের অতিআগ্রহ এই ভয়াবহ ভবিষ্যতেরই ইংগিৎ করিতেছে।

পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইলে এই রাষ্ট্রে ইছলামকে টিকাইয়া রাখিতে হইবেই এবং শুধু — সংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস দ্বারা ইছলামকে টিকাইয়া রাখা যাইবেনা। ইছলামী জীবনদর্শন ও রাজ্যশাসন-বিধিকে পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠাদান করিতে হইবে। পাকিস্তান গণপরিষদ মরহুম কায়েদেমিল্লৎ লিয়াকৎ আলী খাঁ ও আল্লামা শাব্বীরআহ্‌মদ উছমানী মরহুমের নেতৃত্বে যুগান্তকারী উদ্দেশ্যপ্রস্তাব গ্রহণ করিয়া পাকিস্তানে ইছলামী দছ্‌তুর প্রণয়ন করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, ইছলামের খাতিরে যত-খানি না হউক, রাষ্ট্রের মংগল ও স্থায়িত্বকল্পে— সে প্রতিশ্রুতি তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবেই। ১৯৫২ সালের শেষ পর্যন্ত যদি পাকিস্তানের শাসন-তন্ত্র প্রণয়ন করার কার্য শেষ নাহয়, তাহা হইলে পাকিস্তানের ভাবী অমংগলের জন্য আল্লাহর কাছে আর জগদ্বাসীর কাছে গণপরিষদকে দায়ী হইতে হইবে। ইছলামী দছ্‌তুরের বিপক্ষদল পাঁচ বৎসর যাবৎ টাল বাহানা করিয়া আসিতেছেন যে, ইছলামী রাজ্যশাসন বিধি প্রণয়ন এবং বলবৎ করা অতিশয় দুরূহ এবং সময় সাপেক্ষ, কিন্তু ইছলামী রাজ্যশাসন বিধি সম্বন্ধে স্বয়ং আমরা এবং পূর্বপশ্চিম পাকি-স্তানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিদ্বানগণ যে সকল বহি-পুস্তক এবং প্রস্তাবাবলী রচনা করিয়াছেন, সেগুলির আলোকে এইকার্য সমাধা করা আদৌ কষ্টকর নয়। পক্ষান্তরে সরকার ও নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান বিরোধী কার্যকলাপগুলিকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে সততা ও দৃঢ়তার সহিত পাকিস্তানে ইছলামী বিধিকে— কার্যকরী করার জন্য ত্বরান্বিত হইলে উহার সাফল্য একান্ত সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। পাকিস্তান শাসন-সংবিধানের মূলনীতিতে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় — দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সন্নিবেশিত থাকা আবশ্যক—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রথম, কোরআন ও ছুন্নত পাকিস্তানে আইনের মর্যাদা লাভ করিবে।

দ্বিতীয়, কোরআন ও ছুন্নতের নীতি ও স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধে কোন বিধান বিরচিত ও ব্যবস্থিত হইবেনা।

তৃতীয়, কোরআন ও ছুন্নত বিরোধী সমুদয়—পুরাতন আইন বাতিল করা হইবে।

চতুর্থ, আইন সংগত কারণ ছাড়া এবং আইন সংগত উপায় ব্যতীত কাহারো নাগরিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হইবেনা।

পঞ্চম, রাষ্ট্রের বুভুক্ষু নরনারীর আহার, বস্ত্র ও আশ্রয়ের জন্য রাষ্ট্র দায়ী থাকিবে।

আবার দাংগা,

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় যুগপৎ ভাবে এরূপ দুইটী ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যে, একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও—আমাদের দৃষ্টি সে দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেনাই। প্রথমটী হইতেছে পশ্চিম বাংলার—সংখ্যাগুরু দলের নেতৃবৃন্দের একটী অনুশাসন, যাহার ভিতর তাঁহারা পূর্ববাংলার হিন্দুদিগকে একযোগে পূর্বপাকিস্তান পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছেন।—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের মধ্যে অবাধ যাতায়াত কার্যকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে পাসপোর্ট ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, হিন্দুস্থানের নেতাদের রাগের প্রকাশ্য কারণ হইতেছে সেই ব্যবস্থাটী। পশ্চিম বাংলার—সংখ্যাগুরু দল পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্যই স্বীকার করেননা। তাঁহারা পূর্ববাংলাকে হিন্দুস্থানের সহিত যুক্ত করার স্বপ্নে সর্বদাই বিভোর থাকেন এবং এই স্বপ্নকে বাস্তবতার রূপ প্রদান করার জন্য তাঁহাদের চর ও অনুচরগণ সর্বদাই হিন্দুস্থান হইতে পূর্ববাংলার সাপ্তাহিক ও মাসিক ছফরে বহির্গত হন। পাসপোর্ট বিধি যে তাঁহাদের মহান প্রচেষ্টার আংশিক অন্তরায় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং তজ্জন্য রামরাজ্যের নেতাদের গোশ্‌শাও আশ্চর্যজনক নয়। কিন্তু এই অনুশাসনের পরেপরেই হিন্দু ত্রিপুরার রাজধানী—আগরতলা হইতে সংবাদ বিতরিত হইয়াছে যে, উক্ত স্থানের এক ভয়াবহ দাংগায় সংখ্যালঘুদিগকে আহত, নিহত এবং তাহাদের শত শত গৃহ ভস্মীভূত করা হইয়াছে। সর্বস্ব লুণ্ঠিত কপর্দক হীন মুছলমানগণ হাজারে হাজারে পাকিস্তানের সীমান্তে প্রবেশ করিতেছেন। পূর্বোক্ত অনুশাসনের সহিত এই মুছ্‌লিম বিতাড়নের কোন যোগাযোগ আছে কিনা, সে কথা বলিবে কে? পূর্ব বাংলার সংখালঘুদের পুনর্বাসনের জন্যই হিন্দুস্থান রাষ্ট্র হইতে মুছলমানদিগকে বহিষ্কৃত করা হইতেছে কিনা, তাহা জানিবার উপায় কি? হিন্দুস্থানে মুছলমানদের ধনপ্রাণ ও সম্ভ্রম কি অনন্তকাল ধরিয়াই এরূপ বিপন্ন রহিবে? আর আমাদিগকে চিরকালই কি এই বিয়োগান্ত নাটকের নীরব দর্শক হইয়া থাকিতে হইবে?

চাষীদের দুর্ভাগ্য,

পাকিস্তান এক শ্রেণীর লোকের জন্য আলা-উদ্দীনের প্রদীপ হইয়াছে। আংগুল ফুলিয়া কলাগাছ প্রবাদবাক্যের সার্থকতা ঘটাইয়া এই শ্রেণীর লোকেরা ঘুষ ও ব্ল্যাকের সাহায্যে রাতারাতি লক্ষপতি ও ক্রোরপতি বনিয়াগিয়াছে কিন্তু পাকিস্তান তাহার মেরুদণ্ড রূপী কৃষকদের দুর্ভাগ্যের কোনই প্রতিকার করিতে পারিতেছেনা। পূর্বপাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ পাটের জন্য আমাদের শাসক ও নেতারা ঘরে বাহিরে গর্ব করিয়া থাকেন কিন্তু সরকারের নিদারুণ অব্যবস্থা এবং ধনিক-প্রীতির কল্যাণে পাট চাষীরা সত্যই সর্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। গতবারে পাটের সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল ২৩৲ টাকা কিন্তু এজেন্ট, দালাল ও ফড়িয়াদের অনুগ্রহে চাষীরা পনের টাকার অতিরিক্ত মূল্য পায় নাই। এবারে ১২৷৷০ টাকা হইতে ২১৷৷০ টাকা মূল্য নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। অবশ্য একথাও বলা হইয়াছে যে, ইহা সর্বনিম্ন দর এবং চাষীরা সুবিধা পাইলে ইহাপেক্ষা অধিক মূল্যেও—পাট বিক্রয় করিতে পারিবে। হতভাগারা নিয়ন্ত্রিত মূল্যই পায়না, তার উপর অধিক মূল্য লাভের প্রলোভন! ইহাকে স্তোকবাক্য ছাড়া আর কি বলা—যাইতে পারে? সরকার পক্ষের বক্তব্য, ভারত রাষ্ট্রে এবং পৃথিবীর যে সকল স্থানে কোন দিন পাট জন্মিত না, সেই সকল স্থানে পাট উৎপন্ন করার ব্যবস্থা—

www.ahlehadeethbd.org

অবলম্বিত হইয়াছে বলিয়া পাকিস্তানে উহার চাহিদা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং দর কমানো ছাড়া গত্যন্তর নাই আর ইতিমধ্যে দর কমাইবার সুফলও নাকি— ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা বলিতে চাই, সুফল যদি দেখা দিয়াই থাকে তাহা ভোগ করিবে কাহারা? বিদেশী ও পুঁজিপতি কোম্পানী, তাহাদের এজেন্ট, দালাল ও ফড়িয়া ইত্যাদির লাভ ক্ষতি প্রকৃত দ্রষ্টব্য নয়। আসল প্রশ্ন হইতেছে যে, যে সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে চাষীরা তাহা পাইবে কি? অন্যদিকে খাদ্য দ্রব্যের মূল্য কিছুতেই হ্রাস পাইতেছেনা। সরকার আশ্বাস দিয়াছেন পূর্ব বাংলায় খাদ্য সংকট নাই। কিন্তু ১০৲ টাকা দরে এক মন পাট বেচিয়া যাহাদিগকে— ২৫৲। ৩০৲ টাকা দরে এক মন চাউল কিনিয়া খাইতে হইতেছে তাহাদের খাদ্য সংকট নাই একথা স্বীকার করিবে কে? পাট বিক্রয়ের জন্য যত দিন পাকিস্তানকে বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, তত দিন পাট সমস্যার প্রকৃত সমাধান হইবার নয়। কৃষকদিগকে শোষণ করার দুরভিসন্ধি দেশ বিদেশের পুঁজিপতিদিগকে পরিত্যাগ করাইতে পারিলে এবং পাটশিল্পের উন্নয়ন কল্পে সরকারী তত্ত্বাবধানে কলকারখানা — পাকিস্তানে গড়িয়া উঠিলে কৃষকদের দুর্গতির আংশিক প্রতিকার হইতে পারে কিন্তু তাহার পূর্বে যথাযথভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রিত না করিলে এবং এজেন্ট ও দালালদের শোষণ হইতে চাষীদিগকে উদ্ধার করিতে না— পারিলে চাষীদের সংগে সংগে পাকিস্তানে পাট সম্পদও নির্মূল হইয়া যাইবে।

কাদিয়ানী-চিন্তা,

ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, মুছলমানগণ একটী অখণ্ড ও অবিভাজ্য মিল্লত হওয়া সত্ত্বেও দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহারা ধর্মীয় মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠান এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর দিক দিয়া বহু দলে এবং— গণ্ডীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন এবং ইহার ফলে অতীতে যেরূপ মুছলমানগণ বহুবার বিপন্ন হইয়াছেন বর্তমানেও তাঁহাদিগকে সেইরূপ নানাবিধ বিপদাপদের সম্মুখীন হইতে হইতেছে। কিন্তু সুখের বিষয় যে, অনৈক্য ও বিরোধের সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভিতর আজও তাঁহাদের এমন একটী জ্যোতির্বিন্দু বিদ্যমান রহিয়াছে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া সমুদয় মুছলমান একত্রিত হইতে এবং তাঁহাদের সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গৃহবিবাদ সত্ত্বেও এক অখণ্ড ও অদ্বিতীয় জাতিরূপে সুসংহত হইয়া পৃথিবীর অপরাপর জাতির সম্মুখে উন্নতবক্ষে দাঁড়াইতে পারেন। মহামিলনের এই যে সুবর্ণ রেখা, পৃথিবীর কোন জাতির, কোন ধর্মীয় সমাজের কাছে এরূপ অতুল্য সম্পদ নাই। এই চুম্বক শক্তি হইতে মুছলমানগণ বঞ্চিত হইয়া পড়িলে তাঁহারা অন্যান্য জাতির সংগে তুল্য দুর্দশার ভাগী হইয়া পড়িবেন এবং ইছ্লাম এমন একটী হেঁয়ালী দর্শনশাস্ত্রে পরিণত হইবে যাহার শত চেষ্টা করিয়াও স্পষ্ট এবং সর্বসম্মত কোন ব্যাখ্যা— খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হইবেনা। ইছ্লামের এই সর্বসম্মত মিলন কেন্দ্রটী দুইটী বাহুর উপর — প্রতিষ্ঠিত :— প্রথম, আল্লাহর একত্বে আস্থা, দ্বিতীয়, রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের চরমত্বে বিশ্বাস। এই মর্মকেন্দ্রে আসিয়া শিয়া, ছুন্নী, খারিজী, মু'তাযেলী, হানাফী, শাফেয়ী, আহ্লেহাদীছ, আহ্লেকিতাব, চিশ্তী, মুজাদ্দেদী, ছুফী, ওয়াহ্হাবী, দেওবন্দী, ব্রেলভী,— বিদ্আতী, ফরাযী, আরাযী, বাঙালী, বিলাতী, তুর্কী, হাশেমী ও চামার সব একাকার হইয়া যায়। মুছলিম হওয়ার জন্য রছুলুল্লাহ (দঃ) কে হযরত মুছা ও ঈছার মত শুধু একজন রছুল মান্য করা যথেষ্ট হইলে নছ্তুরী, ইয়াকুবী, শিখ ও ব্রাহ্মসমাজকেও মুছলমান স্বীকার করিতে হইবে, কারণ খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও হিন্দুগণের উপরিউক্ত দলগুলিও রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতকে অস্বীকার করেননা। আর রছুলুল্লাহর (দঃ) পরও পয়গম্বরদের আগমনের ছিলছিলা জারী থাকিলে ধর্মের পূর্ণাংগতা প্রাপ্তি, মুক্তবুদ্ধির উদয় এবং সর্বমানবীয় ধর্মের অভ্যুদয়ের বৈজ্ঞানিকতা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার সংগে সংগে মুছলমানগণ প্রাচীন গ্রন্থধারী আহ্লেকিতাবদের মত একটী মৃত ধর্মীয় সমাজে পর্যবসিত হইবেন। কাদিয়ানী ছাহেবান যে উদ্দেশ্যেই হউক বিশ্ব মুছলিমের এই সর্বদল পরিগৃহীত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া একটী নূতন ধর্মমত আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কাদীয়ান গ্রামের জনৈক মীর্যা গোলাম আহ্মদ ছাহেবের পর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গম্বরী কে মানিয়া লইয়া মিল্লতে মুছলিমা ও উম্মতে মোহাম্মদীয়া হইতে স্বতন্ত্র একটী ধর্মীয় সমাজ গঠন করিয়াছেন এবং পৃথিবীর মুছলমানগণ উক্ত মীর্যা—ছাহেবের নবুওতকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিতে পারেন-নাই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে কাফের, বেশ্যার পুত্র, কুকুর, অপবিত্র প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করিয়া তাঁহাদের সহিত ইছলামী সামাজিকতার সমুদয় সম্পর্ক ছেদন করিয়াছেন এবং পৃথিবীর এই কাফের রূপী মুছলিমদিগকে মীর্যাজীর কলেমা পড়াইয়া নূতনভাবে মুছলমান বানাইবার ফিকিরে মশগুল রহিয়াছেন।—পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর কাদিয়ানীগণের খলীফা তাঁহার অনুচরবৃন্দ সহ তাঁহাদের ধর্মকেন্দ্র, মহবতে ওয়াহী ও কদনীরছুলের বেহেশ্‌তী মক্‌বরা পবিত্র—কাদিয়ান শরীফ পরিত্যাগ করিয়া পাকিস্তানের কুফরী রাজ্যে আসিয়া স্যার ফ্রান্সিস মুডির কৃপায় কড়ির দামে এক বিরাট ভূখণ্ড অধিকার করিয়া বসিয়াছেন এবং পাকিস্তানের রাজধানীর বুকে কাদিয়ানী উপনিবেশ কায়েম করিয়া তথায় তাঁহাদের খিলাফতের নূতন—রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে তাঁহাদের ধর্মের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ানেও তাঁহাদের বহুলোক বসবাস করিতেছেন। এইভাবে তাঁহারা ভারতরাষ্ট্রের সংগেও তাঁহাদের যোগাযোগ বহাল রাখিয়াছেন। কাদিয়ানীরা পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোরবিরোধী ছিলেন এবং—তাঁহাদের খলীফা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়ারাখিয়াছেন যে, অচিরেই পাকিস্তান ধ্বংসলাভ করিবে এবং অখণ্ড ভারত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পাকিস্তান কায়েম হওয়ার পর তাঁহারা নানারূপ ফন্দিফিকির করিয়া মুছলমান হইবার দাবীতে রাষ্ট্রের অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া বসেন এবং ইহার আওতায় তাঁহারা মুছলমানদিগকে কাফের বানাইবার এবং কাদিয়ানী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার—ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। কিছুদিন পূর্বে করাচীর নূতন কাদিয়ানী উপনিবেশ রব্‌ওয়ায় তাঁহাদের একটী সভার অধিবেশন হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র—মন্ত্রী স্যার যফরুল্লাহ খান কাদিয়ানীও উহাতে যোগ-দান করেন এবং প্রকাশ যে, উক্ত সভায় রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের পরিসমাপ্তির প্রতিবাদ এবং মুছলিম সমাজকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করা হয়। তাঁহাদের উত্তেজনামূলক আলোচনায় মুছলমানগণের মধ্যেও বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় এবং সভায় গোলযোগ ঘটে। পুলিশ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে এবং কতিপয় মুছলমান ধৃত হন। এই গেরেফ্‌তারীর বিরুদ্ধে সরগোধায় এক প্রতিবাদ সভা হয়। সরকার অবি-লম্বে তথায় ১৪৪ ধারা প্রবর্তিত এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দিগকে গেরেফ্‌তার করেন। সরকারের আচরণে পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষতঃ পাঞ্জাবে অসন্তোষের আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে এবং সমস্ত দলের মুছলমান-গণ তাঁহাদের গৃহবিবাদ বিস্মৃত হইয়া কাদীয়ানীদের বিরুদ্ধে সমবেত হইয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে অমুছল-মান সংখালঘু দলে পরিণত এবং স্যার যফ্‌রুল্লাহ কে পদচ্যুত করার দাবী সমস্বরে উপস্থিত করিয়াছেন।

কাদিয়ানীদের সহিত আমাদের অনৈক্যের কথা কাহারো অবিদিত নাই, কিন্তু তথাপি আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিকের—আইন, শৃংখলা ও ভদ্রতার সীমানার ভিতর থাকিয়া স্ব স্ব ধর্মমত প্রচার করার অধিকার রহিয়াছে।—রছুলুল্লাহর (দঃ) শেষনবী হইবার বিরুদ্ধে কোন কথা শুনিলে আমরা সত্যই মর্মাহত হই, কিন্তু যাহারা এই বিশ্বাস পোষণ করেনা, এমনকি যাহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) পয়গম্বরী কেই অস্বীকার করে তাহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার দাবীও আমরা সমর্থন করিনা। সংগে সংগে তাহাদের মতবাদের শান্তিপূর্ণ ও ভদ্রো-চিত উপায়ে আমাদেরও যে কঠোর প্রতিবাদ করার অধিকার রহিয়াছে একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। সুতরাং কাদিয়ানীদের সভায় গিয়া গণ্ডগোল করার কাজ যেরূপ আমাদের মনঃপুত হয়নাই, প্রতিবাদ সভা বন্ধ করার জন্য সরকারের ১৪৪ ধারা প্রবর্তন এবং সম্ভ্রান্ত নেতাদিগকে গেরেফতার এবং কারারুদ্ধ করাও আমরা তদ্রূপ সদ্‌বুদ্ধির পরিচায়ক বিবেচনা করিনা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পৃথিবীর সমগ্র মুছলমানের সর্বসম্মত মৌলিক আকিদাকে অস্বীকার এবং তাঁহা-দিগকে কাফের বিশ্বাস করার পর কাদিয়ানী—ছাহেবানের মুছলমানদের দলভুক্ত থাকার ভানকরা এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিত্ব দাবী করা সমীচীন ও নিরাপদ নয়। তাঁহারা মুছলিম সমাজ হইতে—খোলাখুলি ভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া আইন ও শৃংখলার ভিতর থাকিয়া স্বচ্ছন্দে ইছলামের প্রতিবাদ করিতে পারেন। স্যর যফ্‌রুল্লাহ খানের পদচ্যুতির দাবী সম্বন্ধে আমাদর ধারণা যে, শাসনতন্ত্রের মূলনীতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত এই দাবী নিয়মতান্ত্রিক নয়। অবশ্য পররাষ্ট্র সচীব রূপে পাকিস্তানের—বিরুদ্ধে তাঁহার কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতা যদি প্রমা-ণিত হয়, তাহা হইলে এ দাবীর সমীচীনতায়—

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমরাও একমত হইব। কাদিয়ানী বন্ধুগণ কি মীর্যা ছাহেবের মহদীয়ত পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকিয়া একটী স্বতন্ত্র মযহব রূপে মিল্লতে ইছলামের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারেন না?

উল্টা বুঝিল রাম!

একথা সর্বজন বিদিত যে, আমরা পাকিস্তানে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাই। কারণ — উর্দুর জনন ও লালন পালনে বাংলার দান ও সাধনা পাঞ্জাব বা সিন্ধু অপেক্ষা একটুকুও কম নয়। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, লাহোর ও করাচীর অধীবাসীদের যখন মুদ্রিত উর্দু সংবাদপত্র দর্শন করার সৌভাগ্য ছিলনা, তখন, অর্থাৎ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের — ২৮শে মার্চ তারীখে কলিকাতা হইতে মুন্শী সদাসুখের সম্পাদনায় "**জামে জাঁহানুমা**" নামক প্রথম উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশলাভ করিয়াছিল।— পশ্চিম ভারতের প্রথম উর্দু সংবাদপত্র— "**উর্দু আখ্‌বার**" ইহার চৌদ্দ বৎসর পর অর্থাৎ ১৮৩৬ সালে মওলবী মোহাম্মদ বাকেরের সম্পাদনায় দিল্লী হইতে প্রকাশিত হয়। জামে জাঁহানুমার পর ১৮২৩ সালে বাবু মথুরামোহন মিত্র **শমছুল আখবার** নামক আর একখানা উর্দু সাপ্তাহিক কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। ১৮২১ সালে রাজা রামমোহন রায় "**মিরআতুল আখবার**" নামক যে ফার্ছী সাপ্তাহিক বাহির করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একখানা স্বতন্ত্র উর্দু সংবাদপত্র প্রকাশ করার সংকল্প ব্যক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এ সদিচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল কিনা, তাহা আমরা অবগত হইতে পারি নাই। ফলকথা, উর্দুকে — পশ্চিম ভারত বা পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ মনে করা ঐতিহাসিক ভাবে অসত্য। উর্দু অন্ততঃ— আড়াইশত বৎসর হইতে হিন্দ উপমহাদেশের জাতীয় ভাষার আসন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, সুতরাং আমাদের জাতীয়ভাষা অর্থাৎ পাকিস্তানের সর্বসম্মত রাষ্ট্র ভাষা কি হইবে, এপ্রশ্ন সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক ও বাহুল্য। হিন্দু ও মুছলমান মিলিত ভাবে উর্দুকে জন্মদিলেও উহার লালন-পালনের ভার পরবর্তীকালে প্রায় সমস্তটাই মুছলমানদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে — এবং যেরূপ হিন্দুমুছলমান মিলিতভাবে বাংলাকে সৃষ্টি করা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে প্রধানতঃ হিন্দুদের হস্তে উহা পরিপুষ্ট হইয়া উঠায় বাংলা ভাষায় হিন্দু — ভাবধারা, কিংবদন্তি, কথকতা ও সাংস্কৃতিক পদবিন্যাসের ছড়াছড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি মুছলমানদের প্রভাবে পড়িয়া আরাবীর পর পৃথিবীতে ইছলামী ভাবধারার শ্রেষ্ঠতম বাহনে পরিণত হইয়াছে উর্দু। সমগ্র পাকিস্তানে এবং ইছলামজগতে এবং হিন্দুভারতেও উর্দুর মত মোটামুটি ও সহজভাবে অন্যকোন ভাষা সর্বসাধারণের বোধগম্য হয়না। পাকিস্তানে ইছলামী আদর্শের সঞ্জীবন এবং জাতীয় সংহতির সংরক্ষণ মানসেই আমরা উর্দুর পক্ষপাতি, অন্যকোন কারণে নয়।

ইছলামী ভাবধারার হিফাযতের প্রশ্ন বাদ দিলে আমাদের কাছে উর্দুর কেন, পাকিস্তানেরই কোন মূল্য নাই। পূর্ববাংলার প্রধান মন্ত্রী আলী জনাব নুরুল আমীন ছাহেব মোমেনশাহীর এক সভায় কিছু দিন পূর্বে পাকিস্তানের এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, আজ্ঞমানে তরক্কীয়ে উর্দুর মুখপত্র "কওমী যবান" তজ্জন্য পূর্বপাক প্রধান মন্ত্রীর উপর রুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের বক্তব্যের সার মর্ম এই যে, পাকিস্তান শুধু ইছলামী আদর্শের সুঞ্জীবন ও উন্নয়ন কল্পে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, উর্দু ভাষাকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াও উহা জন্মলাভ করিয়াছে। সুতরাং জনাব নুরুল আমীন ছাহেব শুধু ইছলামের কথা উচ্চারণ করিয়া এবং উর্দু সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিয়া উর্দু বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন। জ্ঞানবৃদ্ধ ও প্রবীণ ডক্টর আবদুল হক ছাহেবের তত্ত্বাবধানে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তাহাতে এরূপ অদূরদর্শী মন্তব্য প্রশংসনীয় নয়। ইছলামের জন্যই কি উর্দুর প্রয়োজন— নয়? আর ইছলামী স্বার্থের কথা বাদ দেওয়ার পরও কি উর্দুর কোন প্রয়োজন থাকে? পশ্চিম পাকিস্তানীদের ইহা জানিয়া রাখা কর্তব্য যে, আমরা উর্দুর পূজারী নই। ইছলামের স্বার্থের জন্যই উর্দুকে আমরা রাষ্ট্র ভাষার— আসন দিতে চাই।

www.ahlehadeethbd.org